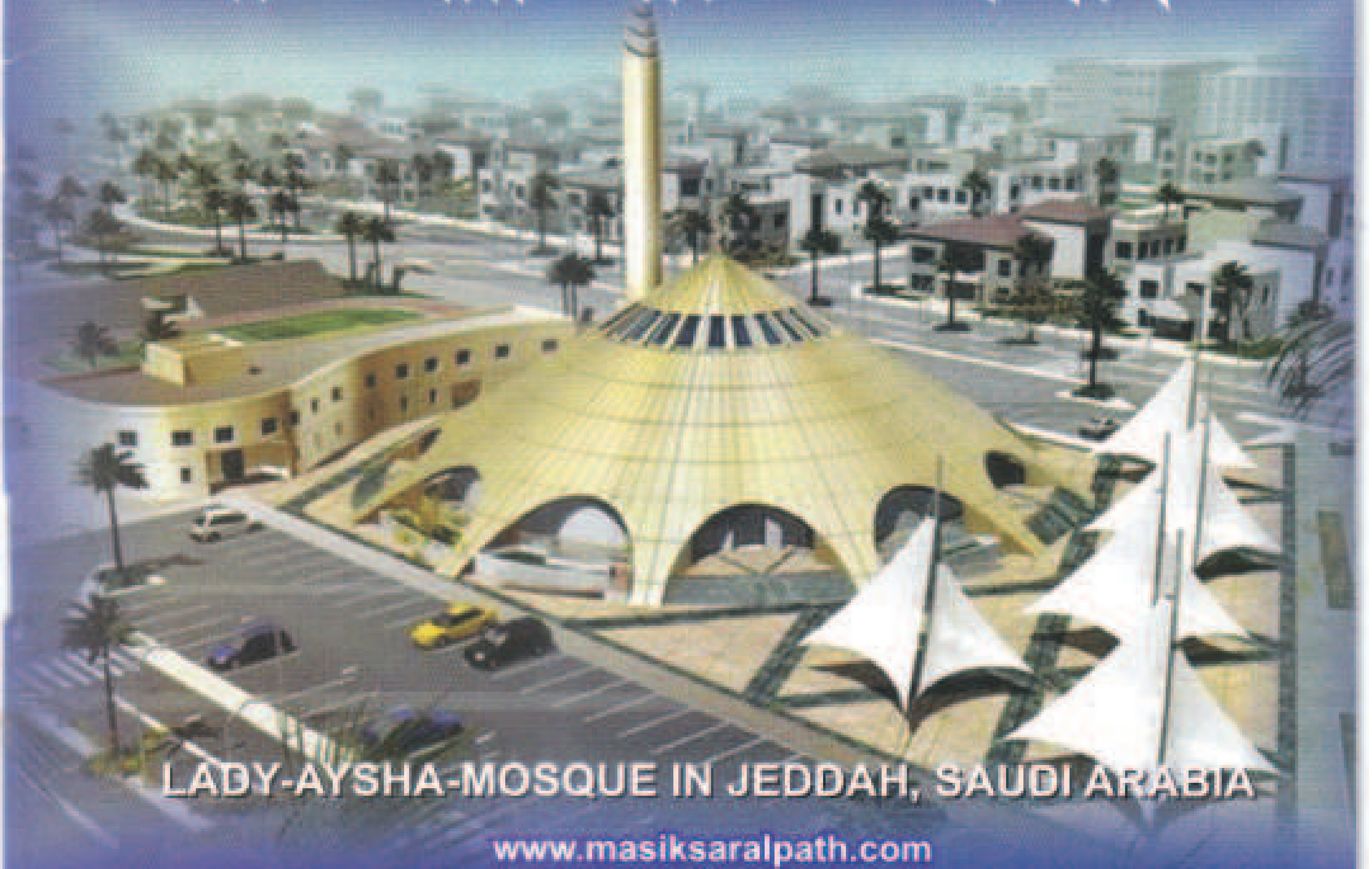
মাসিক

সরল পথ

মানব জীবনের পথ-প্রদর্শক

"নিশ্চয় আল্লাহ আমার ও তোমাদের সকলেরই রব।
সুতরাং তাঁরই ইবাদত কর। এটিই সরল পথ।"
— আল কুরআন ১৯ : ৩৬

৬ষ্ঠ বর্ষ • ৬ষ্ঠ সংখ্যা • শফর-১৪৩৯ • নভেম্বর-২০১৭



LADY-AYSHA-MOSQUE IN JEDDAH, SAUDI ARABIA

www.masiksaralpath.com

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক
সরল পথ

রেজিঃ নংঃ WBBEN/2012/45211

৬ষ্ঠ বর্ষঃ ৬ষ্ঠ সংখ্যা
সফর-রবীউল আওয়ালঃ ১৪৩৯ হিজরী
কার্তিক-অগ্রহায়ণঃ ১৪২৪ বাংলা
নভেম্বরঃ ২০১৭ ইংরেজি

সার্বিক যোগাযোগঃ
সম্পাদক, মাসিক সরল পথ
উমরপুর হাটতলা মসজিদ (দ্বিতল)
পোঃ-ঘোড়শালা, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন ৭৪২২৩৫
মোবাইলঃ ৯১৫৩০৪৪১৪১

মূল্যঃ প্রতি সংখ্যা-১৮ টাকা, বাৎসরিক- ২০০ টাকা, বাৎসরিক সাধারণ ডাক যোগে - ২৩০ টাকা।

ডিষ্ট্রিবিউশন ম্যানেজারঃ (ডাকযোগেও পত্রিকা পেতে এই নম্বরে যোগাযোগ করুন)
জিয়াউর রহমান, ৮৯২৬৭৮৭৮৯৩, ৯৮০০৫৩৪২৪৩

কম্পিউটার টাইপ সেটিংঃ
এস.এফ. প্রিন্টার্স, মোঃ- ৯৪৩৪৫৩১৯৫৭, ৯৭৩৫৭৭১৬৮৪
Email Id : sfprintersbld@gmail.com

স্বত্বঃ সরল পথ এডুকেশনাল এ্যাণ্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট।

সরল পথ এডুকেশনাল এ্যাণ্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্টের পক্ষে সেখ হাবিবুল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Email Id : editorsaralpath@gmail.com
Website : www.saralpathtrust.com

★★ *প্রকাশিত প্রবন্ধের মতামত লেখকের নিজস্ব। কর্তৃপক্ষ এর জন্য দায়ী নয়।*

সূচীপত্র **পৃষ্ঠা**

★ সম্পাদকীয় ২
★ দারসে কুরআন — আব্দুল্লাহ্ সালাফী ৩
★ দারসে হাদীস — আতাউর রহমান সালাফী ৬
★ প্রবন্ধঃ
❒ ফিক্বহুল হাদীস — তাজাম্মুল হক সালাফী ৮
❒ সাহাবীগণের মর্যাদা ও মুসলিম উম্মাহ্‌র মাঝে তাঁদের অবস্থান — আব্দুল্লাহ্ সালাফী ১৩
❒ নাবী পরিবারের প্রতি ভালোবাসায় সীমালংঘন এবং প্রকৃত ব্যাখ্যা প্রদানে ওলামাদের প্রয়াস — তাজাম্মুল হক সালাফী ১৬
❒ নাবী যুগে নারীদের দাওয়াত কার্যের রূপরেখা সম্পাদনা - ড. সুলাইমান বিন হাম্দ আল্ আওদাহ্ — ভাষান্তরঃ আব্দুল হালিম বুখারী ২০
❒ সাহাবাদের গাল-মন্দ ও দোষারোপ করার ভয়াবহতা — আব্দুর রাকীব মাদানী ২৪
❒ পর্নোগ্রাফী দেখলে মস্তিষ্ক যেভাবে বদলে যায় — মূলঃ মোহাম্মাদ গিলান ২৮
❒ ঈদে মীলাদুন্নাবী — সৌজন্যেঃ আত্ তাহরীক ৩১
❒ আক্বীকার শারয়ী বিধান — হাফেজ মাওলানা আব্দুল্লাহিল কাফী সালামী ৩৪
❒ উজ্জ্বল মোতিসমূহের সোনালী উপহার — অনুবাদঃ আবূ হাবীবাহ্ নাজমে আলাম সানাবিলী ৩৭
★ কবিতা ৩৯
★ জানা অজানা ৪০
★ সওয়াল জওয়াব ৪১
★ সংগঠন সংবাদ ৪৫
★ স্বলাতের সময় সারণী ৪৬

সম্পাদকীয়

ভারতীয় অতীত ও ঐতিহ্যকে বিকৃত করার অপপ্রয়াস

ভারতবর্ষ এখন, পন্ডিত জওহরলাল নেহরুর ভাষায়, এক 'দুর্ভাগ্যজনক সময়পর্বের' মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে। শুরু হয়েছে সারা ভারতজুড়ে ইতিহাস বিকৃতিপর্ব। ক্ষমতাসীন শাসকদল দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে শিকেয় তুলে রেখে ভারতের সোনালী দিনের গৌরবময় অতীত ও ঐতিহ্যের ইতিহাসকে শুধু বিকৃত করার মানসে বিশেষ করে মধ্যযুগীয় ইতিহাস, স্থাপত্য ও স্মৃতিসৌধের নাম পাল্টানোর উদ্যোগ নিয়েছে। ভারতের সর্বজনীন ইতিহাসকে বিকৃত ও খন্ডিত করার এ এক চরম অসাধু অপপ্রয়াস। পৃথিবীর ইতিহাসে এ ঘটনা যদিও নতুন নয়, ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় সমস্ত যুগেই চরম স্বৈরতন্ত্রী পরাশক্তি চেষ্টা করে প্রথমে দেশের ইতিহাসকে বদলানোর। তারপর সভ্যতা-সংস্কৃতির ঐতিহ্যগত পরম্পরাকে ধ্বংস করে সে ধ্বংসস্তূপের উপর নির্মাণ করে উগ্র জাতীয়তাবাদের ইমারত। বিকৃত জাতীয়তাবাদ ও উগ্র সাম্রাজ্যবাদের ধারক ও বাহক ইংরেজদের মধ্যেই এ মানসিকতা প্রথম পরিলক্ষিত হয়। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত মার্কিন লেখক **নীল পোস্টম্যানের** (Neil Postman)উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য : 'ইতিহাসের প্রতিটি যুগেই সাম্রাজ্যবাদ তার নিজস্ব রূপ নিয়ে হাজির হয়। বিশেষ করে, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের দেশ দখলের রণকৌশলের প্রধান চালই ছিল অধিকৃত দেশে প্রথমে নৌবাহিনী প্রেরণ, তারপর সেনাবাহিনীর অনুপ্রবেশ ঘটানো, তারপর সুদক্ষ প্রশাসকদের পাঠানো এবং অন্তিম ও চরম কৌশল হিসাবে তাদের নিজস্ব শিক্ষা ব্যবস্থাকে হিকমার সাথে সংস্থাপন করা।' সুদীর্ঘ লালিত এ ব্রিটিশ ভাবাদর্শের দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে না পেরে মনে হয় বর্তমান সরকারও ইতিহাস বিকৃতির গৈরিকীকরণের খেলায় মেতে উঠেছে। গৈরিকীকরণের মূল কারণই হল শুধুমাত্র মুসলিম বিরোধিতা। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো তাজমহল নিয়ে নানামুনির নানা অসংলগ্ন মন্তব্য। অথচ, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাজমহলের সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে লিখেছেন :

'হীরামুক্তামাণিক্যের ঘটা
যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা
যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক,
শুধু থাক
একবিন্দু নয়নের জল
কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল।।' (শা-জাহান)

বর্তমান সরকারের ফ্যাসিস্ট বাহিনী বিজেপি দল ও সঙ্ঘ পরিবার তাজমহল মুঘলদের তৈরী সুতরাং এটি ভারতীয় কীর্তি নয় — এই অনৈতিহাসিক যুক্তির মানসে তাজমহলের নাম পাল্টে তেজোমহল করতে চায়। আবার, ভারতীয় রেলের সূচনা পর্বের সময় থেকে শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী ঐতিহ্যবাহী মুঘলসরাই রেল স্টেশনের নাম বদলে তারা এমন এক বিজেপি তথা জনসংঘের তাত্ত্বিক নেতা দীনদয়াল উপাধ্যায়ের নামে নামকরণ করা হয়ে গেল — যিনি ছিলেন আজীবন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে আপোষকামী নেতা। এখানেই থেমে নেই, পাশাপাশি জাতীয় শিক্ষানীতি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে গৈরিকীকরণের চাদরে ঢেকে ফেলতে তারা সদা সচেষ্ট। ফলস্বরূপ, মহারাষ্ট্রের বিদ্যালয় স্তরের পাঠ্যসূচী থেকে ছেঁটে ফেলা হয়েছে মুঘল যুগের ইতিহাস। কর্ণাটকের বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনন্ত কুমার হেগড়ে ব্রিটিশদের সঙ্গে আজীবন সংগ্রামে রত টিপু সুলতানকে 'খুনী' ও 'কুখ্যাত ধর্ষণকারী' অভিধায় অভিহিত করার দুঃসাহস দেখিয়েছেন। ব্রাত্য রেখেছেন স্বাধীনতার ইতিহাস থেকে স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী ও স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বিদগ্ধ পন্ডিত মৌলানা আবুল কালাম আজাদের নাম। প্রবাদ প্রতিম ভারতীয় কর্ণধারদের গড়া ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা থেকে চিরতরে মুছে ফেলতে চায় ভারতীয় অতীত ও ঐতিহ্যের সঙ্গে মানানসই 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটিকে।

তাই বলি, অতীত ও ভবিষ্যৎ, পুরনো এবং নতুনের সম্পর্ক নিয়ে আজ আমাদের ভাবার সময় এসেছে। ২০১৭ সালে ভারতের প্রধান মন্ত্রিত্বের চেয়ারে যিনি আসীন তাঁকে মনে রাখতে হবে ইসলাম ও মুসলিম সমাজ ভারত ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে মুসলিমদের অবদান অনস্বীকার্য। তাই এমন একটা সম্প্রদায়ের অস্তিত্বকে অস্বীকার করার ফল হতে পারে দেশ ও জাতির পক্ষে আত্মঘাতী। তাই আশা করব কবির ভাষায় :

'হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন —
শক-হুন-দল, পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।

....

দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।।' — এই রবীন্দ্রভাবনার ভারতীয় ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার। ইতিহাস বিকৃত করার যে-পথ চলা শুরু হয়েছে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সম্মিলিত প্রতিরোধে তার অবসান একদিন হবেই, এ বিশ্বাস আমাদের আছে। কেননা, মহান স্রষ্টা আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন, 'সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলীন হয়েছে, নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলীয়মান।' (সূরা ইসরা-৮১)

— আবু রাইহান সরকার

দারসে ক্বুরআন (ক্বুরআনের পাঠ)

মুসলিম ঐক্যের দাবী ও আমরা

আব্দুল্লাহ্ সালাফী

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰٓ اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّ يُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ .

(হে নাবী, সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আপনি বলে দিন, (আল্লাহ্) তিনিই এ বিষয়ে সক্ষম যে, তিনি তোমাদের উপর আযাব বা শাস্তি পাঠাবেন তোমাদের উর্ধ্বদেশ হতে অথবা তলদেশ হতে, অথবা তোমাদের মাঝে ইখতিলাফ বা মতানৈক্য সৃষ্টি করে দলে দলে বিভক্ত করে দেবেন এবং একজনকে অন্যজনের দ্বারা নির্যাতন আস্বাদন করাবেন। আপনি ভেবে দেখুন, কীভাবে আমি নিদর্শনসমূহকে বর্ণনা করি, যাতে তারা অনুধাবন করতে পারে (সূরাতুল আন্আম, ৬৫)।

মহান আল্লাহ্ উক্ত আয়াতে অবাধ্য মুসলিমদের চার ভাবে শাস্তি প্রদানের বিষয়টিকে উল্লেখ করেছেন। (১) তিনি উর্ধ্বদেশ হতে শাস্তি দিবেন, বজ্রাঘাত, অতি বর্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে। (২) নিম্নদেশ হতে শাস্তি দেবেন, ভূমিকম্পন ও ভূমিধ্বস ইত্যাদির মাধ্যমে। (৩) আপসের মধ্যে কলহ-বিবাদ ও মতানৈক্য সৃষ্টির মাধ্যমে। (৪) একে অপরের মধ্যে খুনোখুনি করানোর মাধ্যমে, এটা মূলতঃ তৃতীয় নম্বর আযাবের চরম অবস্থা।

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, আমি আমার রবের নিকট তিনটি বিষয় চেয়েছিলাম, তার মধ্যে তিনি আমাকে দুটি দিয়েছেন এবং একটি হতে বঞ্চিত করেছেন। আমি দুআ করেছিলাম যে, তিনি যেন আমার উম্মাতকে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দ্বারা ধ্বংস না করেন, তিনি তা কবুল করেন। আমি তাঁর কাছে চাইলাম যে, তিনি যেন আমার উম্মাতকে ব্যাপক বন্যা দ্বারা সমূলে ধ্বংস না করেন। তিনি আমার এ আবেদন গ্রহণ করেন। আমি দুআ করলাম তাঁর নিকট যে, আমার উম্মাতের মাঝে যেন আপস দ্বন্দ্ব শুরু না হয়। তিনি তা গ্রহণ করা হতে আমাকে বঞ্চিত করেন (সহীহ্ মুসলিম, এই উম্মাতের ‘একের দ্বারা অন্যের ধ্বংসের’ অধ্যায় হাদীস নং ২০)।

মহান আল্লাহ্ হচ্ছেন, ভবিষ্যতে যা কিছু ঘটবে তার সম্যক জ্ঞানী। তিনি তার গায়েবের জ্ঞানে জানতেন যে উম্মতে মুহাম্মাদী অদূর ভবিষ্যতে মত পার্থক্যের শিকার হবে ও অন্যায় কাজে জড়িয়ে যাবে, সে জন্য তিনি নাবীর শেষোক্ত দুআটি গ্রহণ করেননি।

সম্মানিত পাঠক! আপনি অবশ্যই আল্লাহ্র আযাবের ধরণ ও তার দ্বারা উম্মাতে মুহাম্মাদীর জর্জরিত হওয়ার বিষয়টি উল্লেখিত আয়াত ও হাদীস দ্বারা উপলব্ধি করতে পেরেছেন। যখন আল্লাহ্ কোনো জন জাতির প্রতি মন্দ কিছু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন তাকে প্রতিহত করার কোনো ক্ষমতা কারোরই থাকেনা। মহান আল্লাহ্ বলেন —

لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ وَ اِذَآ اَرَادَاللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ وَمَالَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ.

মানুষের অগ্র পশ্চাতে ফেরেশতাহ্র বেষ্টনী থাকে, আল্লাহ্র নির্দেশে তাকে সুরক্ষা প্রদানের জন্য। নিশ্চয় আল্লাহ্ জাতির (এই সুরক্ষিত) অবস্থার পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন না করে ফেলে। যখন আল্লাহ্ কোনো জাতির প্রতি মন্দ করার ইচ্ছা করেন তখন তাকে প্রতিহত করার কেউ থাকেনা। আর না তাদের জন্য থাকে কোনো অভিভাবক (সূরাতুর রা’দ ১১)।

এক আল্লাহ্, এক নাবী, এক কিতাব, এক কাবা লক্ষ্য এক জান্নাত প্রাপ্তি ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি। এতদ্সত্বেও উম্মাতে মুহাম্মাদী শতধাবিচ্ছিন্ন। ঐক্যের কোনো দিশা তাদের সামনে নেই। মহান আল্লাহ্ বলেন —

وَ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ لَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَ تَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ.

আনুগত্য করো আল্লাহ্র, অনুগত হও তাঁর রসূলের এবং পরস্পরে দ্বন্দ্ব করো না, নতুবা তোমরা দুর্বল হয়ে যাবে এবং তোমাদের শক্তি বিনষ্ট হয়ে যাবে। তোমরা ধৈর্যধারণ করবে, নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন (সূরাতুল আনফাল ৪৬)।

সূরা রা’দের উপরে অনুদিত আয়াতের সমর্থনে সহীহ্ হাদীসে এসেছে যে অগ্র-পশ্চাৎ এবং ডান ও বাম স্কন্দে মোট চার জন করে ফেরেশতা প্রতিটি ব্যক্তির কাছে থাকেন।

অগ্র ও পশ্চাতের ফেরেশতাদ্বয় সুরক্ষা প্রদান করে থাকেন এবং অপর দুজন ভাল ও মন্দ কর্মের রেকর্ড তৈরি করেন। কোনো ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হলে, কিংবা তাকে বিপদ দ্বারা পরীক্ষা করতে চাইলে তাঁরই নির্দেশে সুরক্ষা প্রত্যাহৃত হয়। মানুষের বা উম্মাতের আকীদাহ্ ও মন্দকর্মের প্রতিফল হিসাবে যে আল্লাহ্ পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেন তা ইতিপূর্বে দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। আর এটা যে আল্লাহ্র আযাব তা আল্লাহ স্বয়ং ঘোষণা করেছেন।

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ঐক্যবদ্ধ জীবন হচ্ছে (মহান আল্লাহ্র) করুণা এবং মত দ্বন্দ্বের জীবন হচ্ছে (আল্লাহ্র) আযাব (সিল্‌সিলাহ্, সহীহাহ্ ৬৬৭)।

বর্তমানে এমন কোনো ক্ষেত্র নেই তা ক্ষুদ্র হোক অথবা বড়, সমস্ত ক্ষেত্রে উম্মাতের মধ্যে মতপার্থক্য সুস্পষ্ট। মাতা-পিতার তাদের সন্তানদের সাথে, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে, মাদ্রাসা, মাসজিদ সংগঠন এক কথায় সর্বস্তরে ইখতিলাফ ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে। সুতরাং আমরা যে বর্তমানে বিশ্ব জুড়ে আল্লাহ্র আযাবে গ্রেফতার তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। অর্ধ শতকেরও বেশি মুসলিম রাষ্ট্র ও স্বাধীন ভূখণ্ড ও তার নেতৃবৃন্দ এবং তাদের অনুসারীদের উপস্থিতিতে মুসলিম উম্মাহ নিষ্পেষিত, নির্যাতিত, লাঞ্ছিত ও অপমানিত। কিন্তু কারও কোনো কৌশল ও বুদ্ধি কাজে আসছে না। কারণ আল্লাহ বলেছেন, যখন আল্লাহ্ কোনো জনজাতির প্রতি মন্দের ইচ্ছা করেন তখন তা প্রতিহত করার কেউ নেই এবং আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো অভিভাবকও নেই (সূরা রা'দ,১১)।

ঠিক একই কারণে বিভিন্ন ব্যক্তি ও ব্যক্তি গ্রুপের পক্ষ হতে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা হলেও তা কোনো ক্রমেই সফলতার মুখ দেখছে না। কারণ একটাই, আর তা হল আল্লাহ্র আযাবকে প্রতিরোধকারী কেউ নেই। আল্লাহ্র আযাবকে বালির বাঁধ তৈরি করে আঁটকানো যাবে না। আল্লাহ্ আমাদের প্রতি কেন রুষ্ট হয়েছেন তা সর্বাগ্রে চিহ্নিত করা একান্ত প্রয়োজন। অতঃপর মহান আল্লাহ্র নিকট কৃত অপরাধের জন্য অনুশোচনা পূর্বক ক্ষমা প্রার্থনা করতঃ আল্ কুরআন ও সহীহ্ সুন্নাহ্ অনুযায়ী জীবন পরিচালিত হলে নিশ্চয় আমরা পুনরায় হৃত শক্তি ও কাঙ্খিত মিল্লী ঐক্য পুনরুদ্ধারে সক্ষম হব-ইনশাল্লাহ্।

কারণ সমূহ — ১ঃ সাহাবীদের ন্যায় ঈমান না থাকা। মহান আল্লাহ্ বলেন, ''পরবর্তী লোকেরা যদি তোমাদের (সাহাবীদের) ন্যায় ঈমানদার হয় তাহলে তারা হিদায়াত প্রাপ্ত, অন্যথা তারা মত পার্থক্যের শিকার হবে'' (সূরাতুল বাক্বারাহ্, ১৩৭)।

সাহাবীগণ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) হচ্ছেন ঈমানের বিষয়ে আমাদের জন্য মডেল। আল্ কুরআন তাঁদের মাঝে, তাঁদের সামনে অবতীর্ণ হয়েছে। তার বাস্তব অনুশীলন, প্রিয় নাবী ও প্রিয় নেতা মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নির্দেশনানুযায়ী হয়েছে। সুতরাং তাঁদের জীবন আমাদের জন্য অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, আমার পূর্বের উম্মাত বানী ইসরাঈল বাহাত্তর ভাগে বিভক্ত হয়েছিল, আর আমার উম্মাত তিয়াত্তর ভাগে বিভক্ত হবে। তাদের প্রত্যেকে নরকে প্রবেশ করবে একটি দল ব্যতীত। সাহাবীদের প্রশ্ন ছিল তাদের পরিচয় কী? তিনি তার উত্তরে বলেছিলেন, আমি ও আমার সাহাবীগণ এখন যে আদর্শের উপর বিদ্যমান তাকে যারা মেনে চলবে তারা হবে জান্নাতী (ভাবার্থ, তিরমিযী ২৬৪০, ২৬৪১, আবূ দাউদ ৪৫৯৬)।

সাহাবীগণ মানুষ ছিলেন। শারীআতের বিষয়ে যে কোনো কারণে মতপার্থক্য হলে তাঁরা উপস্থাপিত কিতাব ও সুন্নাহ্র দলীলের সামনে নির্দ্বিধায় আত্মসমর্পণ করতেন। সেজন্য তাঁদের সাময়িক ভুল বুঝাবুঝির দ্রুত নিরসন হত। আমরা বর্তমানে নিজের অথবা নিজের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির বুঝা বা ভাবনাটাকে বেশি গুরুত্ব আরোপ করি। ফলতঃ আমাদের দূরত্ব বেড়েই চলেছে। মহান আল্লাহ্ বলেন —

فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ ﷺ وَ الرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلاً.

যদি কোনো বিষয়ে তোমাদের বিবাদ উপস্থিত হয় তাহলে তাকে ফিরিয়ে দাও আল্লাহ্ ও রসূলের দিকে। যদি তোমরা আল্লাহ্ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমানাদর হও। এটাই উত্তম ও পরিণামের দিক দিয়ে ভাল (সূরাতুন নিসা, ৫৯)।

মহান রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর জীবদ্দশায় তো বিচারক তিনিই ছিলেন, সেহেতু যাবতীয় সমস্যার সমাধান তিনিই করতেন। তাঁর অফাত প্রাপ্তির পর সাহাবীগণের মতপার্থক্য ও তার সমাধানের উৎস নিয়ে সংক্ষেপে এবার আলোচনার প্রয়াস পাব।

প্রথম পার্থক্য ঃ আল্লাহ্‌র রসূলের অফাত কেন্দ্রিক। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর মৃত্যুকে মেনে নিচ্ছিলেন না। বরং তিনি ঘোষণা করছিলেন যে, যে বলবে আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) মারা গেছেন, তার আমি গর্দান উড়িয়ে দেব। আবূ বাকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন মৃত্যু সম্পর্কে সংবাদ পেলেন, তখন তাঁর দর্শন শেষে উম্মাতের অবস্থা দেখে পৃথক স্থানে লোকেদের সামনে বক্তব্য দেওয়া শুরু করলেন। তাতে তিনি বলেন, যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের পূজারী ছিল, তার জেনে রাখা উচিৎ যে তিনি মারা গেছেন, আর যে আল্লাহ্‌র উপাসনা করে, তার জানা ভাল যে তিনি চিরঞ্জীব, কখনও মারা যাবেন না। অতঃপর তিনি সূরাহ্ আল্ ইমরানের আয়াত তিলাওয়াত করেন, যাতে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ততক্ষণাৎ নিজের ভুল বুঝতে পেরে মৃত্যুর কথা স্বীকার করে নেন। (বিস্তারিত ঘটনা উক্ত সূরাহ্‌র ১৪৪ নং আয়াতের তাফসীরে দ্রষ্টব্য)।

দ্বিতীয় ঘটনা ঃ নেতা নির্বাচন নিয়ে। আল্লাহ্‌র রসূলের মৃত্যুর পরবর্তী নেতা কে হবে তা নিয়ে আনসার ও মুহাজিরীনের মধ্যে চরম বিবাদ আরম্ভ হয়। উভয়পক্ষ নিজেদের মর্যাদার উল্লেখ করে নিজেদের মধ্য হতে নেতা নির্বাচিত হওয়ার দাবী জানাতে থাকেন। তাঁরা যখন রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর হাদীস, 'আল্ আইম্মাতু মিন্ কুরাইশ' (নেতা কুরাইশদের মধ্য হতে হবেন) জানতে পারেন, তখন সকলেই ঐক্যমতের ভিত্তিতে আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে প্রথম খলীফা হিসাবে নির্বাচন করেন। সাকীফায়ে বানী সায়েদাহ্‌র ঘটনা হিসাবে যা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে (শারাহ্ সহীহ্ মুসলিম, ইমাম নওবী ১৫ খণ্ড ১২৬ পৃঃ)।

তৃতীয় ঘটনা ঃ আল্লাহ্‌র রসূলের দাফন প্রসঙ্গে। এখানেও বিতর্কের সৃষ্টি হলেও রসূলুল্লাহ্‌র হাদীস অনুযায়ী আয়েশাহ্‌র ছোট ঘরের মধ্যে তাঁর মৃত্যুর স্থানেই তাঁকে দাফন করা হয়। আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''আল্লাহ্ নাবীর মত্যু সেখানেই দিয়ে থাকেন যেখানে তাঁর দাফন হওয়া আল্লাহ্‌র নিকট পছন্দনীয়'' (সুনানু ত্তিরমিযী ১০১৮)।

চতুর্থ ঘটনা ঃ যাকাত অস্বীকারকারীদের নিয়ে মতভেদ। আবূ বাক্‌র ১ম খলীফাহ্ তাদের হত্যা করার ফরমান জারী করলে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সহ অনেকেই বিরোধিতা করেন। অবশেষে খলীফাহ্‌র দলীলের সামনে সকলেই নত হন ও বিষয়টি ঐক্যমতের মাধ্যমে নিরসিত হয় (সহীহুল বুখারী ৭২৮৪)।

আশাকরি, সাহাবীদের ঐক্যের রহস্য বুঝার জন্য উক্ত কয়েকটি ঘটনাই যথেষ্ট। বর্তমানে সহীহ্ দলীলের সামনে নিজেকে আত্মসমর্পণ না করে নিত্য নতুন দলের উদ্ভাবন করে ইসলাম বিরোধী লবির এজেণ্ডাকে বাস্তবায়িত করা হচ্ছে। অথবা বলা হচ্ছে, নিজেদের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে-আমাদের আক্বীদাহ্ ও আমালের পরির্তন না করে আমরা এক হই। এটা একটি অবাস্তব প্রস্তাব। যারা নিজেদের বিশ্বাস ও ভাবনাকে কেন্দ্র করে বিশ্ব জুড়ে ভ্রাতৃহন্তায় মেতে আছে তারা বিজাতীর অত্যাচারের সময়ে সুদীর্ঘ বৈরিতা পরিহার করবে? যারা এমন ভাবনা ভাবে তাদের 'নাদ্ওয়াতুল উলামা' লখনৌ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ও তার করুণ পরিণতির ইতিহাস একবার ভেবে দেখুক। যার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শেরে পাঞ্জাব সানাউল্লাহ্ অমৃতসরি ছিলেন এবং উদারতা দেখাতে গিয়ে অমূল্য সম্পদ নওয়াব সিদ্দীক হাসান খানের লাইব্রেরী স্থানান্তর করে ছিলেন। আজ তা আমাদের হাত ছাড়া।

আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির ১ম কারণ নিয়ে আরও অনেক কিছু বলার আছে। ইনশা-আল্লাহ্ অন্য পরিসরে বলব।

২য় কারণ ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন, 'নিশ্চয় যারা আমার কিতাবে যা কিছু মানুষের নিকট বর্ণনা করার জন্য অবতীর্ণ করেছি তা বর্ণনা না করে গোপন করে রাখে তাদের উপরে আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশতামণ্ডলীর অভিশাপ' (সূরাতুল বাক্বারাহ্ ১৫৯)। আমাদের নিকট আল্ কুরআন ও সহীহ্ সুন্নাহ্‌র ভাণ্ডার থাকা সত্ত্বেও প্রচার ও প্রসারে কোনো আগ্রহ নেই। সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় অর্থ খরচে আমরা বড্ড কাতর। ইসলাম বিরোধী লবি যেখানে বাতিল প্রতিষ্ঠার জন্য অকাতরে অর্থ খরচ করছে সেখানে ইসলামের দাবিদারদের বিলাসিতা আমাদেরকে মর্মাহত করেছে। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''আবশ্যই তোমরা ভাল কাজের আদেশ দিবে এবং মন্দ কাজ হতে বাধা দিবে। অন্যথা আল্লাহ্ তোমাদের উপর অত্যাচারী গোষ্ঠীকে ক্ষমতায় বসাবেন, অতঃপর তোমাদের মাঝে ভাল লোকেরা প্রার্থনা করলেও তা গৃহীত হবে না' (তাবারাণীর মু'জামুল আওসাত্ব ১৩৭৯)।

যে সকল কারণে আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট রয়েছেন এবং আমাদের উপর স্পষ্ট শাস্তি অব্যহত রেখেছেন, সেগুলিকে দূরীকরণের মাধ্যমেই আমরা চলমান অসহিষ্ণুতা ও অশান্তি হতে রক্ষা পেতে পারি। আল্লাহ্ আমাদের ক্ষমা করুন ও তার রঙে রঞ্জিত হওয়ার শক্তি দান করুন — আমীন।

দারসে হাদীস (হাদীসের পাঠ)

দরিদ্র তুমি উপেক্ষিত তবে অধম নও

আতাউর রহমান সালাফী

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ : أَنَّهُ قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسٍ : مَا رَأْيُكَ فِىْ هٰذَا ؟ فَقَالَ : رَجُلٌ مِّنْ اَشْرَافِ النَّاسِ هٰذَا وَ اللّٰهِ حَرِيٌّ اِنْ خَطَبَ اَنْ يُّنْكَحَ وَ اِنْ شَفَعَ اَنْ يُّشَفَّعَ، قَالَ : فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَا رَأْيُكَ فِىْ هٰذَا ؟ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا رَجُلٌ مِّنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ، هٰذَا حَرِيٌّ اِنْ خَطَبَ اَنْ لَّا يُنْكَحَ، وَ اِنْ شَفَعَ اَنْ لَّا يُشَفَّعَ، وَ اِنْ قَالَ اَنْ لَّا يُسْمَعَ لِقَوْلِهٖ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : هٰذَا خَيْرٌ مِّنْ مِّلْءِ الْاَرْضِ مِثْلَ هٰذَا.

সাহ্‌ল বিন সাআদ সায়েদী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করল। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাঁর নিকট বসে থাকা এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার মত কী?' লোকটি উত্তরে বললেন, 'এ ব্যক্তি সম্ভ্রান্ত মানুষদের অন্যতম। আল্লাহ্‌র শপথ! এ ব্যক্তি যদি বিয়ের প্রস্তাব দেয় তবে বিয়ের এবং সুপারিশ করলে তা কবূলের উপযুক্ত ব্যক্তি।' বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) চুপ থাকলেন। পুনরায় অপর একজন ব্যক্তি (রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পাশ দিয়ে) অতিক্রম করল। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) পাশে বসে থাকা ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার মত কী?' লোকটি উত্তরে বললেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! এ লোকটি মুসলিম ফকীরদের (সম্বলহীনদের) অন্যতম। এ লোকটি বিয়ের প্রস্তাব দিলে, বিয়ে না দেওয়ার, সুপারিশ করলে তা প্রত্যাখ্যানের এবং কোনো কথা বললে না শোনার উপযুক্ত। তখন রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, 'ঐ সম্ভ্রান্তের ন্যায় পৃথিবী পূর্ণ অপেক্ষা এ মুসলিম ব্যক্তি উত্তম' (বুখারী হাঃ নং ৬৪৪৭, অধ্যায়ঃ সম্বলহীন ব্যক্তির ফাযীলাত)।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে সৃষ্টি করার পর সকলকে সমমানের করেননি। কাউকে এত ধনী করেছেন যে, ধন রাখার জন্য স্থানের অভাব অনুভূত হয়। ধনের প্রাচুর্য সদা শশ ব্যস্ত রেখে রাতের সুখনিদ্রা কেড়েই ক্ষান্ত হয়নি বরং সুস্থভাবে আহার গ্রহণের সময়টুকুও ছিনিয়ে নিয়েছে। শুধু তাই নয়, এ প্রাচুর্য প্রাণ নামক বস্তুরও শত্রু। ফলে ঐ ধন খরচ করেই প্রাণ রক্ষার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজন পড়ে। অনেকের চায়ের বিল কিংবা অপচয় অন্যের পূর্ণ সংসার খরচ অপেক্ষাও অনেক বেশি। এ ধনী ব্যক্তিদের চলাফেরা, আহার বিহার, জীবন-যাপন বিপরীত গোষ্ঠীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

অপরদিকে কিছু দরিদ্র খাদ্যাভাবী নয় তবে তার আশু চাহিদা পূরণের মতো অর্থ নেই। আবার অনেকে এমন আছে যারা দু বেলা আধপেটা নুন ভাতও পায় না।

মানুষ খাদ্যাভাবী হোক, চরম অভাবী হোক কিংবা ধনী হোক, সকলের একটি জন্মজাত স্বভাব যে, সর্বদায় তার থেকে স্বচ্ছল ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি দিয়ে থাকে, ঊর্ধ্বদের সান্নিধ্য অর্জনের চেষ্টা করে এবং ঊর্ধ্বরাই ক্রমশঃ নিম্নদের চাইতে সমাজে অধিক আদৃত, আপ্যায়িত ও সকলের প্রিয়পাত্র। এ ধরণের অনুচিৎ বাস্তব পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থবহ ইশারা ও তার খণ্ডন করে এ হাদীসে অভাবী লোকদেরকে মহানাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) প্রশান্তির বার্তা উপহার দান করেছেন। দিক নির্দেশনা দান করেছেন ধনীদেরও যে, ধনের কারণে পৃথিবীর বুকে সকলের আদর আপ্যায়ণ ও আকর্ষণের পাত্র হলেও ঈমান না থাকলে পার্থিব আদর আপ্যায়ণ ও আকর্ষণই শেষ প্রাপ্তি।

হাদীসের অর্থ স্পষ্ট যে, আগত প্রথম ব্যক্তি ধনী সম্ভ্রান্ত হওয়ার কারণে যে ক্ষেত্রে সাড়া পাওয়ার উপযুক্ত, দ্বিতীয় ব্যক্তি অভাবী হওয়ার কারণে সেক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যাতই শুধু নয় বরং তার কথাও যেন শোনার কেহ নেই। এ পরিস্থিতি আমরা আমাদের

বাস্তব জীবনে অবলোকন করে চলেছি। কিন্তু, মহানাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাঁর বাণী দ্বারা আমাদের যা শিক্ষা দিলেন তা হল পার্থিব জীবনে ধনী ব্যক্তি অন্যদের নিকট সম্মানের অধিকারী হলেও একজন মুসলিম ও ঈমানদার যতই অভাবী হোক, পৃথিবীর বুকে যতই প্রত্যাখ্যাত হোক না কেন পৃথিবী পূর্ণ করতে যত সংখ্যক মানুষের প্রয়োজন, তত সংখ্যক বেঈমান ধনী অপেক্ষা সেই অভাবী মুসলিম ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র নিকট উত্তম।

ধনী ব্যক্তিদের শিক্ষণীয় ঃ—

১। ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পরীক্ষা এর সদ্ব্যবহার একান্তই উচিৎ। আর তা এভাবে যে, যেমন সম্পদ অপচয় বন্ধ করতে হবে তেমনি কৃপণতাও দূর করতে হবে, যাকাত প্রদান করে সম্পদ পবিত্র রাখতে হবে, অহংকারমুক্ত হতে হবে, ধন-সম্পদকে পার্থিব খ্যাতি প্রতিপত্তিতে সীমিত না রেখে তাকে দ্বীন প্রচারের হাতিয়ার করে পরকালীন প্রতিপত্তি অর্জনের মাধ্যম বানাতে হবে।

২। ধনের কারণে সকলের আকর্ষণীয় হলেও আল্লাহ্‌র নিকট এর কোনোই মূল্য নেই যদি না ঈমান, আমল থাকে এবং ধনের সদ্ব্যবহার করা হয়।

৩। পৃথিবীপূর্ণ করতে যত সংখ্যক লোকের প্রয়োজন (এর সঠিক হিসাব আল্লাহ্‌ই জানেন) তত সংখ্যক বেঈমান ধনী অপেক্ষা যতই অভাবী হোক না কেন একজন ঈমানদার ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট উত্তম।

দরিদ্রদের শিক্ষণীয় ঃ

১। ধনী ব্যক্তিরা সকলের আদর আপ্যায়ণের পাত্র, তাই আমাকেও ধনী হতে হবে এ বাসনা ত্যাগ করা উচিৎ; তবে হ্যাঁ ঈমান আমল ঠিক রেখে বৈধ পন্থায় অর্থোপার্জনে বাধা নেই।

২। আল্লাহ্ যে অবস্থায় রেখেছেন তাতেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে।

৩। অভাবে জর্জরিত হলেও নিজেকে তুচ্ছ মনে করার কোনোই প্রাসঙ্গিকতা নেই — এ জন্যই যে, যা তার কাছে নেই তা সঙ্গে থাকার কোনোই নির্দিষ্ট সময় নেই; কিন্তু যা তার কাছে আছে তা চিরস্থায়ী।

৪। ঈমানী সম্পদে স্বচ্ছল হয়ে আনন্দে আপ্লুপ্ত হবে এ জন্যই যে, এ সম্পদের কারণেই পৃথিবীপূর্ণ বেঈমান ধনী সে একজনের চাইতে অধম ও নিকৃষ্ট।

দরিদ্র ব্যক্তিদের প্রশান্তির উদ্দেশ্যে ঃ

দরিদ্র ব্যক্তিদের প্রশান্তির উদ্দেশ্যে আরো কয়েকটি হাদীস — (১) নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ‘‘আমি জান্নাতে উঁকি মেরে দেখতে পেলাম তার সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী দরিদ্র’’ (বুখারী ৬৪৪৯)।

(২) রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ‘‘অধিক পার্থিব সম্পদ স্বচ্ছলতা নয় বরং আত্মতৃপ্তি হল প্রকৃত স্বচ্ছলতা’’ (বুখারী ৬৪৪৬)।

(৩) রসূলুল্লাহ্ এমন দরিদ্র ছিলেন যে, তাঁর মৃত্যুর পূর্বের রাত্রিতে তেল ধার করে বাতি জ্বালানো হয় এবং তাঁর লৌহ বর্মটি যবের পরিবর্তে এক ইহুদীর নিকট বন্ধক রাখা ছিল (আর্ রাহীকুল মাখতুম)। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) (অস্বচ্ছল হওয়ার কারণে) মৃত্যু পর্যন্ত কখনো দস্তরখানায় খাবার খাননি এবং মৃত্যু পর্যন্ত কখনো নরম রুটি খাননি (বুখারী ৬৪৫০)।

(৪) মুসলিম দরিদ্র ব্যক্তিরা তাদের ধনীদের চাইতে পাঁচ শ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে (তিরমিযী ২৩৫৪, হাদীস হাসান সহীহ্)।

(৫) দরিদ্র ব্যক্তিরা কিয়ামত দিবসে রসূলুল্লাহ্‌র সাথে থাকার সৌভাগ্য অর্জন করবে। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) দুআ করেন — اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مِسْكِيْنًا وَ اَمِتْنِىْ مِسْكِيْنًا وَاحْشُرْنِىْ فِىْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(হে আল্লাহ! আমাকে মিসকীন করে জীবিত রাখো, মিসকীন করে মৃত্যু দিও এবং কিয়ামাত দিবসে মিসকীনদের দলে উত্থিত করিও —তিরমিযী ২৩৫২, হাদীস সহীহ্)।

পরিশেষে বলি, হে দরিদ্র ! আমি জানি তুমি সম্পদহারা, বিত্তহীন, অভাব তোমায় তাড়া করে, স্বচ্ছলদের জীবন-যাপন তোমাকে ব্যথিত করে তোলে; তাই বলে কি তুমি ঈমানহারা হয়ে পরকাল বিফলে দেবে ? তুমি অবশ্যই সাহাবী মুসআব বিন উমাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর ন্যায় অভাবী নও যে, পূর্ণমাত্রার কাপড়ের অভাবে আংশিক কাফন ও আংশিক ঘাস দিয়ে দাফন সম্পন্ন করতে হবে (বুখারী ৬৪৪৮)। তুমি প্রশান্তচিত্ত হও, পরকাল সফল ভেবে আনন্দঘন মেজাজে আপ্লুত হও।

আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা ‘‘হে আল্লাহ্! তুমি দরিদ্রদের অভাবী করে পরীক্ষায় রেখেছো। এ পরীক্ষায় সফল করে পরকালে সুখী বানাও। ধনীদের ধন দিয়ে পরীক্ষায় রেখেছো। তাদেরও পরীক্ষায় সফল করে পরকাল সুখের করিও— আমীন।

৩৫ পর্ব

بَابُ الْحَيْضِ ١ وَ النِّفَاسِ

দ্বিতীয় পরিচ্ছদ

নেফাসের মাসায়েল

বিবিধ

১০০। গর্ভবতী মহিলার কি হায়েয বা ঋতু হতে পারে ?

এ মসলাতে ফকীহদের দুটি মতামত রয়েছে ঃ

(মালেকীয়্যা ও শাফেঈয়্যাহ) ঃ গর্ভবতী মহিলা কোনো কোনো সময় হায়েযা হয়। এর দলীল আয়াতে মাহীযের অনির্দিষ্টকরণ এবং এটাও হতে পারে যে হায়েয মহিলার শারীরিক বিষয়।[১]

(আহনাফ, হানাবেলা) ঃ নিঃসন্দেহে গর্ভবতী মহিলা হায়েযা হতে পারে না। এর দলীল হল সেই হাদীসটি যেখানে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কেবল দুটি অবস্থাতেই তালাকের হুকুম দিয়েছেন। ثم ليطلقوها طاهرا او حاملا অতঃপর তারা যেন স্ত্রীকে পবিত্র অথবা গর্ভবতী অবস্থায় তালাক দেয়।[২]

মাহাল্লে শাহেদ অর্থাৎ দলীল গ্রহণের স্থান এই যে, আল্লাহ্‌র নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) গর্ভকেই হায়েয না হওয়ার নিদর্শন হিসাবে তুলে ধরেছেন যেমন পবিত্রতাকে গর্ভের আলামত বা নিদর্শন বলেছেন।[৩]

১০১। হায়েযা মহিলার সঙ্গে পানাহার করার বিধান

হায়েযা মহিলার সঙ্গে পানাহারে অংশগ্রহণ করা এমনকী তার উচ্ছিষ্ট খাওয়াও বৈধ। এর দলীল নীচে বর্ণিত হল ঃ—

(ক) আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, ইহুদিদের মধ্যে যখন কোনো মহিলা ঋতুবতী হত, তখন তারা তার সঙ্গে পানাহার করা এবং মেলামেশা বন্ধ করে দিত। সাহাবা কেরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নিকটে এ বিষয়ে জানতে চাইলেন তো আল্লাহ্ তাআলা — وَ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ (البقرة ٢٢٢) নাযিল করলেন। তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন — اِصْنَعُوْا كُلَّ شَيْءٍ اِلَّا النِّكَاح. যৌন সম্ভব ব্যতীত সব কিছুই তার সঙ্গে কর।[৪]

১। বিদায়াতুল মুজতাহিদ ১/১৫, আস্ শারহুস সাগীর ১/২১১, মুগনিল মুহতাজ ১/১১৮।

২। বুখারী ৭১৬০, কিতাবুল আহকাম ঃ বাবু হাল ইয়াকযিল কাযী আও ইউফতী অ হুয়া গাযবান, মুসলিম ১০৯৫, কিতাবুত তালাক ঃ বাবু তাহরীমে তালাকিল হায়েয বেগাইরে রেযাহা, আবূ দাউদ ১/৫০০, আরেযাতুল আহওয়াযী ৫/১২৩, দারেমী ২/১৬০, মুআত্তা ২/৫৭৬, আহমাদ ২/৪৩-৫১।

৩। আল্ ফাতাওয়া আস্ সা'আদিয়্যা পৃঃ ১৩৪, ফাতাওয়াল মারআতিল মুসলিমা ১/২৬৬।

৪। মুসলিম ৩০২, কিতাবুল হায়েয ঃ বাবু জাওয়াযে গাসলিল হায়েয রাসা যাওজিহি অ তারজিলীহি আবূ দাউদ ২৫৮, তিরমিযী ২৯৭৭, নাসায়ী ১/১৮৭, ইবনু মাজাহ্ ৬৪৪, বাইহাকী ১/৩১৩, ইবনু হিব্বান ১৩৫২, আবূ আওয়ানাহ্ ১/৩১১, আহমাদ ৩/১৩২, দারেমী ১/২৪৫।

(খ) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেছেন —

الْعَرْقَ وَ اَنَا حَائِضٌ ثُمَّ اُنَا وِلُهُ النَّبِىَّ ﷺ فَيَضَعُ فَاهَ عَلٰى مَوْضَعِ فِىَّ.

আমি হায়েযের অবস্থায় পানি পান করে পাত্রটি নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে দিতাম। তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আমার ঠোঁটের জায়গায় ঠোঁট রেখে পানি পান করতেন এবং যখন হায়েযের অবস্থায় (দাঁত দিয়ে) হাড় থেকে মাংস ছিঁড়ে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে সেই হাড়টি দিতাম তখন তিনি আমার দাঁতের জায়গায় দাঁত রাখতেন।[১]

(তাবারী রহঃ) — হায়েযা মহিলার সঙ্গে পানাহারের বৈধতার বিষয়ে ইজমা বা ঐক্যমত রয়েছে।[২]

(তিরমিযী রহঃ) — হায়েযার সঙ্গে খাওয়া জায়েজ সাধারণ বিদ্বানদের এটিই মত এবং ওলামাগণও হায়েযার সঙ্গে পানাহারে আপত্তির কিছুর মনে করেন না।[৩]

১০২। হায়েযা মহিলা বাইতুল্লাহ্‌র তাওয়াফ ব্যতীত হাজ্জের সমস্ত মানাসেক পালন করবে।

যেমন আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে বলেছিলেন —فَافْعَلِى مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ اَنْ لَا تَطُوْفِىْ بِالْبَيْتِ حَتّٰى تَطْهُرِى. পবিত্র হওয়া পর্যন্ত তুমি বাইতুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করা ব্যতীত সমস্ত কাজ কর যা হাজীরা করছে।[৪]

১০৩। হায়েযা মহিলা নিজ স্বামীর চুল আঁচড়ে দিতে পারে।

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেন যে, كُنْتُ أُرَجِّلُ رَاْسَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَ أَنَا حَائِضٌ. আমি হায়েযের অবস্থায় আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর মাথা চিরুনী করে দিতাম।[৫]

১০৪। হায়েযা স্ত্রীর কোলে বসে স্বামী কুরআন পড়তে পারে।

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত আছে যে,

اَنَّ النبىَّ ﷺ كَانَ يَتَّكِئُ فِىْ حُجْرِى وَ أَنَا حَائِضٌ ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ.

হায়েযের অবস্থায় নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আমার কোলে ঠেস দিতেন এবং কুরআন পড়তেন।[৬]

১। মুসলিম ৩০০, প্রাগুক্ত, আবূ দাউদ ২৫৯, নাসায়ী ১/৫৬, ইবনু মাজাহ্ ৬৩৪, আহমাদ ৬/৬২, হুমাইদি ১৬৬, ইবনু খুযাইমা ১১০।

২। তাফসীর তাবারী ২/৩৯৭।

৩। তিরমিযী - বাদাল হাদীস ১৩৩।

৪। বুখারী ৩০৫, কিতাবুল হায়েয ঃ বাবু তাফযিল হায়েযু আলমানা সেকা কুল্লাহা ইল্লাত তাওয়াফ বিল বাইত।

৫। বুখারী ২৯৫, কিতাবুল হায়েয ঃ বাবু গাসলিল হায়েযে রাসা যাওজেহা অ তারজিলিহী।

৬। বুখারী ২৯৭, কিতাবুল হায়েয ঃ বাবু কিরাআতির রাজুলে ফী হুজরে ইমরাআতিহি অ হিয়া হায়েযুন।

১০৫। হায়েয মাখা কাপড় ধোয়া

যেহেতু হায়েযের রক্ত অপবিত্র ও নোংরা, সুতরাং যে কাপড়ে এ রক্ত লেগে যাবে, সেই কাপড় ধোয়া জরুরী। যেমন আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন —

اِذَا أَصَابَ ثَوْبَ اِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ ثُمَّ لِتُصَلِّى فِيْهِ .

যখন কোনো মহিলার কাপড়ে হায়েযের রক্ত লেগে যাবে, তখন সে সেই কাপড়টিকে কচলে নেবে এবং পানির ছিটা মেরে নিবে অর্থাৎ ধুয়ে নেবে অতঃপর সেই কাপড়ে স্বলাত পড়বে।[১]

১০৬। হায়েযা মহিলার সঙ্গে শয়ন করা জায়েজ

উম্মে সালমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেছেন যে, আমি নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সঙ্গে চাদরে শুয়ে ছিলাম, এমন অবস্থায় আমার হায়েয এসে যায় এবং আমি বেরিয়ে চলে যাই এবং হায়েযের রক্ত সামলাই। আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) জিজ্ঞাসা করেন, তোমার হায়েয হয়েছে না কি ?" আমি (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললাম, জি হ্যাঁ।' অতঃপর তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) فَدَعَانِى فَادْخَلَنِى مَعَهُ فِى الْخَمِيْلَه. আমাকে ডাকলেন এবং নিজের সঙ্গে চাদরে নিয়ে নিলেন।[২]

১০৭। হায়েযা মহিলা এবং দুই ঈদের স্বলাত

ঈদের দিনে ঈদগাহে গিয়ে মুসলিমদের সঙ্গে দুআতে শরীক হওয়া হায়েযা মহিলাদের জন্য জরুরী। উম্মে আতিয়্যা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেন যে, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলতেন, অন্যান্য মহিলাদের মতই হায়েয মহিলারাও কল্যাণ এবং মুসলিমদের দুআয় শরীক হবে কিন্তু স্বলাত থেকে বিরত থাকবে।[৩]

১০৮। হায়েযা মহিলা প্রয়োজনে মসজিদে প্রবেশ করতে পারে

নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে বললেন — نَاوِلِيْنِىْ الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ. মসজিদ থেকে আমাকে মুসাল্লা ধরিয়ে দাও। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, আমি তো ঋতুবতী। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন, اِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِى يَدِكِ. তোমার হাতে তোমার হায়েয লেগে নেই।[৪]

১০৯। হায়েযের অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেওয়া হারাম

ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নিজ স্ত্রীকে হায়েযের অবস্থায় তালাক দেন। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এ খবর নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে দেন। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) নারাজ হলেন। অতঃপর তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ইবনু

১। বুখারী ৩০৭, কিতাবুল হায়েয ঃ বাবু গাসলি দামিল হায়েয।
২। বুখারী ৩২২ কিতাবুল হায়েয ঃ বাবু নওম মাআল হায়েয অহিয়া ফী সিয়াবেহা।
৩। বুখারী ৩২৪ কিতাবুল হায়েয ঃ বাবু শুহুদিল হায়েযে আল্‌ ঈদাইনে অ দাআতিল মুসলিমীন অ ইয়াতাযিলান্নাল মুসাল্লা।
৪। মুসলিম ২৯৯ কিতাবুল হায়েয ঃ বাবু জাওয়া গাসলিল হায়েযে রাসা যাওজিহা অ তারজিলিহী।

উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে ফিরিয়ে নেওয়ার হুকুম দিলেন এবং বললেন ঃ পবিত্র অবস্থায় অথবা গর্ভবতী অবস্থায় তালাক দেওয়া উচিত (যদি তালাক দেওয়ার প্রয়োজন হয়)।[১]

১১০। যদি মহিলার থেমে থেমে হায়েয আসে?

অর্থাৎ যদি কোনো মহিলার চার দিন হায়েয থাকার পর পুনরায় তিন দিন পরে হায়েয আসে তাহলে সে কী করবে? এ মসলাতে, রাজেহ বা তুলনামূলক সঠিক অবস্থান হল এই যে, যখন সে রক্ত দেখবে, তখন সে স্বলাত পরিত্যাগ করবে এবং তাঁর স্বামীও তার সঙ্গে সহবাস করবে না আর যখন রক্ত আসা বন্ধ হয়ে যাবে মাঝে মাঝে হোক অথবা অন্যভাবে হোক, সে গোসল করে পবিত্র মহিলাদের মত সমস্ত কাজকর্ম পালন করবে। আর যদি নিয়মিত দিনগুলির থেকে বেশি হয়ে যায় তাহলে সে নিয়মিত দিনগুলি পূর্ণ করে নিবে এবং গোসল করে সমস্ত আমল করবে।[২]

১১১। মুস্তাহাযা মহিলার সঙ্গে সহবাস করা বৈধ

(ক) হামনা বিনতে জাহাশ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেন যে, তিনি মুস্তাহাযা হতেন এবং وَ كَانَ زَوْجُهَا يُجَامِعُهَا. তার স্বামী সহবাস করতেন।[৩]

(খ) ইকরামা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, উম্মে হাবীবা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) মুস্তাহাযা হতেন এবং فَكَانَ زَوْجُهَا يَغْشَاهَا. তার স্বামী তাঁর সঙ্গে সহবাস করতেন।[৪]

(জমহুর) — এ কথাই বলেছেন।[৫]

১১২। হায়েয সমাপ্ত হওয়ার কি শেষ বয়স নির্দিষ্ট রয়েছে?

(শাইখ উসাইমিন) হায়েয শেষ হওয়ার নির্দিষ্ট কোনো বয়স নেই। বরং যখনই হায়েযের রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয়বার রক্ত আসার আশা অবশিষ্ট থাকবে না, তখনই তার বয়স হবে।[৬]

রাজেহ ঃ এটিই রাজেহ মাসলাক।[৭]

১১৩। সন্তান প্রসবের পর যদি নেফাসের রক্ত না দেখা যায়

এমন মহিলার উপর স্বলাত ও সিয়াম জরুরী না জরুরী নয়?

১। বুখারী ৭১৬০ কিতাবুল আহকাম ঃ বাবু হাল ইয়াকযিল কাযী আওইউফতি অহুয়া গাযবান, মুসলিম ১০৯৫, কিতাবুত তালাক ঃ বাবু তাহরীমি তালাকিল হায়েযে বেগাইরি বিযাহা, আবূ দাউদ ১/৫০০, আরেযাতুল আহওয়াযী ৫/১২৩, দারেমী ২/১৬০, মুআত্তা ২/৫৭৬, আহমাদ ২/২৬।

২। ফাতাওয়া ইবনু বায মুতারজিম ১/৫৫, আল ফাতাওয়াস সা'দিয়া পৃঃ ১৩৫, ফাতাওয়াল মারআতিল মুসলিমা ১/২৬৭

৩। হাসান ঃ সহীহ্ আবূ দাউদ ৩০৩, কিতাবুত তাহারাত ঃ বাবুল মুস্তাহাযা ইয়াগশাহা যাওজুহা, আবূ দাউদ ৩১০।

৪। সহীহ্ ঃ সহীহ্ আবূ দাউদ ৩০২ এবং আবূ দাউদ ৩০৯।

৫। নাইলুল আওতার ১/৪১১।

৬। ফাতাওয়াল মারআতিল ইসলামিয়া ১/২৬৮, ফাতাওয়াল হারাম পৃঃ ২৮৬, মাজমূ ফাতাওয়া উসাইমিন ৪/২৭০।

৭। আল্ মাজমূ ২/৩৭৪।

এ রকম মহিলার বিষয়ে সউদী মাজলিসে ইফতার ফাতাওয়া হল যখন সন্তান প্রসব হয়ে যাবে এবং রক্ত প্রবাহিত হবে না, তখন সেই মহিলার উপর গোসল, স্বলাত, সিয়াম সবই ওয়াজেব। গোসলের পর তার স্বামীর তার সঙ্গে সহবাস করা বৈধ।[১]

১১৪। সন্তান প্রসবা মহিলার যদি থেমে থেমে রক্ত আসে?

নেফাসওয়ালী মহিলা যদি ৪০ দিনের পূর্বেই পবিত্র হয়ে যায়। কিন্তু ৪০ দিনের মধ্যেই পুনরায় রক্ত আসা শুরু হয়, তাহলে তাকে কি নেফাসওয়ালী হিসাবে গণ্য করা হবে?

যদি মহিলা ৪০ দিনের পূর্বেই পবিত্র হয়ে যায় এবং স্বলাত, সিয়াম ও অন্যান্য ইবাদাত করতে লাগে কিন্তু এর পরে পুনরায় রক্ত আসতে শুরু করে তাহলে সঠিক কথা এটাই যে, তাকে ৪০ দিনের মধ্যে নেফাসওয়ালীই গণ্য করা হবে এবং স্বলাত-সিয়াম ও হজ্জ ইত্যাদি যা কিছু ইবাদত সে পবিত্র অবস্থায় করেছে সব সহীহ্। পুনরায় কিছুই আদায় করার প্রয়োজন নেই।[২]

১১৫। হায়েযার কুরআন পাঠ

কুরআন তেলাওয়াত এবং কুরআন স্পর্শ ইত্যাদি মাসায়েল بَاب الغسل (গোসলের অধ্যায়ে) বর্ণিত হয়েছে। নেফাসওয়ালী মহিলারও এটাই বিধান।

১১৬। হায়েয প্রতিবন্ধক ওষুধের ব্যবহার

(শাইখ উসাইমিন রহঃ) — হায়েয প্রতিরোধকারী ওষুধ ব্যবহার করাতে কোনো অসুবিধা নেই যদি ওষুধ ব্যবহারকারী মহিলার কোনো ধরণের শারীরিক ক্ষতি না হয়। তবে একটি শর্ত রয়েছে তা হল স্বামীর নিকট থেকে এজন্য অনুমোদন নিতে হবে।

কিন্তু বাস্তবে এ ধরণের ওষুধগুলো ক্ষতিকারক এবং এটাও সকলের জানা যে হায়েযের রক্ত স্বাভাবিক নিয়মেই নির্গত হয়। সুতারং যখন কোনো সহজাত বস্তুকে তার সময়ে আসতে বাধা দেওয়া হয়, তখন শরীরের ক্ষতি হবেই এবং এভাবে এ রকম ধরণের ওষুধ বব্যহারের ফলে মহিলার হায়েযের সাধারণ নিয়মের গণ্ডগোল বা গরমিল লক্ষ্য করা যায়। পরিণামে স্বলাত আদায় বা স্বামীর সঙ্গে সহবাস এবং অন্যান্য কাজকর্মে সংশয় সৃষ্টি হয় এ জন্য হায়েয প্রতিরোধকারী ওষুধ ব্যবহার করা হারাম তো বলছি না কিন্তু মহিলাদের জন্য এর ব্যবহার এজন্য অপছন্দ যে, এতে ক্ষতির আশংকা রয়েছে।

আল্লাহ্ তাআলা মহিলার ভাগ্যে যা লিখে রেখেছেন তাতেই মহিলার খুশি থাকা উত্তম। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) হাজ্জাতুল বিদার বছরে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর নিকটে এলেন, তখন তিনি কাঁদছিলেন এবং উম্‌রাহ্ ইহ্‌রাম বেঁধেছিলেন। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন, তোমার কী হয়েছে? সম্ভবত তুমি হায়েযা হয়ে গেছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন. هٰذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللّٰهُ على بَنَاتِ آدَمَ. এটা এমনই এক বিধান যা আল্লাহ্ তাআলা আদম কন্যাদের জন্য অপরিহার্য করেছেন।

এজন্য মহিলাদের ধৈর্যধারণ করতে হবে এবং যখন হায়েযের কারণে স্বলাত-সিয়াম পালনে অসুবিধার সম্মুখীন হবে, তখন যিকর ও আযকারের দরজা উন্মুক্ত রয়েছে। সে আল্লাহ্‌র যিকির করবে, তাসবীহ পাঠ করবে, সাদকা ও খয়রাত করবে, কথা ও কাজের মাধ্যমে মানুষের উপকার করবে এটাই সর্বোত্তম পথ।[৩]

২২। ফাতাওয়াল লাজনা ১/৪২০।

২৩। ফাতাওয়া ইবনু বায মুতারজিম ১/৫৪।

২৪। মাজমূউল ফাতাওয়া শাইখ উসাইমিন ৪/২৮৩, ফাতাওয়াল মারআতিল মুসলিমা ১/২৬৯।

শেষ পর্ব

فضل الصحابة و مكانتهم فى الأمة
সাহাবীগণের মর্যাদা ও মুসলিম উম্মাহ্‌র মাঝে তাঁদের অবস্থান

আব্দুল্লাহ্ সালাফী

চতুর্থ অধ্যায়
সাহাবা কিরাম সম্পর্কে সালাফে স্ব-লিহীনদের ভাবনা সমূহ

১। ইমাম আহমাদের 'কিতাবুস্ সুন্নাহ্'তে উল্লেখিত হয়েছে যে, আসহাবে রসূলের ভাল বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করা সুন্নাহ্। তাঁদের অবাঞ্ছিত বিষয়গুলি এবং তাঁদের মতভেদগুলি আলোচনা করা হতে বিরত থাকাটাও সুন্নাহ্। কেউ যদি সাহাবায়ে রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে কিংবা তাঁদের কোনো একজনকে গালি দেয় তাহলে সে বিদআতী, রাফেযী, খবীস এবং ইসলাম বিরোধী। আল্লাহ্ তার ফরয, নফল কিছুই গ্রহণ করবেন না। সাহাবাদের ভালবাসা হচ্ছে সুন্নাহ্। তাঁদের জন্য দুআ করা নৈকট্য লাভের মাধ্যম। তাঁদের অনুসরণ করাটা আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জনের বাহন। তাঁদের পদাঙ্কানুসরণে মর্যাদা রয়েছে।

و من السنة الواضحة الثابتة البينة المعروفة ذكر محاسن أصحاب الرسول ﷺ أجمعين و الكف عن ذكر مساويهم و الخلاف الذى شجر بينهم، فمن سب أصحاب رسول اللّٰه ﷺ أو أحدا منهم فهو مبتدع، رافض خبيث مخالف، لا يقبل اللّٰه منه صرفاً و لا عدلاً، بل حبهم سنة و الدعاء لهم قربة و الاقتداء بهم و سيلة و الاخذ بآثارهم فضيلة.

(আকায়িদুল আইম্মাতিল আরবাআহ ফিল্ আকীদাহ্ ২/৪, কিতাবুস সুন্নাহ্ পৃঃ ৭৭-৭৮)।

২। ইবনু স্বলাহ বলেন

ان الأمة مجتمعة على تعديل جميع الصحابة و من لابس الفتن منهم، فكذالك باجماع العلماء الذين يعتد بهم فى الاجماع احسانا للظن بهم و نظرًا الى تمهد لهم من المآثر و كان اللّٰه سبحانه و تعالى أتاح الاجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة و اللّٰه اعلم.

পুরো উম্মাত ঐক্যমতে আছেন এই মর্মে যে সমস্ত সাহাবী ন্যায় ও সততার মূর্ত প্রতীক, তাঁদের মাঝে যাঁরা কিছু কিছু ফিৎনাতে জড়িয়ে গেছেন তাঁরাও এই ঐক্যমতের সিদ্ধান্তে যুক্ত আছেন। এই বিষয়ে সমস্ত আলিমগণেরও ইজমা রয়েছে যাঁদের ইজমা' নির্ভরযোগ্য। কেননা সাহাবীদের প্রতি সু-ধারণা রাখাটা অত্যাবশ্যক, তাঁদের আশাতীত কৃতিত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে। মহান আল্লাহ্‌র পরোক্ষ ইঙ্গীতেই যেন এই ইজমা' বা ঐক্যমত সম্ভব হয়েছে কেননা তাঁরা হচ্ছেন শারীআতের বাহন, যাঁদের মাধ্যমে আমরা শারীআত প্রাপ্ত হয়েছি (আল্লাহু আলামু) (আল্ মুকাদ্দামাহ্ ৪৬ পৃঃ)।

(৩) হাফিয্ ইবনু হাজার আসকালানী বলেন,

اتفق اهل السنة على أن الجميع عدول و لم يخالف فى ذلك الا شذوذٌ من المبتدعة.

সমস্ত আহ্‌লুস সুন্নাহ্ এ বিষয়ে একমত যে, সমস্ত সাহাবী ন্যায়ের মূর্ত প্রতীক। বিদআতীদের কিছু লোক ব্যতীত এর বিরুদ্ধে কেউ নেই (আল্ ইসাবাহ্ ১/১০ পৃঃ)।

৪। ইমাম শাফিয়ী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন —

و هم ادُّوا الينا سنن رسول اللّٰه ﷺ و شاهدوه و الوحى ينزل عليه ، فعلموا ما اراد رسول اللّٰه ﷺ عامًا وخاصًا و عزماً و ارشادًا وعرفوا من سننه ماعرفنا و جهلنا و هم فوقنا فى كل علم واجتهاد، وآرائهم لنا أحمد و اولى بنا من آرائنا عند نا لا نفسنا.

তাঁরা রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সুন্নাহ্ (আদর্শ) কে আমদের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁরা তাঁকে ওই অবস্থাতে প্রত্যক্ষ করেছেন যখন তাঁর উপর অহী অবতরণ হচ্ছিল। সুতরাং তাঁরা জানেন সেই (অহী হতে) কোন্‌টি বিশেষ নির্দেশ (খাস) আর কোন্‌টি সাধারাণ নির্দেশ (আম), কোন্‌টি জরুরী ও কোন্‌টি পরামর্শ, এ সবের কোন্‌টি আল্লাহ্‌র রসূল গ্রহণ করেছেন।

তাঁরা আল্লাহ্‌র রসূলের ওই সুন্নাহ্‌গুলি জানতেন যা আমরা জানতে পেরেছি আর যা জানিনা। তাঁরা প্রতিটি জ্ঞান ও গবেষণা বিষয়ে আমাদের উর্দ্ধে। আমাদের নিজের জন্য আমাদের চিন্তা ভাবনার তুলনায় তাঁদের চিন্তা ভাবনা উত্তম ও উৎকৃষ্ট (মানাকিবুশ্ শাফিয়ী ১/৪০৭ পৃঃ, মাহমালু ই'তিকাদি আইম্মাতিস সালাফ ১/৫০ পৃঃ)।

সংক্ষিপ্ত পরিসরে এর চাইতে বেশির প্রয়োজন নেই। যেহেতু পূর্ণ এবং বিশুদ্ধ ইসলামকে আমরা সাহাবা কিরামের (রিয্ওয়ানুল্লা-হি আজমঈন) মাধ্যমে পেয়েছি সেজন্য ইসলামের জাতশত্রু ইহুদী এবং তাদের অনুচরবৃন্দ ইসলাম এবং তার স্বচ্ছ, মানবিক ও আধ্যাত্মিক নিয়মনীতিসমূহকে কলংকিত এবং সন্দেহযুক্ত করার মানসে নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর চতুপার্শ্বে অবস্থানরত ব্যক্তিবর্গকেই কালিমা লিপ্ত করার নাপাক প্রয়াস তাঁদের সময়কাল হতেই শুরু হয়েছে। কখনও যয়নাব, কখনও আয়েশা, কখনও অন্যান্য সাথীদের ও মহিলাদের নিয়ে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন দোষারোপ করে অস্থিরতা সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু মহান আল্লাহ্‌র অসীমানুগ্রহে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা আজও সমানভাবে জনপ্রিয়। অসংখ্য মানুষ তাদের আচরিত রীতি-নীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ইসলামের ছায়া নীড়ে আশ্রয় গ্রহণ করে চলেছে। মহান আল্লাহ্ বলেন —

يـريـدون ليطفئوا نور الله بافواههم و الله مُتِمُّ نوره و لو كره الكافرون.

তারা চায় আল্লাহ্‌র জ্যোতিকে নির্বাপিত করতে স্বীয় ফুৎকারের মাধ্যমে, কাফিরদের অনিচ্ছা সত্বেও আল্লাহ্ তাঁর জ্যোতিকে প্রজ্জ্বলিত রাখবেন (সূরাহ্ আস্ সফ-৮)।

এ বিষয়ে সব চাইতে বেশি যুলুম করেছে রাফেযী গোষ্ঠী। 'রাফ্য' শব্দের অর্থ হল পরিত্যাগ করা। তারা যেহেতু ইসলামের শাশ্বত বিধান ও আদর্শকে পরিহার করেছে সেজন্য তাদের রাফেযী বলা হয়।

আল্লামা আব্দুল্লাহ্ আল্ জিবরীন তাঁর فضل الصحابة وذم من عاداهم. (সাহাবীদের মর্যাদা এবং তাঁদের বিরোধীদের নিন্দা) নামক গ্রন্থে বলেন,

و أصل الرفض الترك و منه قولهم رفضت هذا القول، أي تركته

রাফ্য্ এর অর্থ পরিত্যাগ করা। এর থেকেই বলা হয়, 'রাফায্‌তু হাযাল ক্বওলা' — অর্থাৎ আমি এই কথাকে প্রত্যাখ্যান করলাম বা ছেড়ে দিলাম। এরা আল্লাহ্‌র দুশমন। তাদের জন্ম হয় আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর সময়ে। জনৈক ইহুদী ছদ্মবেশে ইসলামে প্রবেশ করে যার নাম ছিল আব্দুল্লাহ্ ইবনু সাবা। ইবনু সাওদা উপনামে সে পরিচিতি লাভ করে। প্রকাশ্যে মুসলিম হলেও সে গোপনে পাক্কা কাফির ছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল ইসলামকে সন্দেহযুক্ত করে তোলা এবং ক্রমান্বয়ে ইসলামকে সন্দেহযুক্ত করে তোলা এবং ক্রমান্বয়ে ইসলামকে দুর্বল করে দেওয়া। এই সেই ব্যক্তি যে উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে হত্যার পরিকল্পনা করে তাঁর বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা করে, লোকেদেরকে একত্রিত করে ও উত্তেজিত করে। মিশর ও ইরাক হতে দলে দলে লোকেদেরকে জমা করে তৃতীয় খলীফা উসমানকে অবরুদ্ধ করে এবং তাঁর শাহাদাতের মাধ্যমে সে সময়ের উত্তেজনার সাময়িক পরিসমাপ্তি ঘটে। অতঃপর আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) খলীফা নিযুক্ত হলে সে দেখল যে, তিনি ইরাকবাসীর নিকট জনপ্রিয়তা লাভ করছেন ও তাদের মনের মানুষে পরিণত হচ্ছেন, তখন সে তাদের ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর ব্যাপারে সীমালংঘন করে ফেলল। সে আলীকে খলীফার পরিবর্তে ইলাহ্, রব বা আলীই 'ইলাহ্' বলে ঘোষণা করে দিল। অনেক মানুষ তার কথায় অজ্ঞতাবশতঃ বিশ্বাস করে ফেলল। একদা তারা দলবদ্ধভাবে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে সাজদা করে বসল। হতচকিত হয়ে তিনি তাদের লিডারদের ডেকে পাঠিয়ে তাওবাহ্ করার নির্দেশ প্রদান সত্বেও তারা অবিচল থাকল। তিনি আগুন প্রজ্জ্বলিত করার নির্দেশ প্রদান করত তাদের পুড়িয়ে মারলেন। এতে হিতে বিপরীত হল। তাদের জীবিতগণ বলতে লাগল, আপনি যে আল্লাহ্ তা আমাদের বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়েছে। কেননা, আগুনের শাস্তি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও দেওয়ার অধিকার নেই।

তারা আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে 'ইলাহ্' সাব্যস্ত করার পর সালমান ফারসী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে আল্লাহ্‌র হাজিব বা মাধ্যম বলে গণ্য করে।

তারা বলে, لا اله الا على لا الله الا حيدرة

আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) শহীদ হলে তারা বলতে থাকে যে তিনি মারা যান নি, বরং আকাশে উত্থিত হয়েছেন। তিনি পুনরায়

ফিরে আসবেন। এটাকেই الايمان بالرجعة বা আলীর ফিরে আসার প্রতি ঈমান নামে কথিত (আব্দুল্লাহ্ জিবরীনের কিতাব فضل الصحابة وذم من عادهم নেট সংস্করণের ২-৫ পৃষ্ঠার ভাবার্থ)।

তিনি উক্ত বইয়ের ১১ পৃষ্ঠায় বলেন, ''তাদের শীআহ্ নামকরণ এই অর্থে যে তারা নিজেদেরকে আলীর সাহায্যকারী ও তাঁরই ভক্তকুল হিসাবে গর্ব বোধ করে। শীআহ শব্দের অর্থ সাহায্যকারী। উক্ত অর্থে মহান আল্লাহ্ সূরা স-ফফা-ত ৮৩ এবং সূরাহ্ কাসাসের ১৫ নম্বর আয়াতে শব্দটি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু আমরা তাদের নাম 'শীউন' الشيعُ রাখতে চাই। কেননা তারা বহু দল উপদলে বিভক্ত। শীউন অর্থাৎ দল। তার মধ্যে একটি দল হল 'বাতিনাহ্', যারা ৩১৭ হিজরীতে কাবা ঘরে হাজীর বেশে প্রবেশ করে অনেক হাজীকে হত্যা করে, কাবার গিলাফ ছিঁড়ে ফেলে ও হাজারে আসওয়াদকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। তাদের কাছে তা ৩৩২ হিজরী পর্যন্ত আটকে থাকে। অতঃপর মুসলিমগণ উদ্ধারে সক্ষম হন এবং পুনরায় যথা স্থানে প্রতিস্থাপন করেন''

মুষ্টিমেয় কয়েকজন সাহাবীকে বাদ দিয়ে শীআহ গোষ্ঠী সমস্ত সাহাবীদের মুরতাদ বলে আকীদাহ্ পোষণ করে। মিকদাদ ইবনুল আস্‌অদ, সালমান ফারসী ও আবূ যার গিফারী হচ্ছেন মু'মিন অবশিষ্টগণ হচ্ছেন মুরতাদ দ্বীন ত্যাগী। শীআহ্ গোষ্ঠীর মধ্যে 'ইমামিয়্যাহ' গোষ্ঠীর আকীদাহ হল অতীব ভয়ংকর। তারা মনে করে তাদের ১২ নং ইমাম যয়নুল আবেদীন, যিনি বাল্যকালে আত্মগোপন করেছেন। তিনি কিয়ামাতের পূর্বে ফিরে আসবেন। অতঃপর তাঁর প্রথম কাজ হল, আয়েশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে কবর হতে জিন্দা করে রজম বা প্রস্তরাঘাত করে মেরে ফেলা। কেননা তাদের আকীদাহ্ অনুযায়ী তিনি সাফওয়ান ইবনু মুআত্তালের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিলেন এবং তাঁর সাজা হয়নি। নাউযুবিল্লাহ্, আল্ কুরআন যাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করেছে, তাঁর বিরুদ্ধে এহেন অপবাদ আল্লাহ্‌র লা'নাত এই নরাধমদের উপর।

শীআদের দৃষ্টিতে আবূ বাক্‌র ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-র খিলাফাত হরণকারী। তাদের ভাবনা মতে একমাত্র আলীই হচ্ছেন উক্ত পদের প্রথম এবং যোগ্যতম হকদার। সেজন্য তারা প্রথম খলীফাহ দ্বয়ের প্রতি সব সময় লা'নাত ও গালি দিয়ে থাকে। তাদের মসজিদ, মাজার ও আবাসগৃহের সম্মুখ দেওয়ালে খালীফাহ্ দ্বয়ের জন্য লা'নাত কালিমাহ্ খোদাই করা আছে। উৎসাহী যুবক ও সত্যান্বেষী পাঠকবৃন্দের প্রতি বিনম্র নিবেদন তথাকথিত ইসলামী রাষ্ট্র ইরাণ একবার ঘুরে আসুন। আমাদের এই দাবীর যথার্থতা জানতে পারবেন। সমগ্র ইরাণে মন্দির, গুরুদ্বার গীর্জা ইত্যাদি বিধর্মীদের উপাসনালয় আপনার দৃষ্টিগোচর হলেও সুন্নী মুসলিমদের জন্য একটিও মসজিদ পাবেন না। এমনকী ঈদায়েনের স্বলাতও সুন্নীদেরকে তাদের পেছনে পড়তে বাধ্য করা হয়।

মুসলিম উম্মাহ্‌কে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করার বিষয়ে এদের পূর্বপুরুষদের ভূমিকা অত্যন্ত ভয়ংকর। আমরা উপমহাদেশের সুন্নী মুসলিমগণও তাদের প্রোপাগাণ্ডার শিকার। তাদের আকীদাহ্ ও আমাল সম্পর্কিত রচনাবলী উৎসাহী ব্যক্তিদের অবশ্যই পড়া উচিৎ। কেননা অনিচ্ছাকৃতভাবে স্বীয় আকীদাহ বিকৃতির জন্য আমাদের উদাসীনতাই যে দায়ী তা অবশ্যই আমরা মৃত্যুর পর বুঝতে পারব।

আসুন আমরা ইহুদীদের ষড়যন্ত্রকে এবং তাদের বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্ক সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য অযথা সময় নষ্ট না করে পড়াশুনাতে সময় ব্যয় করি। বিলাসিতা, বাহুল্য ভোজন, আকর্ষণীয় বাসগৃহ, বিলাসবহুল বাহন অপব্যয়কে নিয়ন্ত্রণ করি। আমাদের প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহ্ রেকর্ডে রাখছেন।

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا و بين معاصيك و من طاعتك ما تبلغنابه جنتك و من اليقين ما تهون به علينا مصائب الذينا و متعنا باسماعنا و ابصارنا و قوتنا ما احييتنا و اجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا و انصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا فى ديننا و لاتجعل الذينا اكبر همنا و لامبلغٰ علمنا و لا تسلط علينا من لا يرحمنا.

و صلى الله تعالى على خير خلقه محمد و على آله و صحبه أجمعين و لعنة الله على من سب اصحاب النبى الامين و الحمد لله رب العالمين.

২য় পর্ব

নাবী পরিবারের প্রতি ভালোবাসায় সীমালংঘন এবং প্রকৃত ব্যাখ্যা প্রদানে ওলামাদের প্রয়াস

তাজাম্মুল হক সালাফী

নাবী পরিবারের প্রতি ভালোবাসায় সীমালংঘন এবং কুরআন-হাদীস ও যুক্তির আলোকে তার খণ্ডন

ইমামাত দ্বীনের ভিত্তি ঃ ইসনা আশারিয়া শিয়াদের ধারণা অনুযায়ী তাওহীদ, নবুআত, স্বলাত, যাকাত ও হজ্জের মতই ইমামাত দ্বীনের স্তম্ভ। শিয়া আলেমদের ঐক্যমতে ইমামাত দ্বীনের ভিত্তি বা আসল (আলমিলাল অন নিহাল ২৫৭)। মুহাম্মাদ রাযা জাফর বলেছেন, আমরা বিশ্বাস করি যে ইমামাত হল দ্বীনের ভিত্তি এবং এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ব্যতীত ঈমান পূর্ণতা পেতে পারে না (আকাইয়েদুল ইমামিয়্যাহ ১০২)। খুমাইনী বলেছেন, ইমামাত দ্বীনে ইসলামের ভিত্তি সমূহের একটি (কাশফুল আসরার ১৪৯)। শিয়া আলেম কালিনী আবূ জাফর থেকে বর্ণনা করেছেন যে ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর স্থাপিত। সেগুলি হল স্বলাত, যাকাত, সওম, হজ্জ ও বিলায়াত। মানুষ চারটি গ্রহণ করেছে আর বিলায়াতকেই পরিত্যাগ করেছে (উসূলুল কাফী বাবু দাআইমুল ইসলাম ২/১৮)। তাদের নিকটে বিলায়াত সব থেকে উত্তম (উসূলুল কাফী ২/১৮)। তারা এ বিষয়ে আরো একটি হাদীস জাল করেছে। সেটি হল এই যে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ১২০ বার আকাশে গেছেন। প্রত্যেক বারেই আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে) আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)র বিলায়াত ও ইমামাতের বিষয়ে তাগিদ করেছেন। ফরযের জন্য যতবার তাগিদ করেছেন তার থেকেও বেশি বার তাগিদ করেছেন এ বিষয়ে (বেহারুল আনওয়ার ২৩/৬৯, আল্ খিসাল পৃঃ ৬০০-৬০১)।

নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর এ বিষয়ে শিয়ারা প্রকাশ্য মিথ্যা প্রচার করেছে। কেননা আল্লাহ্ তাআলা কুরআনে কেবল একবারই ইসরারের কথা বলেছেন। বাকী ১১৯ বারের কথা কোথা থেকে এল? কালিনী তাঁর গ্রন্থ ‘উসূলুল কাফী’তে এরকম আরো ১৫টি রেয়াওয়াত এনেছেন এগুলোর একটিও নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) থেকে বর্ণিত নয়। সবগুলোই জাফর সাদিকের দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। সুতরাং সবগুলোই জাল বা ভিত্তিহীন হাদীস। আহ্লে সুন্নাতরা তো কেবল নাবীর বর্ণিত হাদীসই গ্রহণ করে থাকেন।

সহীহ্ হাদীসের প্রতি নিরপেক্ষ দৃষ্টি রাখলে সকলের নিকটে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, যে হাদীসের ভিত্তিতে শিয়ারা ইমামাতকে দ্বীনের রুকন বা অপরিহার্য অঙ্গ মনে করে, সেই হাদীসটির কোনো ভিত্তি নেই। দ্বিতীয়তঃ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীসে কালেমায়ে শাহাদাত অর্থাৎ আশহাদু আন্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ও আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অ রসূলুহুকে বাদ দিয়ে বিলায়াতকে ইচ্ছাকৃতভাবে ঢোকানো হয়েছে। ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসে রয়েছে ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেগুলি হল কালেমায়ে শাহাদাত, স্বলাত, যাকাত, সওমে রমাযান ও হাজ্জ (বুখারী ৭, মুসলিম ২১)। এ হাদীসে বিলায়াতের উল্লেখ নাই। আমরা যদি কুরআনের প্রতি নজর রাখি তাহলে যেসব রুকন দেখতে পাব সেগুলি হল : তাওহীদ, স্বলাত, যাকাত, হাজ্জ ও সওম (২/১৬৩, ২৫৫, ৩/১৪৪, ৪৮/২৯, ৭/১৫৮, ৪/১০৩, ২/৪৩, ২/১৮৩, ৩/৯৭)। এছাড়া এ সম্পর্কে আরো অনেক আয়াত রয়েছে। কুরআনে বর্ণিত এই পাঁচটি রুকন ব্যতীত আর অন্য কোনো রুকনের বিবরণ নেই। তাহলে কোথা থেকে এল ইমামাতের বিবরণ? নিশ্চয় এটি অন্ধভক্তদের আমদানীকৃত রুকন। একমাত্র কুরআনে বর্ণিত রুকনই উম্মাতে মুসলিমার সকল গোত্রের নিকটে গৃহীত।

শিয়া আলেম তাবরেসী বলেন যে, সূরা মায়েদার ৫৫ নং আয়াতটি হল ইমামাতের প্রকৃষ্ট দলীল তারা এ আয়াতে বর্ণিত ‘অলিউকুম’ থেকে ইমামাতের ব্যাখ্যা করেছেন। যা একদম সহীহ্ নয়। কারণ কোনো তাফসীরকারকই বিলায়তের মানে ইমামাত করেননি। সূরা মায়েদার ৫১-৫৮ নং আয়াতের অগ্র-পশ্চাদ এবং কুরআনের আরো আয়াতে বিলায়াত শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু কোনো জায়গাতেই ইমামাতের অর্থ নেওয়া হয়নি। নিশ্চয়ই শিয়ারা অপব্যাখ্যা করে বিলায়াতের অর্থ ইমামাত করছে। যা ইসলামী শরীআতের খেলাফ। কুরআনে বর্ণিত বিলায়াত শব্দটি সাহায্যকারী, রক্ষাকারী, প্রিয়জন ইত্যাদি অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। শিয়াদের ইমামাতের অর্থে কোথাও ব্যবহৃত হয়নি (বিস্তারিত জানতে ৬/৫১-৫৪, ৪১/৪৩, ২/২৫৭, ৩/৬৮, ১৫০ আয়াতের তাফসীর দেখুন)। কী আশ্চর্য বিষয় দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ রুকন-ইমামাত শিয়াদের

ধারণা অনুযায়ী, অথচ কোথাও কুরআন বা সহীহ্ হাদীসে স্পষ্টভাবে তার উল্লেখ নেই। প্রকাশ থাকে যে, শিয়ারা যে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)র ইমামাতির জন্য ওকালতি করে, সেই আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)র নাম কোথাও কুরআনে বর্ণিত হয়নি।

'গাদীর খুমে'র হাদীস ঃ ইসনা আশারিয়া শিয়ারা মনে করে যে, আলী বিন আবী তালেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-র ইমামাতের সপক্ষে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সেগুলির মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণটি হল হাদীসে গাদীর খুম অর্থাৎ খুম নামক কূপের নিকটে আল্লাহ্‌র রসূলের আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সম্পর্কে বিবৃতি। শিয়া আলেমরা এ হাদীস সম্পর্কে যতগুলি শব্দ বা বাক্য বর্ণনা করে থাকে তার মধ্যে সঠিক ও সহীহ বর্ণিত শব্দাবলী হল

من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم و ال من و لاه وعاد من عاداه.

আমি যার বন্ধু আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও তার বন্ধু। হে আল্লাহ্! যে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করবে, তুমিও তাকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ কর, আর যে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) -র সঙ্গে শত্রুতা করবে তুমিও তার সঙ্গে শত্রুতা কর (সিলসিলাহ্ সহীহা ১৭৫০, ইবনু মাজাহ্ ১১৬)।

হাদীসটির প্রেক্ষাপট ঃ নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) হজ্জ শেষ করে মদীনার পথে ফিরছিলেন। মক্কা থেকে প্রায় ১৫০ মাইল দূরে গাদীরে খুম নামক স্থানে এসে হাজির হলেন। এখানেই উল্লিখিত কথাগুলি বলেছিলেন। তখন আল্লাহ্‌র রসূলের সঙ্গে কেবল মদীনাবাসীরাই ছিলেন। সেই দিনটি ছিল যুলহিজ্জা মাসের ১৮ তারিখ। মক্কাবাসী, তায়েফবাসী, ইয়ামানবাসী, ইয়ামামাহ্‌বাসী এবং অন্যান্য শহরবাসীরা তখন হাজির ছিলেন না। কেননা তাঁরা হজ্জ শেষ করে নিজেদের শহরের দিকে যাত্রা করেছিলেন। গাদীর খুম নামক স্থান তাঁদের যাত্রাপথে পড়ে না।

গাদীর খুমে বক্তব্য রাখার কারণ ঃ আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন ইয়ামান থেকে মালে গানিমাত নিয়ে ফিরে এলেন। তিনি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) খুমুস বা পঞ্চমাংশের মধ্যে একজন দাসীর সঙ্গে সঙ্গম করেছিলেন। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাঁর ও সাহাবাদের মধ্যে মনোমালিন্য হয়েছিল। আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন দায়িত্বশীল। আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) মক্কায় প্রচুর সংখ্যক মানুষের সামনে বিষয়টি উপস্থাপন করেননি। আবার মদীনায় পৌঁছানোর অপেক্ষাও করেননি বরং মনোমালিন্য নিরসনকল্পে এ স্থানকেই বেছে নিয়েছিলেন। তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) স্পষ্ট করে দেন যে, আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যা ভোগ করেছেন, তার থেকে আরো বেশি তাঁর প্রাপ্য।

জিজ্ঞাসা ঃ যদি এ হাদীসের উদ্দেশ্য ইমামাতে উযমার-যা শিয়াদের মতানুযায়ী দ্বীনের অপরিহার্য অঙ্গ হত, তাহলে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) মহান জায়গা আরাফাত, মিনা অথবা মক্কাকে বেছে নিলেন না কেন? এখানে তো সমস্ত শহরের সাহাবীরা হাজির ছিলেন এবং সংখ্যায় অনেক বেশি ছিলেন। অপরদিকে গাদীরে খুম নামক স্থানে কেবল মদীনাবাসীরাই ছিলেন। সুতরাং স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, হাদীসের উদ্দেশ্য হল আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তথা আহলে বাইতের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা, তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা এবং আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সম্পর্কে সাহাবাদের মনোমালিন্য দূরীভূত করা। তাছাড়া বিলায়াত শব্দ দ্বারা ইমামাতে উযমার অর্থ নেওয়াটাও সঠিক নয়।

ইমামাত নবুআতের মতই ঃ ইসনা আশারিয়া শিয়ারা বিশ্বাস করে যে, অহী ব্যতীত ইমামাত নবুআতের মতই। যারা ইমামাতকে নবুআতের মত মনে করবে না বা অস্বীকার করবে তারা কাফির, পথভ্রষ্ট এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামী (আল্ মাসায়েল লিল্ মুফীদ, মাজলেসী তার বিহার গ্রন্থে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন ৮/৩৬৬)। মুহাম্মাদ হুসাইন আলে কাশিফুল গিতা বর্তমান সময়ের শিয়া আলেম বলেন : নবুআতের মতই ইমামাত ইলাহী মর্যাদা ও সম্মান। যেভাবে আল্লাহ্ তাআলা নবুআত ও রিসালাতের জন্য নিজ বান্দা হতে মনোনীত করেন এবং তাঁকে অলৌলিকা ক্ষমতা দিয়ে সাহায্য করেন ঠিক সেভাবেই ইমামাতের জন্যও যাকে চান মনোনীত করেন এবং তাঁর নাবীকে ইমাম নির্ধারণ করে দিতে বলেন। যেন তাঁর পরে মানুষের নিকটে তাকে ইমাম প্রতিষ্ঠিত করে যান (আসলুশ শিয়াতে অ উসূলুহা পৃঃ ৫৮)। তূসী বলেন, ইমামাতকে প্রতিহত করা ও অস্বীকার করা নবুআতকে প্রতিহত করা ও অস্বীকার করার সমান (আল্ ইকতেসাদ ফীমা ইতয়াতা আল্লাকু বিল ইতেকাদ ৩৫৮)।

কাশেফুল গিতার বক্তব্যের বিষয়ে সতর্কতা ঃ আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নাবীকে ইমাম নির্ধারিত করে দিতে বলেন অথচ আল্লাহ্ তাআলা কুরআনে নিজে ইমাম নির্ধারিত করে দেননি। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নাবী ও রসূল মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে নাবী নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং তাদের ধারণা অনুযায়ী যদি আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইমাম হতেন তাহলে অবশ্যই আল্লাহ্ তাআলা তার জন্য দলীল বা অহী অবতীর্ণ

করতেন। পাঠকগণ নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। নাবী পরিবারের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনকারীদের এ দাবী একদম ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক।

ইমামাত যদি নবুআতের মত হতো, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ্র পক্ষ হতে ইমামাতকে রক্ষা করার জন্য সাহায্য নেমে আসত। যেমন আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নাবীকে কাফিরদের মুকাবিলায় সাহায্য করেছিলেন (৯/৪০)। সুতরাং আবূ বাকর, উমার ও উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) দের খিলাফতের বিপক্ষে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-র প্রতি আল্লাহ্র সাহায্য আসা উচিত ছিল। আর তা না হলে অন্তত আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে ইমামাত রক্ষা করার জন্য অন্য কোনো জায়গায় নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর মদীনায় হিজরত করার মত হিজরত করে চলে আসতে হতো। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁদের হাতে বাইয়াত করেছেন, তাঁদের ইমামাতিতে দীর্ঘদিন স্বলাত সম্পাদন করেছেন, তাঁদের নামে নিজের সন্তানদের নাম রেখেছেন, আবূ বাকরের দাস বানী হানফিয়ার মহিলাকে বিবাহ করেছেন এবং নিজ কন্যা উম্মে কুলসুমের সঙ্গে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)র বিবাহ দিয়েছেন। সুতরাং শিয়া আলেমদের এ আকীদা যে প্রকাশ্য মিথ্যা ও বানোয়াট তা বুঝতে কারো বাকি থাকার কথা নয়।

ইমামরা নিষ্পাপ ঃ শিয়া রাফেযীদের মতানুযায়ী আলে বাইত ও তাদের ইমামরা সমস্ত প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি এবং অন্যায় অপরাধ হতে মুক্ত। তারা সকলেই নিষ্পাপ। দলীল হিসাবে তারা আয়াতে তাতহীর অর্থাৎ সূরা আহযাবের ৩০ নং আয়াতকে পেশ করে থাকে। আল্লাহ্ বলেন, ''হে নাবী পরিবার! আল্লাহ্ তো কেবল তোমাদের মধ্য থেকে অপবিত্রতা দূর করতে চান এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে চান।'' তারা বলে যে, আলে বাইতরা হলেন আলী, ফাতেমা, হাসান ও হোসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)। এ জন্য তারা হাদীসে 'কিসা'কে দলীল হিসাবে পেশ করে থাকে। হাদীসে কিসা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নিকটে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এলেন। তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাঁকে নিজের চাদরে নিলেন। অতঃপর ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এলেন, তাঁকে চাদরের মধ্যে নিলেন। অতঃপর হাসান ও হোসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) এলেন, তাঁদেরকে চাদরের মধ্যে আবৃত করলেন। অতঃপর বললেন, ''হে আল্লাহ্! এরা হল আমার পরিবার। তুমি এদের থেকে অপবিত্রতা দূর কর এবং তাদেরকে ভালো করে পবিত্র কর।''ইসনা আশরিয়া শিয়ারা বলে যে এ হাদীসটি আয়াতে তাতহীরের ব্যাখ্যা। তারা আয়াত এবং হাদীসটির আলোকে বলে যে আলী, ফাতেমা, হাসান ও হোসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) নিষ্পাপ। সুতরাং নিষ্পাপ ব্যক্তিই ইমামাতের প্রকৃত হকদার। কিন্তু তাদের এ দাবী কয়েকটি কারণে সঠিক নয়। (ক) আয়াতে তাতহীরে আহলে বাইত বলতে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর স্ত্রীদের বোঝানো হয়েছে। কেননা সম্পূর্ণ আয়াতটির অর্থ দেখলে তা বোঝা যাবে। (খ) আয়াতে কুম অর্থাৎ পুরুষবাচক যামির বা সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে পরিবারের প্রধান নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর জন্য। (গ) আয়াতে ও হাদীসে পবিত্রতার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। যদি নিষ্পাপ হয়েই জন্ম গ্রহণ করে থাকেন তাহলে পবিত্রতার জন্য দুআ করার অর্থ কী? (ঘ) আয়াত ও হাদীসের নিরিখে আলে বাইত হলেন আলী, ফাতেমা, হাসান, হোসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) এবং নাবীর স্ত্রীগণ। নিষ্পাপ হলে সকলেই নিষ্পাপ হবেন কিন্তু তারা তা বলে না। সুতরাং আয়াতে তাতহীর ও হাদীসে 'কিসা'র নিরিখে ইমামদের নিষ্পাপ হওয়ার দাবী বাতিল।

আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং তার পরিবারের অন্যান্য ইমামরা গোপন ও প্রকাশ্য এবং স্বেচ্ছায় ও অনিচ্ছায় শৈশব হতে মৃত্যু পর্যন্ত সকল প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি ও অন্যায় অপরাধ হতে পবিত্র, স্বেচ্ছায় অনিচ্ছায় কোনো ভাবেই তাদের মাধ্যমে কোনো প্রকার অপরাধ সংঘটিত হতে পারে না। শিয়ারা তাদের এ আকীদা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অসংখ্য জাল হাদীস রচনা করেছে। যেমন সাদুক ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর সূত্রে মিথ্যা করে হাদীস বানিয়ে বলেন যে, তিনি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন : আমি আল্লাহ্র রসূলকে বলতে শুনেছি- আমি, আলি, হাসান, হোসাইন এবং হোসাইনের নয়জন সন্তান নিষ্পাপ (ইকমালুদ দ্বীন লিস্ সাদুক ৪৭৪)। একই অর্থবোধক আরো অনেক বানানো হাদীস তাদের কিতাবসমূহে রয়েছে (দেখুন আকায়েদুল ইমামিয়া ১০৪ পৃঃ, বেহারুল আনওয়ার ৯/২০৫, আকায়েদুল ইমামিয়া ইসনা আশারিয়্যাহ ২/১৫৭)।

ইমামদের কার্যকলাপ পর্যালোচনা করলেই তাদের দাবী ভিত্তিহীন ও অসার প্রমাণিত হবে। প্রথমে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) -র কার্যকলাপই পর্যালোচনা করা যাক। আল্লাহ্র রসূল যখন মৃত্যুবরণ করলেন এবং আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে ইমাম মনোনীত করা হল, তখন আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁদের মধ্যেই বিদ্যমান ছিলেন। তিনি তখন যা যা করলেন তা নিম্নরূপ —

(ক) আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাতে বাইআত করলেন। (খ) তাঁর জীবিত থাকাকালীন তাঁর ইমামতিতে স্বলাত

সম্পাদন করতে থাকলেন। (গ) আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর যুদ্ধ বন্দিনীকে বিবাহ করলেন। অথচ তাদের ধারণা অনুযায়ী আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর সকল আমল বাতিল এবং মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও ছিল অবৈধ। সুতরাং যুদ্ধ বন্দিনীরাও অবৈধ। এর পরেও আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হানিফা গোত্রের যুদ্ধ বন্দিনীকে বিবাহ করলেন এবং মুহাম্মদ বিন হানফিয়্যাহ্‌র জন্ম হল। (ঘ) আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর পূর্ববর্তী তিনজন খলিফার বাইতকে সঠিক মনে করতেন (নাহজুল বালাগা)। (ঙ) পারস্য দেশের প্রতি প্রেরিত সেনাবাহিনীর সঙ্গে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে না যেতে পরামর্শ দিয়েছিলেন (নাহজুল বালাগাহ্)। (চ) উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর সঙ্গে নিজ কন্যা কুলসুমের বিবাহ দিয়েছিলেন (আহ্‌লে সুন্নাহ্ ও শিয়া উভয়ের কিতাবেই রয়েছে)। (ছ) উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দ্বারা গঠিত শূরা কমিটিতেও তিনি ছিলেন। (জ) শূরা কমিটি দ্বারা মনোনীত উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দ্বারা গঠিত শূরা কমিটিতেও তিনি ছিলেন। (জ) শূরা কমিটি দ্বারা মনোনীত উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে খলিফা বলে মেনে নিয়েছিলেন। যদি আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মাসূম হন তাহলে উল্লিখিত কার্যাবলীও সঠিক। তাহলে তাদের ইমামতের দাবী বাতিল। কেননা মাসূম ভুল করে না ও ভুল বলে না। আর যদি উল্লিখিত কার্যাবলী ভুল হয়, তাহলে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইমাম নন। কেননা তাদের ধারণা অনুযায়ী ইমাম মাসূম আনিল খাতা। এ সমস্ত কার্যাবলী থেকে প্রমাণিত হয় যে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নিজেকে আল্লাহ্‌র মনোনীত ইমাম মনে করতেন না এবং পরামর্শ বা শূরা কমিটিকে তিনি বিশ্বাস করতেন। হাসান বিন আলী তাদের দ্বিতীয় ইমাম ইমামাতের দাবী পরিত্যাগ করে দশ হাজার সেনাবাহিনী থাকা সত্বেও মুআবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকটে আত্মসমর্পণ ইসমাত ও ইমামাতের খেলাফ।

তাদের অষ্টম ইমাম আলী বিন মূসা আররাযাও মামুনের নেতৃত্ব কবুল করে নিয়েছিলেন যা তাঁর ইমামাত ও ইসমাতের খেলাফ। কেননা তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী আবু বকর, উমার ও উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) এবং সকল খলীফাই পাপী ও যালিম। আর পাপী ও যালিমদেরও আনুগত্য করা ইমামের জন্য অশোভনীয়।

ইমামরা নাবী ও রসূলদের থেকেও উত্তম ঃ ইসনা আশারিয়া শিয়ারা মনে করে যে, ইমামরা নাবী ও রসূলদের থেকেও উত্তম। এ বিষয়ে তাদের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছে যে, নাবী ও রসূলদের থেকে উত্তম না হলেও অন্তত সমমর্যাদা সম্পন্ন। তবে জমহুর শিয়াদের আকীদা হল ইমামরা নাবী ও রসূলদের থেকে উত্তম। বিশেষ করে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) থেকেও উত্তম। এ সম্পর্কে তাদের মনগড়া কিছু দলীল নমুনা স্বরূপ উপস্থাপন করা হল ঃ

সাদূক - মিথ্যা করে, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন, ''আমি তিনটি জিনিস প্রাপ্ত হয়েছি যাতে আলীও অংশীদার এবং তিনটি জিনিস আলীকে দেওয়া হয়েছে যাতে আমি অংশীদার নই।'' জিজ্ঞাসা করা হল, ''হে আল্লাহ্‌র রসূল! সেই তিনটি জিনিস কী কী যাতে আপনার সঙ্গে আলীও শরিক রয়েছেন?'' হামদ বা প্রশংসার ঝাণ্ডা আমার জন্য কিন্তু আলী তা বহনকারী, কাওসার আমার জন্য কিন্তু আলী তার পানি বিতরণকারী এবং জান্নাত ও জাহান্নাম আমার জন্য কিন্তু আলী তার বন্টনকারী। আর তিনিটি জিনিস আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে দেওয়া হয়েছে কিন্তু আমি তার শরীক নই সেগুলি হল — (ক) আলীকে বীরত্ব দেওয়া হয়েছে, আমাকে দেওয়া হয়নি। (খ) আলীকে ফাতেমাতুয যুহ্‌রা দেওয়া হয়েছে — আমাকে দেওয়া হয়নি এবং (গ) আলীকে হাসান-হোসাইনকে দেওয়া হয়েছে আমাকে দেওয়া হয়নি (আমালিস সাদূক ২১৯, বেহারুল আনওয়ার ৩৯/৯০)। সাদুক তার আমালি গ্রন্থে অন্যায়ভাবে ও নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর প্রতি অপবাদ দিয়ে বলেন, ''আলী বিন আবী তালেব উত্তম মানুষ। যে তা অস্বীকার করবে সে কাফির (আমালী ১৭, বেহারুল আনওয়ার ২৫/৩০৬)। এভাবে শিয়ারা আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-র সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সকল ইমামদেরকেও নাবী ও রসূলদের সমতূল্য বা উত্তম প্রমাণ করার জন্য অসংখ্য মিথ্যা ও মনগড়া হাদীস রচনা করেছে।

কুরআন-হাদীস মন্থনকারীর নিকটে দিনের আলোর ন্যায় ভাস্বর যে, মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও উত্তম মানুষ হলেন নাবী ও রসূলগণ। আর মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) হলেন সমস্ত নাবী ও রসূলদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং তাদের দাবী ভিত্তিহীন। একথা তারা নিজেরাও জানে।

২য় পর্ব

নাবী যুগে নারীদের দাওয়াত কার্যের রূপরেখা

সম্পাদনা - ড. সুলাইমান বিন হাম্দ আল্ আওদাহ্
ভাষান্তর ঃ আব্দুল হালিম বুখারী

প্রথম অধ্যায়

মহা নাবীর যুগে নারীদের দাওয়াতের ক্ষেত্রসমূহ

৫। অর্থ ব্যয়ে স্বামীকে উৎসাহ প্রদান ঃ অনেক সময় স্ত্রীর কাছে অর্থ থাকে না যার দ্বারা সে স্বামীর সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা করতে পারে, কিন্তু সে প্রেরণাদানকারী, উপদেষ্টা এবং সৎকর্মে কল্যাণকারীর ভূমিকা পালন করতে পারে। যখনই অর্থ ব্যয় বা অর্থ রক্ষায় স্বামীর উপর স্ত্রীর প্রভাব পড়ে তখন মনে করা হয় উত্তম কার্যে স্ত্রী তার স্বামীর সহযোগী। কল্যাণময় কার্যে প্রেরণা দান করেছে এমন বহু নমুনা আমি মহা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর যুগে পেয়েছি। উম্মে দাহ্দাহ্ তাঁর স্বামী (আবু দাহ্দাহ্) কে প্রেরণাদান ও সত্যায়নের নীতি অবলম্বন করেছিলেন। তিনি মদীনায় তাঁর একটি বাগান সাদকা করেছিলেন এবং সেটি বিক্রয় করেছিলেন জান্নাতের একটি খেজুর গাছের বিনিময়ে। সেটা ছিল সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। তিনি তাঁকে সেই সংবাদ দিতে এসে বলেন, হে উম্মে দাহ্দাহ্! বাগান থেকে বেরিয়ে পড়ো, আমি এটিকে জান্নাতের একটি খেজুর গাছের বিনিময়ে বিক্রয় করে দিয়েছি। তিনি (উম্মে দাহ্দাহ্) বললেন, লাভদায়ক বিক্রয় কিংবা এই ধরণের কোনো শব্দ বলেছিলেন।[১]

ধরুন একটি পুষ্পমণ্ডিত বাগান, তা থেকে স্বামী বেরিয়ে পড়ছে জান্নাতের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের কথা শুনে। অতঃপর স্ত্রী তার অনুভূমিতে অংশগ্রহণ করত, তার পদক্ষেপে কল্যাণ কামনা করত; নিশ্চয় তা মহৎ ব্যয় এবং লোভ-লালসা, স্বার্থপরতা, কাপুরষতা ও আত্মম্ভরিতা হতে আত্মপ্রবৃত্তির দমন। যখন এমন মনে করা হবে যে স্ত্রী স্বামীকে খরচ করতে বাধা দেয় এবং তাকে সন্তানদের কাপুরষতা ও কার্পণ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় তাহলে আল্লাহ্ তাআলা যেন এমন নারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি না করেন। ঐ সমস্ত নারীকে মহানুভব বলে ধরা হবে যারা কল্যাণের পৃষ্ঠপোষকতা করে এবং খরচ করতে উৎসাহিত করে। তারাই হলো উদারহস্ত ও দ্রুত সাদকাকারিণী মহিলা। আল্লাহ্ তাআলা এই ধরনের নারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করুন।

আবু তালহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর স্ত্রী উম্মে সুলাইম (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর সঙ্গে আরেকটি ঘটনা ঘটেছে। আল্লাহ্ তাআলা অতিথির সঙ্গে স্বামী স্ত্রীর কার্যকলাপে অত্যন্ত খুশি হয়েছেন। সেই অতিথি নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নিকট এসেছিলেন। তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) স্বীয় সহধর্মিনীদের কাছে (অতিথিকে খাওয়ানোর জন্য) কিছু পাননি। তাই তিনি বললেন, এমন কেউ আছে যে আজ রাতে এই অতিথির আতিথেয়তা করবে? আল্লাহ্ তার প্রতি অনুগ্রহ করবেন। একজন (আবু তালহা) বললেন, আমি আছি হে আল্লাহ্র রসূল! তারপর তিনি স্ত্রীর নিকট গিয়ে বললেন, ইনি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর অতিথি। কোনো কিছু জমা করে রাখবে না। তাঁরা একমত হলেন যে, প্রদীপ নিভিয়ে দিয়ে তাঁর শিশুদের খাবার অতিথিকে পরিবেশন করবেন এবং অতিথিকে এমন ধারণা দেবেন যেন তাঁরাও তাঁর সঙ্গে খাবারে শরিক রয়েছেন, অথচ তাঁরা তেমন কিছু করেননি। আল্লাহ্ তাআলা তাঁদের এমন কার্যকলাপে অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন। এরপর আল্লাহ্ তাআলা অবতীর্ণ করেন — وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. (তারা নিজেদের উপর অন্যদের প্রাধান্য দেয় অথচ তারা নিজেরাই ক্ষুধার্ত থাকে)।[২]

৬। প্রতিবেশিত্ব ও নিরাপত্তাদান ঃ অনেক সময় স্ত্রী স্বামীর প্রতিবেশী হয়ে অথবা এমন ব্যক্তি থেকে তাকে নিরাপত্তা দেয় যে তার সন্ধানে থাকে, ফলস্বরূপ সে স্বামীর ইসলাম গ্রহণের মাধ্যম হয়ে যায়। ইবনে হাজার[৩] বর্ণনা করেন, ইবনে সা'দ শা'বি হতে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর কন্যা যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আবুল আ'স ইবনে রাবীর স্ত্রী ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং পিতার সঙ্গে হিজরত করেন। আবুল আ'স ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন।[৪] অতঃপর তিনি বদর যুদ্ধে মুশরিকদের সঙ্গে অংশগ্রহণ

১। মুসনাদে আহমাদ ও তাবারানি, উভয়ের বর্ণনাকারীগণ সহীহ্র বর্ণনাকারী; দেখুন : মাজমাউয্ যাওয়াইদ ৯/২২৪।

(২) বুখারী, অধ্যায় : তাফসীর হা. ৪৬০৭; মুসলিম হা. ২০৫৪; তিনি আবু তালহার নাম স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন, সুতরাং তাঁর স্ত্রী উম্মে সুলাইম হবেন এবং আয়াতটি সূরা হাশরের নয় নম্বর আয়াত। (৩) আল্ ইসাবা ১২/২৭২। (৪) তাবাকাতে কুবরা ৮/৩১।

করেন। তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁর মুক্তিপণের জন্য তাঁর ভাই আম্‌র এলেন। তাঁর স্ত্রী যায়নাব ঘাবড়ে গিয়ে তাঁকে একটি হার দিয়ে পাঠালেন। সেই হার খাদিজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁকে পরিয়েছিলেন। রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) সেটা দেখে তাঁর প্রতি দয়ার্দ্র হয়ে পড়লেন এবং লোকদের সঙ্গে আলোচনা করলেন। ফলে তাঁরা আবুল আ'সকে ছেড়ে দিলেন এবং যায়নাবকে হারটি ফিরিয়ে দিলেন।[১]

এই ছিল স্বামীর প্রতি যায়নাবের অনুগ্রহ। আরও বৃহৎ অনুগ্রহ দেখেছিলেন ওই সময় যখন তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং তাঁর ইসলামের কারণ হয়েছিলেন। এটা দেখা যায় সেই সময় যখন যায়দ বিন হারিসার বাহিনী কুরাইশের কিছু সংখ্যক লোককে গ্রেফতার করে। তাঁরা কুরাইশের কাফেলার সঙ্গে সিরিয়ার দিকে বেরিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে আবুল আ'সও ছিলেন। তিনি পলায়ন করে মদীনায় এলেন এবং ভোর রাতে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর কন্যা যায়নাবের নিকট এলেন। তিনি তাঁর স্ত্রী ছিলেন। তিনি তাঁর (যায়নাবের) নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করলেন, ফলে তিনি তাঁকে আশ্রয় দিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) স্বলাত আদায় করে তাঁর দরজায় দাঁড়ালেন। অতঃপর তিনি উচ্চকণ্ঠে বললেন, আমি আবুল আস ইবনে রাবীকে আশ্রয় দিয়েছি। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন, হে লোকসকল! আমি যে কথা শুনলাম, তোমরা কি শুনতে পেয়েছো? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে রয়েছে আমার জীবন, পূর্বে আমার কিছুই জানা ছিল না। অবশেষে আমি তাই শুনলাম যা তোমরা শুনলে। মু'মিনরা শত্রুদের এক হস্তের ন্যায়। তাদের নিম্নতম ব্যক্তিও তাদের উপর কাউকে নিরাপত্তা দিতে পারে, আর সে যাকে আশ্রয় দিয়েছে আমরা তাকে আশ্রয় দিলাম। মহা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ঘরে ফিরে গেলে যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর নিকট গেলেন। তাঁকে অনুরোধ করলেন আবুল আ'সের নিকট হতে যা কিছু নেওয়া হয়েছে তাঁকে যেন তা ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ফলে তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাই করলেন এবং তাঁকে আদেশ করলেন, তাঁর কাছাকাছি যেন তিনি না হন। কারণ যতদিন তিনি (আবুল আ'স) মুশরিক রয়েছেন তাঁর জন্য বৈধ হবে না। আবুল আস মক্কায় ফিরে গেলেন এবং প্রত্যেক হকদারকে হক প্রত্যার্পণ করলেন, অতঃপর ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং মুসলিম

(১) তাবাকাতে ৮/২১।

ও মুহাজির হয়ে মহানাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নিকট ফিরে এলেন। সেটা ছিল সপ্তম হিজরীর মুহার্‌রাম মাস। তারপর রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) যায়নাবকে তাঁর নিকট প্রথম বিবাহেই ফিরিয়ে দিলেন।[১]

চিন্তা করুন স্বামীর ইসলামে নারীর কেমন ভূমিকা ছিল এবং কীভাবে তাঁর এই আশ্রয়দান আবুল আ'সকে একজন মুসলিম ও মুহাজির করে ফিরিয়ে নিয়ে এলো?

ঐ একই ধরণের ঘটনা উম্মে হাকিম বিনতে হারিস এবং তাঁর স্বামী ইক্‌রিমা বিন আবু জাহলের মধ্যে ঘটেছিল। উম্মে হাকিম মক্কা বিজয়ের বছর ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নিকট এসে তাঁর হাতে বায়'আত করেন।[২]

মুসা ইবনে আকাবাহ্ তাঁর মাগাযীর মধ্যে ইমাম যুহ্‌রী হতে বর্ণনা করেছেন, উম্মে হাকিম বিনতে হারিস বিন হাশিম মক্কা বিজয়ের বছর ইসলাম গ্রহণ করেন এবং স্বামী ইক্‌রামাকে খোঁজার অনুমতি চান। ফলে তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাঁকে অনুমতি এবং নিরাপত্তা দেন।[৩]

ইবনে হাজার বলেন, উম্মে হাকিম কুফ্‌রের অবস্থায় উহুদ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। অতঃপর মক্কা বিজয়ের মুহূর্তে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁর স্বামী ইয়ামানে পলায়ন করেছিলেন। অতঃপর তিনি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর অনুমতি নিয়ে তাঁর দিকে রওয়ানা হন এবং তাঁকে নিয়ে উপস্থিত হন। আর তিনি (ইক্‌রামা) ইসলাম গ্রহণ করেন।[৪]

যতটা জানা যায় এই উম্মাতের ফেরাউনের পুত্র ইকরামা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এবং ইসলামের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর ও শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা চেয়েছিলেন তিনি ইসলাম গ্রহণ করুন। তিনি এও চেয়েছিলেন যে তাঁর স্ত্রী এই ইসলামের কারণ হোন। ... সুতরাং তিনি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নিরাপত্তার মাধ্যমে তাঁর মধ্য হতে জাহিলিয়াতের অহংকার দূর করেছিলেন। সুতরাং তিনি সেচ্ছায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এভাবেই আল্লাহ্ তাআলা যা চান করেন এবং খুব সহজ পদ্ধতিতে করেন। অন্যথায় কে তাঁর ইসলামের আশা করেছিলেন, তাও মক্কা বিজয় পর্যন্ত বিলম্বিত। অনেক সময় ভাবা হতো যে তিনি যুদ্ধ ও শত্রুতায় তাঁর পিতার প্রতিনিধি হবেন। কিন্তু কখনো কখনো

(১) আত্ ত্বাবাকাত ৮/২২। (২) আত্ ত্বাবাকাত ৮/২৬১। (৩) আল্ ইসাবা ১২/১৯৭। (৪) প্রাগুক্ত।

তার দুর্বলতা সত্ত্বেও (নারী তো দুটি দুর্বল জিনিসের মধ্যে অন্যতম একটি) এমন কাজ করতে সক্ষম হয়ে যায় যা শক্তিশালী পুরুষরাও করতে পারে না।

৭। হিজরতে স্বামীর সঙ্গে অংশগ্রহণ ঃ হিজরত হাবশার হোক বা মদীনার, কোনো হিজরতই মুহাজিরদের জন্য প্রমোদ ভ্রমণ ছিল না, বরং তা ছিল এক ধরণের সংগ্রাম, যেখানে পরিবার-পরিজন ও দেশ ছেড়ে আত্ম দমন করা হয়। দুটি হিজরতই (আবিসিনিয়া ও মদীনার) শুধুমাত্র মুমিনদের প্রতি কুরাইশের যন্ত্রণা ও পশ্চাদধাবন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ছিল না, বরং সেটা ছিল এক ধরণের দাওয়াতি জিহাদ। এই হিজরত দুটি শুধু পুরুষদের মধ্যে সীমাবন্ধ ছিল না, বরং স্বামীদের সঙ্গে অংশ গ্রহণের সম্মান লাভের সুযোগ নারীদের জন্যও ছিল। আবিসিনিয়ায় (প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে) স্বামীদের সঙ্গে হিজরত করেছিলেন এমন বহু নারীর কথা ইবনে ইসহাক উল্লেখ করেছেন।[১]

এ থেকে প্রমাণিত হয় নারীরাও স্বামীদের সঙ্গে ইসলামের প্রতি আহ্বানে অংশ গ্রহণ করতেন, কারণ সেটাই ছিল হিজরতের উদ্দীপনা ও উদ্দেশ্য। অনুরূপ মহিলা যে আল্লাহ্র পথে বিপদ সহ্য করতে পারে এবং ধৈর্যধারণ করতে পারে হিজরত তার প্রমাণ। তাছাড়া এও নিশ্চিত যে একাকীত্বের কষ্ট ও হিজরতের যন্ত্রণা দারুন কঠিন, যার বিবরণ আসমা বিনতে উমাইস দিয়েছেন যিনি স্বামী জাফরের সঙ্গে আবিসিনিয়ার ভূমিতে প্রায় চৌদ্দ বছর (নবুওয়াতের পঞ্চম বছর থেকে সপ্তম হিজরী পর্যন্ত) ছিলেন। তিনি উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর সঙ্গে আলোচনায় বলেন, তোমরা রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সঙ্গে ছিলে, তিনি তোমাদের ক্ষুধার্তদের জন্য আহারের ব্যবস্থা করতেন এবং অজ্ঞদের শিক্ষা দিতেন আর আমরা ছিলাম আবিসিনিয়ার দূরবর্তী ও শত্রু কবলিত ভূমিতে, সেটা ছিল আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের জন্য।[২]

এই কারণেই মহা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাঁকে এবং সেখানে উপস্থিত অন্যান্য মুহাজিরগণকে এই বলে সুসংবাদ দিতেন, ‘‘হে নৌকার আরোহীরা ! তোমাদের জন্য রয়েছে দুটি হিজরতের সওয়াব’’।[৩] যখন হিজরতে নারীদের সংগ্রাম ও শোচনীয়তায় তাদের ধৈর্যের কথা স্মরণ করা হয় তখন উম্মুল

(১) সীরাত ইবনে হিশান ১/৩৯৮-৪০৮। (২) বুখারী ৫/১৮০; মুসলিম ৪/১৯৪৬।(৩) বুখারী, অধ্যায় : মাগাযী, অনুচ্ছেদ : খায়বার যুদ্ধ ৭/৩৭১, ৩৭২; মুসলিম, সাহাবাবর্গের ফযিলত সম্পর্কে (জা'ফর ও আসমা), হা ২৫০২, তাবাকাতে ইবনে সা'দ ৮/২৮১।

মুমিনীন উম্মে হাবিবার অবস্থান ভুলা যায় না, যখন আবিসিনিয়ায় তাঁর স্বামী ইসলাম ত্যাগ করেছিলেন (ইতিপূর্বে যার আলোচনা করা হয়েছে)। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর কন্যা রুকাইয়ার অবস্থানও সর্বদা অবিস্মরণীয়। তিনি স্বামী উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর সঙ্গে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। ইবনে ইসহাক উল্লেখ করেছেন, তিনি ছিলেন প্রথম মুহাজির এবং তাঁর সঙ্গে ছিলেন রুকাইয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহা)।[১] প্রিয় নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) হতে বর্ণিত আছে, লূত (আলাইহিস্ সালাম) এর পর উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন প্রথম সপরিবার মুহাজির।[২]

মদীনার হিজরতের হাদীসে উম্মে সালমা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর অবস্থান তো অত্যন্ত বিস্ময়কর। তা থেকে নারীর অবিচলতা, ধৈর্য, উচ্চ সংকল্প ও মহা উৎসর্গের কথা প্রমাণিত হয়। হিজরতের ব্যাপারে তাঁর এবং তাঁর পরিবারের ঘটনা বর্ণনা করাই যথেষ্ট হবে, যাতে বিস্ময়ের স্থানটি কী সেটা জানা সম্ভব হয়। সহীহ্ মুসলিমে উল্লেখ রয়েছে, যে প্রথম পরিবারটি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নিকট হিজরত করে গিয়েছিলেন, সেটা ছিল আবু সালমার পরিবার।[৩]

হিজরতের ঘটনায় উম্মে সালমার প্রতিরোধ ও ধৈর্যের ঘটনাটি ইবনে ইসহাক হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন। ব্যাপারটি এতো দূর পৌঁছে গিয়েছিল যে, যখন তাঁর পরিবার এবং তাঁর স্বামী পরিবারের মধ্যে ঝগড়া দেখা দিল তখন তিনি নিজ সন্তানের হাত ছেড়ে দিয়েছিলেন। পতি-পত্নীর মধ্যে বিচ্ছেদ তৈরি করা হয়েছিল। তিনি প্রায় এক বছর অবস্থান করেছিলেন। তিনি আব্তাহ্-এর দিকে বেরোলেন এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত কাঁদতে থাকলেন। পরিশেষে তাঁর অবস্থা দেখে যারা তাঁর দ্বীনের উপর ছিল তারাও তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল হলো এবং তাঁর গোত্র তাঁকে হিজরতের অনুমতি দিল, অতঃপর তিনি স্বামীর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হলেন। স্বয়ং উম্মে সালমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর ধৈর্য ও সহ্যের বিবরণ দিয়ে বলেন, ‘‘আল্লাহ্র শপথ ! যে বিপদ আবু সালমার পরিবারের উপর এসেছিল সেই বিপদ ইসলামের অন্য কোনো পরিবারের উপর এসেছিল বলে আমার জানা নেই’’।[৪]

এ কথা কি ভুলা যায় যে, মদীনার একাংশ মুহাজির নারী

(১) সীরাত ইবনে হিশাম ১/৩৯৮।(২) আল্ বাসাভী, আল্ মা'রিফা ও ওয়াত্তারীখ ২/৩৫৫। (৩) মুসলিম, অধ্যায় : জানায়েয ২/৬৩২। (৪) সীরাত ইবনে হিশাম ২/৭৭, ৭৮।

এমন পরিস্থিতিতে হিজরত করেছিলেন যখন তাঁর সন্তান প্রসবের সময় ঘনিয়ে এসেছিল। মদীনায় পৌঁছাতেই তিনি সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন। যেমন আসমা বিনতে আবু বাকর্ এবং আব্দুল্লাহ্ বিন যুবাইরের জন্ম গ্রহণের ক্ষেত্রে ঘটেছিল। এই পরিস্থিতিতে তিনিই ছিলেন প্রথম শিশু।

৮। স্বামীর প্রতি সহমর্মিতে ও বিপদে ধৈর্যধারণ ঃ বেশিরভাগ সময় নারীদের আবেগ পুরুষদের আবেগকে ছাড়িয়ে যায় এবং পুরুষদের ধৈর্য নারীদের ধৈর্য অপেক্ষা অধিক হয়। কিন্তু আমরা এমন একটি প্রজন্মের সামনে রয়েছি যেখানে নারীর ধৈর্য তাদের স্বামীদের ধৈর্যকে ছাড়িয়ে গেছে, স্ত্রী আবেগকে অতিক্রম করতে পেরেছেন এবং স্বামীর বিপদ লাঘবে সফল হয়েছেন। সেই ঘটনা উম্মে সুলাইম, তাঁর মৃত সন্তান এবং বিপদগ্রস্ত স্বামীর। ঘটনাটি কী?

উম্মে সুলাইমের একটি পুত্র সন্তান ছিল যাকে আবু উমাইর বলা হতো। মহা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাঁর সঙ্গে রসিকতা করে বলতেন, ''ইয়া আবা উমাইর মা-ফাআলান্ নুগাইর?'' (হে আবু উমাইর বুলবুলের কী হয়েছে?)।[১]

শিশুটি অসুস্থ ছিল। তাঁর পিতা আবু তালহা কোনো কর্মসূত্রে বাড়ির বাইরে ছিলেন। ছেলেটি মারা গেল। তাঁর মা উঠে দাঁড়ালেন, তাঁকে গোসল করালেন, তাঁর কাফনের কাজ সম্পন্ন করলেন, সুগন্ধি লাগিয়ে দিয়ে একটি কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলেন এবং বললেন : কেউ আবু তালহাকে সংবাদ দেবে না, আমিই তাঁকে সংবাদ দেব। আবু তালহা এলেন, তিনি তাঁর জন্য সুগন্ধি লাগিয়ে সজ্জিত হলেন এবং তাঁকে রাতের খাবার দিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ''আবু উমাইরের কী খবর?'' তিনি বললেন, ''তুমি খেয়ে নাও, তার হয়ে গেছে।'' তিনি খাবার খেলেন এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যা ঘটে তিনিও তা সম্পন্ন করলেন। অতঃপর উম্মে সুলাইম বললেন, ''হে আবু তালহা! ওই পরিবার সম্পর্কে তোমার কী অভিমত যে পরিবারকে কিছু ধার দেওয়া হয়েছিল; ঋণদাতা তা চাইল, তারা তা ফিরিয়ে দেবে? নাকি দেবে না?'' তিনি বললেন, ''তা ফিরিয়ে দেবে।'' তিনি বললেন, ''আবু উমাইর! সওয়াবের আশা রেখো।'' তিনি সেভাবেই মহা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নিকট গিয়ে উম্মে সুলাইমের সমস্ত কথা বললেন। তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন, ''গত রাত্রের ঘটনায় আল্লাহ্ তোমাদের উপর বরকত অবতীর্ণ করুন।''[১]

(১) বুখারী, দেখুন ফাতহুল বারী ১০/৫৮৩-৫৮৫।

সুন্দর সহমর্মিতা, বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন কথা, শোক ও মনস্তাপ সত্ত্বেও ক্রোধ সংবরণ, সৌন্দর্য অবলম্বন ও আনন্দ উপভোগ। এইভাবেই মহা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর যুগে নারীজাতি এই মর্যাদায় উন্নীত হয়েছিলেন। দায়ী পুরুষ হোক বা নারী হোক, যে কেউ বিপদে ধৈর্যধারণ কিংবা স্বামীর সহমর্মিতা সম্পর্কে আলোচনা করে দেখলে তারা উম্মে সুলাইম (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর পর্যায়ে পৌঁছাতে পারবে না।

যে আল্লাহ্কে ভয় করে তিনি তার জন্য পথ খুলে দেন ...। আল্লাহ্ তাআলা এই ধৈর্যশীল পতি-পত্নীকে (নারীর মহানুভবতার প্রতিদানে) আরেকটি সন্তান দান করেন। মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর দুআর ফলে আল্লাহ্ তার মধ্যে এবং তার জন্য কল্যাণ অবতীর্ণ করেন। সেই নবজাতক অপেক্ষা উত্তম সন্তান আনসারের মধ্যে আর কেউ ছিল না যার নাম মহা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) রেখেছিলেন 'আব্দুল্লাহ্ বিন আবু তালহা'।[২]

এক তৃতীয় বর্ণনায় এসেছে : উম্মে সুলাইমের প্রিয় সন্তান আবু উমাইরের মৃত্যুতে তাঁর ধৈর্যধারণ স্বামীর ধৈর্যকে উজ্জীবিত করে তুলেছিল। উম্মে সুলাইমের মুখে সংবাদটি শুনে তিনি বলেছিলেন : ''আজ রাতে ধৈর্যের ব্যাপারে তুমি আমাকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে না।'' সকালে তিনি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নিকট গেলেন এবং বৃত্তান্ত শুনালেন, তিনি তাঁদের জন্য দুআ করলেন, অতঃপর নবজাতক আব্দুল্লাহ্ জন্মলাভ করলেন। জনৈক বর্ণনাকারী 'আবাবা' বলেন, আমি ওই সন্তানের (আব্দুল্লাহ) আটজন পুত্র সন্তান দেখেছি, সকলেই কুরআন খতম করেছিলেন।[৩] আল্লাহ্র নিকট সওয়াবের আশাবাদী ধৈর্যশীলা নারীর এই হলো নিদর্শন, এই ধরণের নারী আজ কোথায়?

অবশ্য বিপদে নারীর ধৈর্যের ব্যাপারে উম্মে সুলাইম একমাত্র নমুনা ছিলেন না। আসমা বিনতে উমাইসের পুত্র মুহাম্মাদ বিন জাফরকে হত্যা করা হয়েছিল এবং তিনি ক্রোধ সংবরণ করে স্বলাত প্রতিষ্ঠা করছিলেন, এমন মুহূর্তে তাঁর বুক ফেটে রক্ত বের করা হয়েছিল।[৪]

(১) আত্ তাবাকাত ৮/৪৩১; প্রায় একই ধরণের বর্ণনা সহীহ্ মুসলিমে এসেছে, হা ২১৪৪। (২) আত্ তাবাকাত ৮/৪৩৩, বুখারী ৮৫২। (৩) আত্ তাবাকাত ৮/৪৩৪। (৪) ইবনে হাজার, আল ইসাবা ৭/৪৯০, বুখারীর তাহ্কীক।

১ম পর্ব

সাহাবাদের গাল-মন্দ ও দোষারোপ করার ভয়াবহতা

আব্দুর রাকীব মাদানী

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيد المرسلين و على اله وصحبه أجمعين أما بعد !

শৈশবকালের কোনো এক ক্ষণে পিতার আঙ্গুল ধরে জামিয়া ইমাম বুখারী কিশানগঞ্জে পা রেখেছিলাম। যে সময় এই সুসজ্জিত প্রশস্ত বিদ্যাপীঠ বলতে একটি মসজিদ, কয়েকটি টিনের কক্ষ এবং গুটিকয়েক চাটাই ও টালি দ্বারা নির্মিত একটি অঙ্কুরের ন্যায় প্রাইমারী বিদ্যালয় ছিল, যা আজ সুবিশাল মহীরূহের রূপ ধারণ করে গৌরবের সাথে সুপ্রতিষ্ঠিত। খুবই আনন্দ লাগে যখন দেখি, শিক্ষা দানের পাশাপাশি এই প্রতিষ্ঠানের একনিষ্ঠ কর্ণধারগণ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মানের সম্মেলন ও সেমিনারের সফল আয়োজন করেন, যার ফলে দেশ-বিদেশের গবেষক, চিন্তাবিদ ও পন্ডিতগণের একত্রিত হওয়ার সুযোগ ঘটে এবং তাঁদের জ্ঞান-গর্ভ আলোচনা শোনার, বুঝার ও তাঁদের কাছে পাওয়া ও কাছে থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়। আল্লাহ্! তুমি তাদের সুমতি দাও।

আরও সৌভাগ্যের বিষয় হচ্ছে, এমন ঈর্ষান্বিত জ্ঞানমঞ্চে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাওয়া, যার পথ আজ আমার জন্য সুগম করে দেওয়া হয়েছে ফলে আমি এখন আপনাদের মুখোমুখি। এই আনন্দঘন মুহূর্তে সর্বপ্রথমে আমি মহান আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। অতঃপর কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি জামেয়াতুল ইমাম বুখারীর প্রতিষ্ঠাতা মাননীয় শায়খ আব্দুল মাতীন সালাফী রাহেমাহুল্লাহ্‌কে, যাঁর ইখলাস, একনিষ্ঠতা, ইসলাম দরদী মন, সুন্দর সমাজ, দেশ ও জাতি গঠনের চেতনা এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল হচ্ছে এই ট্রাস্ট, এই জামেয়া। আমি সানন্দে কৃতজ্ঞতা জানাই, তাঁর সুযোগ্য ওয়ারিস বর্তমান তাওহীদ এডুকেশনাল ট্রাস্টের পরিচালক বন্ধুবর শায়খ মুতিউর রহমানকে, যাঁর দূরদর্শিতা ও পারদর্শিতা এবং দ্বীন, সমাজ ও জাতি গঠনে তাঁর সুচিন্তিত মনোভাবেরই বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে, এই আন্তর্জাতিক সেমিনারের বিশালায়োজন ওয়াফ্‌ফাকাকুমুল্লাহ্ আল্ মাযীদ।

সম্মানিত উপস্থিতি! কত পরিতাপ, দুঃখ ও আফসোসের বিষয় যে, নাবীকূল শিরোমণি, সাইয়্যিদুল আম্বীয়া, সত্যবাদী ও মহান আল্লাহ্ কর্তৃক সত্যায়িত রাসূল, যাঁর আখলাক ও চরিত্র হচ্ছে আল্ কুরআন, যিনি জগতের জন্য রোল মডেল ও উত্তম আদর্শ, যাঁর প্রশংসায় আপন তো আপন শত্রুরাও পঞ্চমুখ, যিনি তাঁর দায়িত্ব পূর্ণরূপে পালন করেছেন এবং ততক্ষণে এই ধরাধাম ত্যাগ করেননি যতক্ষণে রিসালাত ও নবুওতের দায়িত্ব পূর্ণ না হয়েছে। আর এমন মহান, আদর্শবান ও শ্রেষ্ঠ নাবীর সহবতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও তাঁর হস্তে তরবিয়াতপ্রাপ্ত জগৎ সেরা একদল ছাত্রকে যদি কেউ গাল-মন্দ করে, তাঁদের অপবাদ দেয়, তাঁদের প্রতি অভিশাপ দেয়, তাঁদের কটূক্তি করে এবং তাঁদের খেয়ানতকারী, মুনাফিক এমনকী কাফের পর্যন্ত বলে, তাহলে আমরা চরম মর্মাহত হই। আর এমনটি যদি সেই নাবীর উম্মাতের দাবীদার স্বয়ং এক শ্রেণির লোক দ্বারা হয়, তাহলে আফসোস ও দুঃখের সীমা থাকতে পারে কি?

নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নিবেদিত সঙ্গী-সাথীগণ অর্থাৎ সাহাবাগণ হচ্ছেন দ্বীন ইসলামের চ্যানেল তথা সূত্র। যদি সূত্রই নিন্দনীয়, কলুষিত ও অভিশপ্ত হয়, তাহলে সূত্র দ্বারা প্রচারিত দ্বীন নিন্দনীয়, কলুষিত ও মন্দ হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। আর এমনটি হলে সম্পূর্ণ ইসলাম প্রশ্নের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে বাধ্য। ফলস্বরূপ নাউযুবিল্লাহ্ ইসলাম কলুষিত, কুরআন-সুন্নাহ্ দাগদার, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ব্যর্থ ইত্যাদি ইত্যাদি।

সন্দেহের অবকাশ নেই যে, বর্তমান মুসলিম সমাজে এমন এক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে ও অস্তিত্ব রয়েছে, যারা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর প্রিয় সাথীদের গালাগালি করে, তাঁদের মন্দ বলে এবং তাঁদের অভিশাপ দেয়। নিঃসন্দেহে এটি ইসলাম শত্রুদের একটি গোপন চক্রান্ত ও গভীর ষড়যন্ত্র। তারা সরাসরি নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ও ইসলামকে মন্দ বলার দুঃসাহস করতে না পেরে ইসলামের সূত্র এবং ইসলামের নিষ্ঠাবান প্রচারকদের টার্গেট করেছে। আল্লাহ্ তাআলা রহম করুন ইমাম মালেকের প্রতি তিনি সত্য বলেছেন —

انما هولاء اقوام أرادوا القدح فى النبى ﷺ ، فلم يمكنهم ذلك، فقدحوا فى اصحابه، حتى يقال رجل سوء ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين.

এরা এমন গোষ্ঠী যারা স্বয়ং নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে দুর্নাম করার ইচ্ছা রাখে কিন্তু তা সম্ভবপর না হওয়ায় তারা তাঁর সাহাবীদের দুর্নাম করে ও তাঁদের অপবাদ দেয় এমনকী বলা হয় যে, সে মন্দ ছিল যদিও তিনি সৎ ব্যক্তি হতেন, অবশ্যই তাঁর (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সাথীরা সৎ হত (আস্ স্বরিম আল মাসলূল, ইবনু তায়মিয়া ৫৮০)।

এখান থেকে সাহাবাদের গালাগালি করার বিষয়টির ভয়াবহতা অনুমান করা যেতে পারে এবং এই মন্দ স্বভাবের পরিণাম আঁচ করা যেতে পারে। বিষয়টি এতই স্পর্শকাতর যে, এর কারণে আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম ইসলাম প্রশ্নের কাঠগড়ায় চলে আসে, ইসলামের বুনিয়াদে কুঠারাঘাত করা হয় এবং সম্পূর্ণ ইসলাম সন্দিহান হয়ে পড়ে।

আলোচ্য প্রবন্ধটিতে সাহাবাগণের সততা ও বিশ্বস্ততা এবং তাঁদের মান-মর্যাদা প্রথমে কুরআন হতে অতঃপর সহীহ্ সুন্নাহ্ হতে অতঃপর সালাফদের উক্তি হতে বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর তাঁদের প্রতি অপবাদ ও নিন্দাবাদের কুপ্রভাব কতখানি সুদূরপ্রসারী তারও বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। পরিশেষ সাহাবাদের গাল-মন্দ করার শারঈ বিধানও উল্লেখ করা হয়েছে। আশা করি পাঠকগণ উপকৃত হবেন এবং আমার এই শ্রম সার্থক হবে। আল্লাহ্ যেন এই নেক আমল কবুল করেন এবং আখেরাতে নাজাতের কারণ করেন — আমীন। و ما توفيقى الا بالله و عليه الثقة و التكلان.

আদর্শবান ইসলামে গালাগালির অবকাশ নেই

সাহাবাগণের মান-সম্মান, সততা, ন্যায়পরায়ণতা এবং মহান আল্লাহ্ কর্তৃক তাঁদের সত্যায়ন সম্বন্ধে আলোকপাত করার পূর্বে গালাগালি করা সম্পর্কে ইসলামের অবস্থান এবং সাহাবাদের গাল-মন্দ করার ভয়াবহ পরিণাম স্পষ্ট করা সঙ্গত মনে করছি, যেন আমরা আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেয়ে যাই এবং বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করতে সুবিধা হয়।

ইসলাম হল আদর্শবান ও একটি সুসভ্য ধর্ম। সুরুচিসম্পন্ন মার্জিত আচরণ এই ধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইসলাম বিপক্ষ এমনকী শত্রুর সাথেও ভদ্রতা ও সদাচরণের আদেশ দেয় এবং গালাগালি থেকে নিষেধ করে। গাল-মন্দ করা এই স্বচ্ছ ধর্মের স্বভাব নয়, তাই ইসলামধর্মালম্বী কেউ এই নোংরা স্বভাবের হতে পারে না আর না এই আচরণকে স্বীকৃতি জানাতে পারে। হাদীসে উল্লেখ হয়েছে, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَ لاَ اللَّعَّانِ وَ لاَ الْفَاحِشِ وَ لاَ الْبَذِئِ.

মুমিন অপবাদদাতা, অভিশাপদাতা হতে পারে না। আর না অশ্লীল ও মন্দভাষী হতে পারে (বুখারী, আদাবুল মুফরাদ ১/১১৬, তিরমিযী, বির্র ও স্বিলা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : অভিসম্পাত করা নং ১৯৭৭)।

গালাগালি করা মুমিনের প্রতীক নয় আর দ্বীন ইসলামের নিয়ম ও নয়; কারণ এই স্বভাবের পরিণাম ভয়াবহ। তাই তা থেকে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কঠোর ভাবে সর্তক করেছেন। তিনি বলেন — لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ

মুমিনকে অভিসম্পাত করা হত্যা তুল্য (আহমাদ নং ১৫৭৯০)।

তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আরও বলেন :

سباب المسلم فسوق و قتاله كفر

মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসেকী কাজ আর তার সাথে লড়াই করা কুফরী কাজ (বুখারী, মুসলিম)।

ইসলাম স্পষ্ট ভাষায় অমুসলিমদের দেব-দেবীকেও গালি দিতে নিষেধ করেছে; কারণ এর প্রতিক্রিয়া আরও ভয়াবহ। মহান আল্লাহ্ বলেন —

وَ لاَ تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْوًاۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ.

তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে যাদের আহ্বান করে, তাদের তোমরা গালি দিবে না। কেননা, তারা শত্রুতাস্বরূপ অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহ্‌কেও গালি দিবে (সূরাহ্ আনআম/১০৮)।

একজন মুমিন কেবল উত্তম কথা বলে। কারণ মহান আল্লাহ্ তাদের সবসময় উত্তম ও উৎকৃষ্ট বলার আদেশ করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা বলেন —

وَ قُلْ لِّعِبَادِىْ يَقُوْلُوا الَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ اِنَّ الشَّيْطٰنَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا.

আমার বান্দাদের বল, তারা যেন উত্তম কথা বলে। নিশ্চয় শয়তান তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উস্কানি দেয়। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু (সূরাহ্ ইসরা/৫৩)।

মুমিন সাধারণ লোককেও গালমন্দ করতে পারে না। আর যদি সাধারণ লোকদের ক্ষেত্রেই এমন নিষেধাজ্ঞা হয়, তাহলে মর্যাদাবান ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে তা কীরূপ হতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। অতঃপর গালাগালির লক্ষ্য যদি ঐ সম্প্রদায় হয়, যাঁদের মহান আল্লাহ্ ভালবাসেন, নিজ কিতাবে মহান আল্লাহ্ যাঁদের প্রশংসা করেছেন, যাঁদের তিনি তাঁর নাবীর সাহচর্যের জন্য নির্বাচন করেছেন, যাঁদের দ্বারা দ্বীন ইসলাম প্রচার-প্রসার লাভ করেছে, তাহলে এমন আচরণ কতখানি জঘন্য ও ন্যক্কারজনক হতে পারে তা সকলে অনুমান করতে সক্ষম। তাদের গাল-মন্দ করা কেবল পাপকাজ নয়; বরং অপরাধও বটে।

সাহাবাগণ ন্যায়পরায়ণ, মহান আল্লাহ্‌র সাক্ষী

সাহাবাগণের-রিযওয়ানুল্লাহি আলাইহিম-গর্বের জন্য এতখানিই যথেষ্ট যে, মহান আল্লাহ্ তাঁদেরকে তাঁর নাবীর সাহচর্যের জন্য নির্বাচিত করেছেন এবং তাঁদের বর্ণনা মহাগ্রন্থ আল কুরআনে কিয়ামত পর্যন্ত শাশ্বত রেখেছেন। মহান আল্লাহ্ তাঁর নাবী এবং নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সঙ্গীগণের বর্ণনা এভাবে দিয়েছেন, তিনি বলেন :

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَ الَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانًا سِيْمَاهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرٰىةِ وَ مَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْاَهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا .

মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রসূল; আর তাঁর সহচরগণ অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল; তুমি তাদের রুকু ও সাজদায় অবনত অবস্থায় আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করতে দেখবে। তাদের মুখমণ্ডলে সাজদার চিহ্ন থাকবে, তাওরাতে তাদের বর্ণনা এইরূপ রয়েছে এবং ইঞ্জিলেও। তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারা গাছের মত, যা নির্গত করে কিশলয়, অতঃপর তাকে শক্ত করে এবং তা পুষ্ট হয় ও দৃঢ়ভাবে কাণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে যায়; যা চাষীদের মুগ্ধ করে। যেন অবিশ্বাসীদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি হয়। ওদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন (সূরা ফাতহ্/২৯)।

এই পূর্ণ আয়াতের প্রত্যেকটি অংশ সাহাবায়ে কেরামের মাহাত্ম্য, ফযীলত, ক্ষমা এবং তাঁদের মহান প্রতিদান লাভের কথাকে সুস্পষ্ট করে। এরপরও সাহাবাদের ঈমানের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা এবং তাঁদের গাল-মন্দ করা কীভাবে বৈধ হতে পারে এবং কীভাবে এই মন্দ আচরণের দাবীদার ইসলামের গণ্ডীতে থাকতে পারে?

মহান আল্লাহ্ ইসলামে অগ্রগামী সেই সমস্ত মুহাজির ও আনসার এবং কিয়ামাত পর্যন্ত একনিষ্ঠতার সাথে তাঁদের অনুসারীদের প্রতি সন্তুষ্টির ঘোষণা দেন এবং তাঁদের জন্য এমন প্রতিদান ও অনুকম্পার প্রতিশ্রুতি দেন, যা নয়ন দ্বারা কেউ অবলোকন করেনি, কর্ণ দ্বারা কেউ শ্রবণ করেনি আর না কারো অন্তরে তার কল্পনার উদয় হয়েছে। তিনি বলেন —

وَ السّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَ الْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَّضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَ اَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

আর যেসব মুহাজির ও আনসার (ঈমান আনয়নে) অগ্রবর্তী এবং প্রথম, আর যেসব লোক সরল অন্তরে তাদের অনুগামী, আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাতে সন্তুষ্ট। তিনি তাদের জন্য এমন উদ্যানসমূহ প্রস্তুত রেখেছেন যার তলদেশে নদীমালা প্রবাহিত, যার মধ্যে তারা চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে, এ হচ্ছে বিরাট সফলতা (সূরা তাওবা /১০০)।

''আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট'' বাক্যটির অর্থ হল, আল্লাহ্ তাআলা তাঁদের সৎকর্ম গ্রহণ করেছেন, মানুষ হিসাবে তাঁদের কৃত ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং তিনি তাঁদের উপর অসন্তুষ্ট নন। যদি তা না হত, তাহলে উক্ত আয়াতে তাঁদের জন্য জান্নাত ও

জান্নাতের নিয়ামতের সুসংবাদ দেওয়া হল কেন? এই আয়াত দ্বারা এটাও জানা গেল যে, আল্লাহ্‌র এই সন্তুষ্টি সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী নয়, বরং চিরস্থায়ী। যদি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর মৃত্যুর পর সাহাবায়ে কেরামগণের মুর্তাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকত যেমন এক ভ্রান্ত ফিরকার বিশ্বাস, তাহলে আল্লাহ্ তাআলা তাঁদের জান্নাতের সুসংবাদ দিতেন না। এ থেকে এও প্রমাণিত হয় যে, যখন আল্লাহ্ তাআলা তাঁদের সমস্ত ত্রুটি মার্জনা করে দিয়েছেন, তখন তাঁদের সমালোচনা করা, তাঁদের ভুল-ত্রুটি বর্ণনা করা কোনো মুসলিমের উচিৎ নয়। বস্তুতঃ এটাও জানা গেল যে, তাঁদের ভালোবাসা এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের কারণ। আর তাঁদের প্রতি শত্রুতা, বিদ্বেষ ও ঘৃণা পোষণ করা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ (তাফসীর আহসানুল বায়ান/৩৯৩)।

মহান আল্লাহ্ আরও বলেন —

لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ اَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ o وَ الَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَ الْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَ لَا يَجِدُوْنَ فِىْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ o وَالَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَ لِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَ لَا تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ o

(এ সম্পদ) অভাবগ্রস্ত মুহাজিরদের জন্য, যাঁরা নিজেদের ঘর-বাড়ি ও সম্পত্তি হতে বহিস্কৃত হয়েছেন; তাঁরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে সাহায্য করে। তারাই তো সত্যাশ্রয়ী। আর তাদের (মুহাজিরদের আগমনের) পূর্বে যারা এ নগরীতে বসবাস করেছে ও বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তারা মুহাজিরদের ভালোবাসে এবং মুহাজিরদের যা দেওয়া হয়েছে, তার জন্য তাঁরা অন্তরে ঈর্ষা পোষণ করেন না, বরং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাঁরা তাদেরকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দেন। আর যাদেরকে নিজ আত্মার কার্পণ্য হতে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম। যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভাইদের ক্ষমা কর এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি অতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু (সূরা হাশর/৮-১০)।

মহান আল্লাহ্ এই আয়াতে 'মালে ফাই' কোথায় ব্যয় করা হবে তার সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। অনুরূপ মুহাজির সাহাবীদের ফযীলত, তাঁদের ঐকান্তিকতা এবং তাঁদের সততা বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর সাহাবাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরপরেও তাঁদের ঈমানের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা, তাঁদের গাল-মন্দ করা এবং তাঁদের ব্যাপারে অন্তরে বিদ্বেষ রাখা আল্লাহ্‌র বিধানের বিরুদ্ধাচরণ নয় কি?

মহান আল্লাহ্ আরও বলেন :

وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ هَاجَرُوْا وَ جَاهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّ نَصَرُوْا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا لَّهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيْمٌ.

যারা ঈমান এনেছে, হিজরত (দ্বীনের জন্য স্বদেশ ত্যাগ) করেছে, আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করেছে এবং যারা (মুমিনদের) আশ্রয় দান করেছে ও সাহায্য করেছে তারাই প্রকৃত মুমিন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা (সূরাহ্ আনফাল/৭৪)।

মহান আল্লাহ্ যাঁদের প্রকৃত মুমিন বলেছেন এবং তাঁদের ক্ষমার ঘোষণা দিয়েছেন, তাঁদের গাল-মন্দ করা জঘন্য আচরণ ছাড়া আর কী হতে পারে।

তিনি আরও বলেনঃ

لَقَدْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِىْ قُلُوْبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَ أَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا.

আল্লাহ্ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষতলে তোমার নিকট বায়আত গ্রহণ করল। তাদের অন্তরে যা ছিল, সে সম্বন্ধে তিনি অবগত ছিলেন; তাদের প্রতি তিনি অবতীর্ণ করলেন প্রশান্তি এবং তাদের পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয় (৪৮/১৮)।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন বাইয়াতে রিযওয়ানে অংশগ্রহণকারীদের মুমিন আখ্যা দিয়েছেন এবং তিনি তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট তথা রাযি-খুশীর সার্টিফিকেট দিয়েছেন। তাই মহান আল্লাহ্ কর্তৃক ঈমান ও সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত লোকদের গাল-মন্দ করা কখনোই মুমিনের আচরণ হতে পারে না। কারণ মুমিন তাই ভালোবাসে যা তার রব্ব ভালোবাসেন।

আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন আরও বলেন —

لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَ الْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ اِنَّهٗ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْم.

আল্লাহ্ ক্ষমা করলেন নাবীকে এবং মুহাজির ও আনসারদেরকে যারা সংকট মুহূর্তে নাবীর অনুগামী হয়েছিল, এমনকী যখন তাদের মধ্যকার এক দলের অন্তরে বাঁকা হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তারপর আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করলেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাদের প্রতি বড় স্নেহশীল, পরম করুণাময় (সূরা তাওবা/১১৭)।

'সংকট মুহূর্ত' বলতে তাবুক যুদ্ধের অভিযানকে বুঝানো হয়েছে। গ্রীষ্মকাল, দূর সফর, অল্প সম্বল এবং ফসল কাটার সময় এই অভিযান সংঘটিত হওয়ায় এই অভিযানে অংশগ্রহণকারীদের 'জায়শুল উসরাহ' বা সংকটকালের সেনা বলা হয়। মহান আল্লাহ্ এই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। আর দয়াময় আল্লাহ্ যাদের ক্ষমা করেন, তাদেরকে কেউ গাল-মন্দ করতে পারে না।

মহান আল্লাহ্ আরও বলেন —

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ لَوْ اٰمَنَ اَهْلُ

পরবর্তী অংশ ২৭ পৃষ্ঠায়

পর্নোগ্রাফী দেখলে মস্তিষ্ক যেভাবে বদলে যায়

মূল ঃ মোহাম্মাদ গিলান
ইউনিভার্সিটি অব ভিক্টোরিয়া, স্নায়ুবিজ্ঞান
ভাষান্তর ঃ আব্দ আল্ আহাদ

স্নায়ুবিজ্ঞান এখন স্বীকার করে যে, মানুষের মস্তিষ্ক অভিযোজন ক্ষমতা সম্পন্ন। অর্থাৎ অভিজ্ঞতা লাভের মধ্য দিয়ে মস্তিষ্কে পরিবর্তন ঘটে এবং আমরা যা দেখি, শুনি বা জানি তার সবকিছুর সাথেই মস্তিষ্কের সংযোগ গড়ে ওঠে। দর্শন ক্লাসের আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ থেকে শুরু করে নতুন কোনো শহরের পথঘাট চেনা, এমনকী আপাতদৃষ্টিতে নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে থেকে কোনো গান শোনা কিংবা টিভি দেখা — আমাদের প্রতিটি কাজের সাথেই মস্তিষ্কের তাৎক্ষণিক সংযোগ গড়ে ওঠে এবং মানুষ হিসাবে আমরা কে, কেমন এই সংযোগুলোই সেটা নির্ধারণ করে দেয়। পর্নোগ্রাফী দেখা একটি নীরব অথচ ভয়ঙ্কর সমস্যা যা মহামারীর আকার ধারণ করেছে। এর মাধ্যমে নারীদের চাইতে পুরুষরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

এই বিষয়টির ক্ষতিকারক দিক সংক্রান্ত অধিকাংশ নিবন্ধগুলোতে বিষয়টি সম্পর্কে সাধারণ মনস্তাত্বিক এবং সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা হয়। তবে বক্ষমান নিবন্ধে স্নায়ুবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে পর্নোগ্রাফী দেখার ক্ষতিকর প্রভাবগুলো সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে।

প্রচলিত যে মডেলটির মাধ্যমে মানুষের শেখা এবং মনে রাখার প্রক্রিয়াটিকে ব্যাখ্যা করা হয়, সেই মডেলটির ভিত্তি হলো সিন্যাপটিক প্লাসটিসিটি। সিন্যাপটিক প্লাসটিসিটি হলো মস্তিষ্কের সেই ক্ষমতা যার মাধ্যমে অভিজ্ঞতায় সাড়া দিতে মস্তিষ্ক তার নিউরনসমূহের (মস্তিষ্ক কোষ) মধ্যকার সংযোগগুলোর শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। কী পরিমাণ এবং কোন ধরনের স্নায়ুবিক আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটবে এবং সেইসাথে কী পরিমাণ নিউরোট্রান্সমিটারের (আনবিক গঠন সম্পন্ন স্নায়ুবিক সংবাহক) নির্গমন ঘটবে, তা নিয়ন্ত্রণ করাও এই ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত। অধিকাংশ মানুষ ডোপামিন সম্পর্কে যা কিছু জানে তা বিভিন্ন বিখ্যাত ব্যক্তি

যেমন মুহাম্মাদ আলি বা মাইকেল জে, ফক্সের পারকিন্সন রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা থেকে। শরীরে ডোপামিনের কার্যকারিতায় ত্রুটি দেখা দিলে মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হয়।

মস্তিষ্কের একটি অত্যাবশ্যক নিউরোট্রান্সমিটার হলো ডোপামিন। এর ভূমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটি সচেতন অঙ্গ সঞ্চালন, অনুপ্রেরণা দান, প্রতিদান দেওয়া, শাস্তি দেওয়া এবং শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। শিশুদের এ.ডি.এইচ.ডি (ADHD - Attention Deficit-Hyperactivity Disorder), বার্ধক্যজনিত স্মৃতিশক্তি হ্রাস এবং বিষণ্ণতার ক্ষেত্রেও ডোপামিনের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে।

আনন্দ অনুভব, প্রতিদান, শিক্ষণ প্রক্রিয়া ইত্যাদিতে ডোপামিনের ভূমিকা অবিচ্ছেদ্য। কোকেইনের মতো ড্রাসগুলোর কার্যকারিতা ডোপামিনারজিক সিস্টেম কেন্দ্রিক।এই ড্রাসগুলোর কার্যকারিতার ফলে প্রচুর পরিমাণে ডোপামিনের নিঃসরণ ঘটে। ফলে শরীরে ''উচ্চমাত্রায় শক্তি বা আনন্দ অনুভূতি'' সৃষ্টি হয় যা ক্রমেই আসক্তিতে পরিণত হয়। একাধিক গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী, ডোপামিন আনন্দের আবহ তৈরি করে, নয়তো প্রত্যক্ষ আনন্দ দানে ভূমিকা রাখে। মস্তিষ্কের বিভিন অঞ্চলের উপর ভিত্তি করে, চরম আনন্দ লাভের মুহূর্তে, নয়তো আনন্দ লাভের পরে, ডোপামিনের নিঃসরণ ঘটে। এই নিঃসরণের সময় ডোপামিন শারীরিক ক্রিয়ার সাথে মস্তিষ্কের নতুন সংযোগগুলোকে আরও বেশি শক্তিশালী এবং দৃঢ় করে যা ব্যক্তিকে পুনরায় ওই আনন্দ লাভের জন্য একই কাজ করতে উৎসাহ যোগাতে থাকে।

পর্নোগ্রাফীর সাথে এর সম্পর্কটা কোথায়? পর্দায় যৌন ক্রিয়াকলাপের দৃশ্য দেখলে যৌন উত্তেজনা তৈরি হয়, যা ডোপামিনারজিক সিস্টেমকে সক্রিয় করে তোলে। কোকেইনের মতো ড্রাসগুলো ঠিক এই কাজটিই করে থাকে। পর্দায় যৌন ক্রিয়াকলাপের দৃশ্য দেখার ফলে মস্তিষ্কে নতুনভাবে তৈরি হওয়া সংযোগগুলো প্রচুর পরিমাণে নিঃসৃত ডোপামিনের দ্বারা আরও বেশি শক্তিশালী হয়। ফলে পর্দায় দেখা দৃশ্যগুলো ক্ষণস্থায়ী স্মৃতিপটে না গিয়ে — যেক্ষেত্রে দৃশ্যগুলো পর্দা বন্ধ হওয়ার পর মন থেকে মুছে যেতো — ডোপামিনের দৃঢ়ীকরণ প্রক্রিয়ার কারণে স্থায়ী স্মৃতিপটে প্রবেশ করে। এখানে দৃশ্যগুলো দর্শকের মনে রিপ্লেই মোডে (বারবার চোখে ভাসতে থাকে) দৃঢ়ভাবে গেঁথে যায়। এক্ষেত্রে সমস্যার কথা হলো, কোনো কিছুকে যতবেশি স্মরণ করা হবে, মস্তিষ্কে তা ততবেশি স্থায়ী রূপ লাভ করতে থাকবে। স্কুলের ওই দিনগুলোর কথা মনে করে দেখুন — পরীক্ষার পড়া মুখস্ত করতে গিয়ে একটা বিষয় বারবার পুনরাবৃত্তির পর তা মাথায় গেঁথে যেতো।

পর্নোগ্রাফী হলো অলীক কল্পনা। প্রতিটি নতুন দৃশ্যে একজন নতুন নারীকে দেখে দর্শকের ভ্রম জাগে যেন প্রতিবার সে নতুন একজন নারীর সাথে সম্পর্কে লিপ্ত হচ্ছে। পর্নোগ্রাফীর 'তারকা' অভিনেত্রীর ছবিতে পুরুষদের কাছে নিজেদেরকে মর্যাদাহীন এবং অবমাননাকর যৌনকর্মের শিকারে পরিণত করে। এসব যৌন আচরণ মানসিকভাবে সুস্থ অধিকাংশ মানুষের কাছে সম্পূর্ণরূপে অশ্লীল, জঘন্য। পর্নোগ্রাফীর চিত্রনাট্যের কাজই হলো দু-একটা পরিচিতা এবং স্বাভাবিকভাবে যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী আচরণের মাঝে এমন কিছু যৌন আচরণকে ঢুকিয়ে দেওয়া যেগুলো যৌনভাবে সুখকর নয়। আর এভাবেই দর্শক নতুন নতুন যৌন আচরণের সাথে পরিচিত হয়ে তাকে। পর্দা থেকে অবাস্তব কল্পনার পাশাপাশি এক ধরণের তড়িৎ চৌম্বক তরঙ্গ বিচ্ছুরিত হয় যা মস্তিষ্কে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে। ফলে ডোপামিনের নিঃসরণ ঘটে। পরিণতিতে, এক ধরণের বাস্তব অনুভূতিতে তৈরি হয় ঠিকই, তবে যে আনন্দ এবং তৃপ্তিবোধ তৈরি হয়, তা নিজেকে ধোকা দেওয়া ছাড়া কিছু নয়। ডোপামিন নতুন করে পাওয়া যৌনতৃপ্তির সাথে সাথে মস্তিষ্কের সংযোগসমূহকে শক্তিশালী করে। ফলে যা ঘটে তা হলো, ব্যক্তি তখন তার স্ত্রীকে নিজের অবচেতন মনে জমে থাকা কল্পিত যৌন আচরণে লিপ্ত হওয়ার আহ্বান করে।

মস্তিষ্কে সংঘটিত ঘটনা প্রবাহ খুবই যৌগিক আবার সরলও। পর্নোগ্রাফী দেখার ফলে সিন্যাপটিক প্লাসটিসিটি মস্তিষ্কে নতুন সংযোগ তৈরি করে। ফলে নতুন করে লাভ করা স্মৃতিগুলো সংরক্ষিত হয়ে যায়। এক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা যেহেতু যৌন উত্তেজনার সাথে সম্পৃক্ত, তাই ডোপামিন নিঃসরণের মাধ্যমে নতুন সৃষ্ট সংযোগগুলো বহুগুণ বেশি শক্তিশালী হয়ে থাকে এবং পর্দায় দেখা দৃশ্যগুলো স্থায়ী স্মৃতিপটে সংরক্ষিত হওয়ার ফলে দুই ধরণের ঘটনা ঘটে ঃ

(১) কোকেইন মস্তিষ্কের যে গঠনতন্ত্রকে উদ্দীপ্ত করে, পর্নোগ্রাফীও ঠিক সেই গঠনতন্ত্রকেই উদ্দীপ্ত করে। ফলে আসক্তির জন্ম হয়।

(২) পুরুষ প্রায়ই তার স্ত্রীর সাথে এসব দৃশ্যের পুনর্মঞ্চায়ন করতে চায় যার অনিবার্য পরিণাম হাতাশা। এই পুনর্মঞ্চায়নের প্রত্যাশা পূরণ হবার নয়। কারণ একাধিক নতুন নতুন নারীর

পরিবর্তে স্ত্রী শুধু একজন। আরও ভয়ানক বিষয় হলো , এই একজন নারীর যৌন বাচনভঙ্গি, আচরণ, শারীরিক আবেদন ইত্যাদি পুরুষের মনে জমে থাকা ওইসব নতুন নতুন নারীর সাথে কখনোই মিলবে না। হয়তো প্রথম প্রথম দু-একবার পুনর্মঞ্জায়ন বেশ উত্তেজনাকর এবং আনন্দঘন হতে পারে। তবে শীঘ্রই বাস্তবতা এসে হানা দেবে এবং যখন আনন্দ পাওয়া যাবে না, ডোপামিনের নিঃসরণও তখন বন্ধ হয়ে যাবে।

দুঃখজনক হলো, ঘটনার এখানেই শেষ নয়। অবস্তাব এবং কল্পনা নির্ভর প্রত্যাশার কারণে বাস্তবে যখন হতাশার সৃষ্টি হবে, মস্তিষ্ক তখন ডোপামিনের নিঃসরণ শুধু বন্ধই করবে না; বাস্তবিক অর্থে, এই নিঃসরণ স্তর তখন সর্বনিম্ন স্তরেরও নীচে নেমে গিয়ে বিষন্নতার স্তরে গিয়ে পৌঁছাবে। ফলে দাম্পত্য জীবনে হাতশা, অতৃপ্তি এবং অশান্তির জন্ম হবে। কারণ স্ত্রীকে সে ''যেভাবে প্রত্যাশা করবে, সেভাবে পাবে না।'' অনেক নারী নিজেদেরকেও আরও বেশি আবেদনময়ী করার চেষ্টা করা সত্বেও, এমনকী স্বামীদের মনের মতো করে আত্মমর্যাদাহীন, বিকৃতরুচির যৌনকর্মের জন্য নিজেদেরকে স্বামীদের হাতে তুলে দিলেও, পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত স্বামীরা খুব সামান্য সময়ের জন্যই আনন্দ লাভ করবে এবং অল্প সময়েই আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে। ফলে সর্বোচ্চ চেষ্টা সত্বেও স্ত্রী নিজেকে আকর্ষণীয় এবং আবেগিক দিক থেকে পরিত্যক্তা মনে করবে। অথচ সে জানবেও না যে, পর্নোগ্রাফীর ডোপামিনের সাথে সে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না।

এই সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর তথ্য হলো, মস্তিষ্ক একটি সামগ্রিক সত্তার মতো কাজ করে; এর কার্যকারিতার পরিধি হলো সর্বব্যাপী। ফলে মস্তিষ্কের কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের পরিবর্তন হলে অন্যান্য অংশও প্রভাবিত হয়। পর্নোগ্রাফী দেখার মাধ্যমে আক্ষরিক অর্থেই পুরো মস্তিষ্কের সকল স্নায়ুবিক সংযোগগুলোর পুনর্বিন্যাস ঘটে। ফলে মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশ এবং তাদের কর্মদক্ষতার উপর কেমন প্রভাব পড়ে, তা গবেষণার ভিন্ন একটি ক্ষেত্র যা গভীর মনোযোগের দাবি রাখে।

স্নায়ুবিজ্ঞান পর্নোগ্রাফীতে আসক্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে বেশ পীড়াদায়ক চিত্র তুলে ধরলেও, এটি পুরোপুরি দুঃসংবাদ নয়। যদিও পর্নোগ্রাফী এবং কোকেইন মস্তিষ্কের একই গঠনতন্ত্রকে আক্রমণ করে, তথাপি দুটির পরিণতি পুরোপুরি এক নয়। মস্তিষ্কের সংশ্লিষ্ট গঠনতন্ত্রকে বিষমুক্ত করার জন্য, কোকেইনে আসক্ত ব্যক্তিকে অবশ্যই একটি সুশৃঙ্খল এবং ধারাবাহিক আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। অন্যথায়, তার জীবনই ঝুঁকিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে, অনেক মানুষ যারা পর্নোগ্রাফী দেখার বাস্তব এবং সুস্পষ্ট ক্ষতির দিক সম্পর্কে জেনে গেছে, তারা কোনো রকম নেতিবাচক মনস্তাত্বিক বিপর্যয়ের শিকার না হয়েই, তাৎক্ষণিকভাবে পর্নোগ্রাফী দেখা বাদ দিতে পারে। এজন্য প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি থাকতে হবে এবং নিজেকে নানা রকম কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত রাখতে হবে। প্রথম প্রথম অতীতের দেখা পর্নোগ্রাফীর মনোযোগ বিনষ্টকারী দৃশ্যগুলো চোখের সামনে ভাসতে থাকবে যা পর্নোগ্রাফী পরিত্যাগের ক্ষেত্রে ব্যক্তির ইচ্ছা এবং উদ্যামের জন্য একটি কঠিন পরীক্ষা। তবে সুখের কথা হলো, পর্নোগ্রাফী দেখার কারণে মস্তিষ্কের স্নায়ুবিক সংযোগগুলোর যেভাবে পুনর্বিন্যাস ঘটেছিল, সেই পুনর্বিন্যাস ঘটানো আবারও সম্ভব। মস্তিষ্ক খুবই কর্মদক্ষ একটি অঙ্গ যা অব্যবহৃত সংযোগগুলো থেকে মুক্ত হতে পারে। ব্যক্তি যতই পর্নোগ্রাফীর সংযোগগুলোকে পুনরুদ্দীপ্ত না করে থাকবে, মস্তিষ্কের পক্ষে ওইসব সংযোগ পরিত্যাগ করার সম্ভাবনাও তত বেশি। আবার পূর্বের অভিজ্ঞতায় জড়ালে এবং মস্তিষ্কের এবং মস্তিষ্ককে যৌন আলোড়ন সৃষ্টিকারী বিষয়ে ব্যস্ত রাখলে, অনিবার্যভাবেই তা অন্যান্য সংযোগগুলোকে পুনরুদ্দীপ্ত করবে। কর্ম সম্পাদনের জন্য মস্তিষ্কের শুধু সময় এবং পছন্দ প্রয়োজন। ব্যক্তি তার মস্তিষ্কে যে বিষয়টি বারবার সক্রিয় করবে, মস্তিষ্ক সেটিকেই তার পছন্দ হিসাবে গ্রহণ করবে।

---

২৫ পাতার পর

الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ .

তোমরাই শ্রেষ্ঠতম জাতি। মানবমণ্ডলীর জন্য তোমাদের অভ্যুত্থান হয়েছে, তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান করবে, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে, আর আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করবে। গ্রন্থপ্রাপ্তরা যদি ঈমান আনতো তবে তাদের জন্য ভালো হতো। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ঈমানদার, কিন্তু তাদের অধিকাংশ দুষ্টলোক (সূরা আল্ ইমরান/১১০)।

'তোমরাই শ্রেষ্ঠতম জাতি' এই সম্বোধনটি দ্বারা যদিও মুসলিম জাতিকে বুঝানো হয়েছে কিন্তু সেই জাতির মধ্যে সর্বপ্রথম সাহাবাগণই পরিগণিত হওয়ার বেশি অধিকার রাখেন। তাই আল্লাহ্ যাঁদের শ্রেষ্ঠতম বলেছেন, তাঁদের গালি-গালাজ করা অর্থাৎ তাঁদের নিকৃষ্ট বলা, যা এই আয়াতের মর্মের স্পষ্ট বিপরীত অবস্থান।

ঈদে মীলাদুন্নাবী

সৌজন্যে ঃ আত্ তাহরীক

সংজ্ঞা ঃ জন্মের সময়কালকে আরবীতে মীলাদ’ বা মাওলিদ’ বলা হয়। সে হিসাবে মীলাদুন্নাবী’-র অর্থ দাঁড়ায় নাবীর জন্ম মুহূর্ত’। নাবীর জন্মের বিবরণ, কিছু ওয়ায ও নাবীর রূহের আগমন কল্পনা করে তার সম্মানে উঠে দাঁড়িয়ে ‘ইয়া নাবী সালাম আলাইকা’ বলা ও সবশেষে জিলাপী বিতরণ করা - এই সব মিলিয়ে মীলাদ মাহ্ফিল’ ইসলাম প্রবর্তিত ঈদুল ফিতর’ ও ঈদুল আযহা’-র দুটি বার্ষিক ঈদ উৎসবের বাইরে ঈদে মীলাদুন্নাবী’ নামে তৃতীয় আরেকটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

উৎপত্তি ঃ ক্রুসেড বিজেতা মিশরের সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ূবী (৫৩২-৫৮৯ হিঃ) কর্তৃক নিযুক্ত ইরাকের ‘এরবল’ এলাকার গভর্ণর আবু সাঈদ মুযাফ্ফরুদ্দীন কুকুবুরী (৫৮৬-৬৩০ হিঃ) সর্বপ্রথম ৬০৪ হিজরীতে মতান্তরে ৬২৫ হিজরীতে মীলাদের প্রচলন ঘটান। যা ছিল রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর মৃত্যুর ৫৯৩ বা ৬১৪ বছর পরে। এই দিন তারা মীলাদুন্নাবী উদ্যাপনের নামে নাচ-গান সহ চরম স্বেচ্ছাচারিতায় লিপ্ত হ’ত। গভর্ণর নিজে নাচে অংশ নিতেন। আর এই অনুষ্ঠানের সমর্থনে তৎকালীন আলেম সমাজের মধ্যে সর্বপ্রথম এগিয়ে আসেন আবুল খাত্তাব ওমর বিন দেহিইয়াহ (৫৪৪-৬৩৩ হিঃ)। তিনি মীলাদের সমর্থনে বহু জাল ও বানাওয়াট হাদীস জমা করে বই লেখেন এবং এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা বখশিশ্ পান (আল্ বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়াহ্ দারুল্ ফিক্র ১৯৮৬ পৃঃ ১৩/১৩৭)। পরে অন্যান্য আলেমরাও একই পথ ধরেন কিছু সংখ্যক বাদে।

হুকুম ঃ ঈদে মীলাদুন্নাবী উদ্যাপন একটি সুস্পষ্ট বিদ্আত। যা রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ও সাহাবায়ে কিরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) এর যুগে ছিল না। রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন

مَنْ اَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

যে ব্যক্তি আমাদের শরীআতে এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করল, যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত (মুসলিম হাঃ ১৭১৮; বুখারী হাঃ/ ২৬৯৭; মিশকাত হাঃ/১৪০)।

তিনি আরও বলেন

وَ اِيَّاكُمْ وَ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَاِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ.

তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি করা হতে বিরত থাক। নিশ্চয়ই প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিই বিদ্আত ও প্রত্যেক বিদ্আতই গোমরাহী’ (আবূ দাউদ হাঃ ৪৬০৭, তিরমিযী হাঃ ২৬৭৬, মিশকাত হাঃ ১৬৫)। অন্য বর্ণনায় এসেছে وَ كُلَّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ. এবং প্রত্যেক গোমরাহীর পরিণাম জাহান্নাম (নাসাঈ হাঃ ১৫৭৮, ‘কীভাবে খুৎবা দিবে’ অনুচ্ছেদ)।

ইমাম মালেক (রহঃ) স্বীয় ছাত্র ইমাম শাফেঈকে বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) দের সময়ে যেসব বিষয় ‘দ্বীন’ হিসাবে গৃহীত ছিল না, বর্তমানকালেও তা দ্বীন’ হিসাবে গৃহীত হবে না। যে ব্যক্তি ধর্মের নামে ইসলামে কোনো নতুন প্রথা চালু করল, অতঃপর তাকে ভাল কাজ বা ‘বিদআতে হাসানাহ্’ বলে রায় দিল, সে ধারণা করল যে, আল্লাহ্র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) স্বীয় রিসালাতের দায়িত্ব পালনে খেয়ানত করেছেন (আবু বকর আল-জাযায়েরী, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়, আল্ ইনসাফ ৩২ পৃঃ)।

মীলাদ বিদ্আত হওয়ার ব্যাপারে চার মাযহাবের ঐক্যমত ঃ ‘আল্ ক্বাওলুল মু‘তামাদ’ গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, চার মাযহাবের সেরা বিদ্বানগণ সর্বসম্মতভাবে প্রচলিত মীলাদ অনুষ্ঠান বিদ্আত হওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন। তাঁরা বলেন, এরবলের গভর্ণর কুকুবুরী এই বিদআতের হোতা। তিনি তাঁর আমলের আলেমদেরকে মীলাদের পক্ষে মিথ্যা হাদীস তৈরি করার ও ভিত্তিহীন ক্বিয়াস করার হুকুম জারী করেছিলেন (মীলাদুন্নাবী ৩৫ পৃঃ, ইবনু তায়মিয়াহ্, ইক্বতিযাউস সিরাত্বিল মুস্তাক্বীম ১ম সংস্করণ, ১৯৮৪ খৃঃ, ৫১ পৃঃ)।

উপমহাদেশের ওলামায়ে কেরাম ঃ মুজাদ্দিদে আলফে সানী শায়খ আহমাদ সারহিন্দী, আল্লামা হায়াত সিন্ধী, রশীদ আহমাদ গাংগোহী, আশরাফ আলী থানভী, মাহমূদুল হাসান দেউবন্দী, আহমাদ আলী সাহারানপুরী প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম ছাড়াও আহ্লে হাদীস বিদ্বানগণ সকলে এক বাক্যে প্রচলিত মীলাদ অনুষ্ঠানকে বিদ্আত ও গুনাহের কাজ বলেছেন (মীলাদুন্নাবী ৩২-৩৩ পৃঃ)।

মৃত্যু দিবসে জন্মবার্ষিকী ঃজ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব মতে, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সঠিক জন্মদিবস হয় ৯ই রবীউল আউয়াল সোমবার। ১২ রবীউল আউয়াল সোমবার ছিল তাঁর মৃত্যু দিবস। যদিও এটি হবে ১লা রবীউল আউয়াল (সীরাতুর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ৩য় মুদ্রণ ৫৬ পৃঃ)। অথচ ১২ রবীউল আউয়াল মৃত্যু দিবসেই তাঁর জন্মবার্ষিকী বা 'মীলাদুন্নাবী'র অনুষ্ঠান করা হচ্ছে।

একটি সাফাই ঃ মীলাদ উদ্‌যাপনকারীরা বলে থাকেন যে, মীলাদ বিদ্‌আত হলেও তা বিদ্‌আতে হাসানাহ্। অতএব জায়েয তো বটেই বরং করলে সওয়াব আছে। কারণ এর মাধ্যমে মানুষকে কিছু ওয়ায শুনানো যায়। অথচ ওয়াযের নামে সব ভিত্তিহীন কাহিনী শুনানো হয় ও সুরেলা করে দরূদের নামে আরবী-ফারসী- উর্দু- বাংলায় গান গাওয়া হয়। সবচেয়ে বড় কথা হল বিদ্‌আত অনুষ্ঠান করে নেকী অর্জনের স্বপ্ন দেখা দুঃস্বপ্ন মাত্র। হাড়ি ভর্তি গো-চেনায় এক কাপ দুধ ঢাললে যেমন তা পানযোগ্য থাকে না, তেমনি বিদ্‌আতী অনুষ্ঠানের কোনো নেক আমলই আল্লাহ্‌র নিকট কবুল হয় না। তাছাড়া বিদ্‌আতকে ভাল ও মন্দ দুভাগে ভাগ করাই আরেকটি বিদ্‌আত।

ক্বিয়াম প্রথা ঃ সপ্তম শতাব্দী হিজরীতে মীলাদ প্রথা চালু হওয়ার প্রায় এক শতাব্দীকাল পরে আল্লামা তাক্বিউদ্দীন সুবকী (৬৮৩ - ৭৫৬ হিঃ) কর্তৃক ক্বিয়াম প্রথার প্রচলন ঘটে বলে কথিত আছে (আবু সাঈদ মোহাম্মাদ, মিলাদ মাহফিল, ঢাকা ১৯৬৬, ১৭ পৃঃ)। তবে এর সঠিক তারিখ ও আবিষ্কর্তার নাম জানা যায় না (তাজুদ্দীন সুবকী, তাবাক্বাতু শাফেঈয়াহ্ কুবরা (বৈরূত ঃ দারুল মা'রিফাহ্, তাবি ১৩২ হতে ফটোকৃত) ৬/১৭৪)।

এদেশে দু ধরণের মীলাদ চালু আছ। একটি ক্বিয়ামী, অন্যটি বে-ক্বিয়ামী। ক্বিয়ামীদের যুক্তি হল, তাঁরা রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এ সম্মানে' উঠে দাঁড়িয়ে থাকেন। এর দ্বারা তাঁদের ধারণা যদি এই হয় যে, মীলাদের মাহফিলে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর রূহ মুবারক হাযির হয়ে থাকে, তবে এই ধারণা সর্বসম্মতভাবে কুফরী। হানাফী মাযহাবের কিতাব ফাতাওয়া বায্যাযিয়া' তে বলা হয়েছে, أرواحَ الأمواتِ حَاضرةٌ نَعْلَمُ يَكْفُرُ 'যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, মৃত ব্যক্তিদের রূহ হাযির হয়ে থাকে, জেনে রাখ, সে ব্যক্তি কুফরী করল' (মুহাম্মাদ জুনাগড়ী (মউ, ইউ.পি. ১৯৬৭) মীলাদে মুহাম্মাদী ২৫, ২৯ পৃঃ)। অনুরূপভাবে 'তুহফাতুল কুযাত' কিতাবে বলা হয়েছে, যারা ধারণা করে যে, মীলাদের মজলিসগুলিতে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর রূহ মুবারক হাযির হয়ে থাকে, তাদের এই ধারণা স্পষ্ট শিরক। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) স্বীয় জীবদ্দশায় তাঁর সম্মানার্থে উঠে দাঁড়ানোর বিরুদ্ধে কঠোর ধমকি প্রদান করেছেন (তিরমিযী হাঃ ২৭৫৫; আবূ দাঊদ হাঃ ৫২২৯, মিশকাত হাঃ ৪৬৯৯, 'আদাব' অধ্যায়)। অথচ মৃত্যুর পর তাঁরই কাল্পনিক রূহের সম্মানে দাঁড়ানোর উদ্ভট যুক্তি ধোপে টেকে কি? একই সাথে লাখো মীলাদের মজলিসে হাযির হওয়া কারুর পক্ষে সম্ভব কি?

মীলাদ অনুষ্ঠানে প্রচারিত বানাওয়াট হাদীস ও গল্পসমূহ ঃ

১। হে মুহাম্মাদ! আপনি না হলে আসমান-যমীন কিছুই সৃষ্টি করতাম না (দায়লামী, সিলসিলা যঈফাহ্ হাঃ ২৮২)।

২। আমি আল্লাহ্‌র নূর হতে সৃষ্ট এবং মুমিনগণ আমার নূর হতে।

৩। নূরে মুহাম্মাদী হতেই আরশ-কুরসী, বেহেশত-দোযখ, আসমান-যমীন সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে (আজলূনী, সিলসিলাহ্ যঈফাহ্ হাঃ ২৮২)।

৪। আদম (আলাইহিস্ সালাম) ভুল স্বীকার করার পরে মুহাম্মাদের দোহাই দিয়ে ক্ষমা চান। তাঁকে বলা হয় তুমি এ নাম কীভাবে জানলে? তিনি বললেন, আমি উপরে তাকিয়ে দেখি আপনার আরশের খুঁটিতে ঐ নামটি সহ লেখা আছে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্।' তাই আমি তার দোহাই দিয়ে আপনার নিকট ক্ষমা চেয়েছি। আল্লাহ্ বলেন, 'কথা তুমি সত্য বলেছ। তার দোহাই দিয়ে তুমি ক্ষমা চাও। আমি ক্ষমা করে দিব। যদি মুহাম্মাদ না হত, তাহলে আমি তোমাকে সৃষ্টি করতাম না' (যঈফাহ্ হাঃ ২৫)।

৫। আসমান- যমীন সৃষ্টির দু হাজার বছর পূর্বে জান্নাতের দরজায় লেখা ছিল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ এবং আলী মুহাম্মাদের ভাই (যঈফাহ্ হাঃ ৪৯০১)।

৬। মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আল্লাহ্‌র সঙ্গে (ক্বিয়ামতের দিন) তাঁর আরশে বসবেন (সাবাঈ, আস্ সুন্নাহ্ ৮৬ পৃঃ)।

৭। রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর জন্মের খবরে খুশী হয়ে আঙ্গুল উঁচু করার কারণে ও সংবাদ দানকারিণী

দাসী সুওয়াইবকে মুক্ত করার কারণে জাহান্নামে আবু লাহাবের হাতের মধ্যেকার দুটি আঙ্গুল পুড়বে না। এছাড়াও প্রতি সোমবার রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর জন্ম দিবসে আবু লাহাবের জাহান্নামের শাস্তি মওকূফ করা হবে বলে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর নামে প্রচলিত তাঁর কাফের অবস্থার একটি স্বপ্নের বর্ণনা।

৮। মা আমিনার প্রসবকালে জান্নাত হতে বিবি মরিয়ম, বিবি আসিয়া, মা হাজেরা সকলে দুনিয়ায় নেমে এসে সবার অলক্ষ্যে ধাত্রীর কাজ করেন।

৯। নাবীর জন্ম মুহূর্তে কা'বার প্রতিমাগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়ে, রোমের অগ্নি উপাসকদের শিখা অনির্বাণ'গুলো দপ করে নিভে যায়। বাতাসের গতি, নদীর প্রবাহ, সূর্যের আলো সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায় ইত্যাদি। সবই ভিত্তিহীন। সীরাতুর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম, ৩য় মুদ্রণ ৫৬-৫৭ পৃঃ)।

এছাড়াও বলা হয়ে থাকে যে, (ক) আদম (আলাইহিস্ সাল্লাম) সৃষ্টির সত্তর হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ্ তাঁর মুহাম্মাদের নূরকে সৃষ্টি করে আরশে মুআল্লাকায় লটকিয়ে রাখেন।

(খ) আদম সৃষ্টি হয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে জ্যোতির্ময় নক্ষত্ররূপে মুহাম্মাদের নূর অবলোকন করে মুগ্ধ হন।

(গ) মিরাজের সময় আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নাবীকে জুতা সহ আরশে আরোহন করতে বলেন, যাতে আরশের গৌরব বৃদ্ধি পায় (নাঊযুবিল্লাহ্)।

উপরের বিষয়গুলি সবই বানাওয়াট।

মীলাদ উদ্‌যাপনকারী ভাইদের এই সব মিথ্যা ও জাল হাদীস বর্ণনার দুঃসাহস দেখলে শরীর শিউরে ওঠে। যেখানে আল্লাহ্‌র নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার নামে মিথ্যা হাদীস রটনা করে, সে জাহান্নামে তার ঘর তৈরি করুক (বুখারী হাঃ ১০৭; মিশকাত হাঃ ১৯৮)।

তিনি আরও বলেন —

تُطْرُوْنِی کَمَا أُطْرَتِ النَّصَارَی ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُوْلُوْا عَبْدُ اللهِ وَ رَسُوْلُهُ.

আমাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না, যেভাবে নাসারাগণ ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করেছে।....... বরং তোমরা বল যে, আমি আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রসূল (বুখারী হাঃ ৩৪৪৫, মিশকাত হাঃ ৪৮৯৭)।

যেখানে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেছেন, যে বিষয়ে তোমার নিশ্চিত জ্ঞান নেই, তার পিছনে ছুটো না। নিশ্চয়ই তোমার কান, চোখ ও হৃদয় সবকিছু (ক্বিয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসিত হবে' (বানী ইস্রাঈল ১৭/৩৬)। সেখানে এই সব লোকেরা কেউবা জেনেশুনে কেউবা অন্যের কাছে শুনে ভিত্তিহীন সব কল্পকথা ওয়াযের নামে মীলাদের মজলিসে চালিয়ে যাচ্ছেন। ভাবতেও অবাক লাগে।

'নূরে মুহাম্মাদী'র আক্বীদা মূলতঃ অগ্নি উপাসক ও হিন্দুদের অদ্বৈতবাদী ও সর্বেশ্বরবাদী আক্বীদার নামান্তর। যাদের দৃষ্টিতে স্রষ্টা ও সৃষ্টিতে কোনো পার্থক্য নেই। এরা 'আহাদ' ও 'আহমাদের' মধ্যে 'মীমের' পর্দা ছাড়া আর কোনো পার্থক্য দেখতে পায় না। তথাকথিত মারেফাতী পীরদের মুরীদ হলে নাকি মীলাদের মজলিসে সরাসরি রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর জীবন্ত চেহারা দেখা যায়। এই সব কুফরী দর্শন ও আক্বীদা প্রচারের মোক্ষম সুযোগ হল মীলাদের মজলিসগুলো। বর্তমানে সরকারী ও বেসরকারী রেডিও- টিভিতেও চলছে যার জয়জয়কার। এগুলির বিরূদ্ধে সাধ্যমত প্রচার করুন এবং এগুলি থেকে চোখ-কান বন্ধ রাখুন ও পরিবারকে রক্ষা করুন। আল্লাহ্ আমাদেরকে সহায় হোন — আমীন।

১ম পর্ব

আক্বীক্বার শারয়ী বিধান

হাফেজ মাওলানা আব্দুল্লাহিল কাফী সালামী

নিশ্চয় সন্তান-সন্ততী আল্লাহ্ তাআলার বিশাল নিয়ামাত। আর প্রত্যেক নিয়ামাতের শুকরিয়া আদায় করার জন্য আল্লাহ্ তাআলা তাকিদ করেছেন। আল্লাহ্ বলেন —

وَ اشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ.

অর্থঃ আল্লাহ্ তাআলার নিয়ামাতের শুকরিয়া আদায় কর, যদি তুমি শুধু তাঁরই উপাসনা কর এবং তোমরা যদি আল্লাহ্র ইবাদাত কর, তবে তাঁর নিয়ামাতের (অনুগ্রহের) জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর (সূরা নাহাল, আয়াত নং ১১৪)।

فَاذْكُرُوْنِىْ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِىْ وَ لَا تَكْفُرُوْنِ.

অর্থ ঃ অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ করব। তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, আর কৃতঘ্ন হয়ো না (সূরা বাক্বারাহ্, আয়াত নং ১৫২)।

এইজন্য আক্বীকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা যে নিয়ামাত দান করেছেন, তাঁর শুকরিয়াও আদায় হয়ে যাবে এবং নিকটবর্তী মানুষ ও বন্ধুর যিয়াফতের সঙ্গে সঙ্গে গরীব মিসকিনদের উপকার হয়ে যাবে।

আক্বীকা শব্দের ব্যাখ্যা ঃ আরবী ব্যাকরণের মধ্যে আক্বীকা করার জন্য باب عَقَّ يَعُقُّ নাসারা ইয়ানসুরু (نصر ينصر) বাব ব্যবহার করা হয়েছে। عقيقة শব্দটি عَقٌّ শব্দ থেকে উৎপন্ন।

আক্কুন (عَقٌّ) শব্দের অর্থ হলো কাটা এবং চিরা ও ফাড়া (আকরাবুল মাওয়ারিদ, মিসবাহুল লুগাত ৫৬৪ পৃঃ)।

(ক) ইসলামী পরিভাষায় আক্বীকা বলা হয় সেই যবহকৃত পশুটিকে যাকে নবজাত সন্তানের পক্ষে হতে সপ্তম দিনে যবেহ করা হয় (নিহায়াহ্ ফী গারীবিল হাদীস ৩ খণ্ড, ১৩২ পৃঃ, ফিকহুল হাদীস ২ খণ্ড ৪৮৬ পৃঃ)।

(খ) আল্লামাহ্ আসমায়ী বলেন, আক্বীক্বাহ্ হচ্ছে নবজাত শিশুর মাথার চুল (মাজমাউ বিহারিল আনওয়ার ৩ খণ্ড ৬৪৩ পৃঃ)।

(গ) স্বাহির ক্বামুস বলেন —

العقيقة صوف الجذع، و الشاة التى تذبحُ عند حلق شعر المولود.

আক্বীকা বলা হয় সেই এক বছরের পশুর পশম এবং সেই ছাগলকে বলা হয়, যে নবজাত সন্তানের মাথার চুল মুন্ডন করার সময় যবেহ করা হয় (আল্ কামুসুল মুহিত্ব ৮৩৯ পৃঃ)।

আক্বীক্বার গুরুত্ব ঃ

عن سلمان بن عامر الضبيِّ قَالَ قال رسول ﷺ مَعَ الغلام عقيقة فاهْرقوا عنه دمًا و اميطوا عنه الاذى.

অনুবাদ ঃ সালমান বিন আমিরিয্ যাবিই হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, সন্তানের সাথে আক্বীকা জড়িত। অতএব তোমরা তার পক্ষ হতে রক্ত প্রবাহিত কর এবং তার জঞ্জাল দূর করে দাও। অর্থাৎ তার জন্য আক্বীকার পশু যবেহ কর এবং তার মাথার চুল ফেলে দাও (বুখারী হাঃ ৫৪৭২, আবূ দাউদ ২৮২৯, তিরমিযী ১৫১৫, ইবনে মাজাহ্ ৩১৬৪, আহমাদ ৪/১৬৬, হাকীম ২/১৭, দারেমী ২/৮১, বাইহাক্বী ৯/২৯৯)।

عن سمرة بن جندبٍ اَنَّ رسول ﷺ قال كُلُّ غلامٍ رهينة بِعَقِيْقَتِهٖ تُذْبحُ عنه يَوْمَ سابعِهٖ و يُحْلَقُ وَ يُسَمّٰى.

অনুবাদ ঃ সামুরা বিন জুনদুব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রসুল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন, সব শিশু বন্ধক থাকে আক্বীক্বার সাথে। সপ্তম দিনে তার পক্ষ হতে যবেহ করতে হবে এবং তার নাম রাখতে হবে ও মাথার চুল মুড়িয়ে দিতে হবে (আবূ দাউদ ২৮৩৮, তিরমিযী ১৫২২, ইবনে মাজাহ্ ৩১৬৫, নাসাঈ ৭/১৬৬ হাঃ ৪২২৫, হাকীম ৪/২৩৭, আহমাদ ৫/১৭, দারেমী ২/৮১, মিশকাত ৩৫২ পৃঃ)।

এই হাদীসটির পরিপেক্ষিতে একটা প্রশ্ন ওঠে যে, আক্বীকার সাথে সকল শিশুর কী বন্ধক থাকে? তার ব্যাখ্যায় ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, শাফায়াত বা সুপারিশ। অর্থাৎ যে শিশুর পক্ষ হতে আক্বিকা করা হয় না সেই শিশু যদি নাবালক অবস্থায় ইন্তিকাল করে, তাহলে সে (হিসাব নিকাশের) মাঠে তার মা-বাবার

ব্যাপারে কোনো সুপারিশ করতে পারবে না (ফাতহুল বারী ৯ম খণ্ড ৫৯৫ পৃঃ, নাইলুল আওতার ৪র্থ খণ্ড ৩৭৬ পৃঃ, উমদাতুল কারী ২১ খণ্ড ৮৮ পৃষ্ঠা)।

বিখ্যাত তাবেয়ী আল্লামা আতা খোরাসানীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, আক্বীক্বার সাথে বন্ধক থাকে কোন জিনিস? তিনি বলেন, নিজ সন্তানের সুপারিশ হতে বঞ্চিত হওয়া (বাইহ্বাক্বি ৯ম খণ্ড ২৯৯ পৃঃ, তুহফাতুল মাওদুদ ২৬ পৃঃ)।

আক্বীক্বা করা সুন্নাত না ওয়াজিব, বা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্ না ফরয

সালিহ বিন উসাইমিন (রহঃ) বলেন, আকিক্বা দেওয়া সুন্নাত অথবা ওয়াজিব এই নিয়ে মতবিরোধ আছে। কিন্তু অধিকাংশ আহ্লে ইল্মের নিকট আকিক্বা করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্ (ফাতওয়া ইসলামিয়াহ্ ২ খণ্ড ৩২৪ পৃঃ)।

আক্বীক্বাক ফরয অথবা সুন্নাত হওয়ার ব্যাপারে ফুকাহাগণের অভিমত ঃ

১। হাসান বাসারী (রহঃ) বলেছেন, আক্বীক্বা করা ফরয।

২। ইমাম হাযম বলেন, আক্বীক্বা দেওয়া ফরয ও ওয়াজিব। যে ব্যক্তির আহারের পর এতটা মাল বাড়তি থাকে, যার দ্বারা আক্বীক্বা করা যাবে তাকে আক্বীক্বা করার জন্য বাধ্য করা হবে (আল্ মুহাল্লাহ্ ৭ম খণ্ড ৫২৩ পৃষ্ঠা)।

৩। ইবনে আব্বাস, ইবনু উমার ও আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) এবং তাবেয়ী ফকীহ্ ও বিভিন্ন শহরের ইমামের নিকট আক্বীক্বা সুন্নাত (ফিক্বহুল হাদীস ২ খণ্ড ৪৮৭ পৃঃ, আল্ মুগনী ৮ম খণ্ড ৬৪৪ পৃঃ)।

অধিক গ্রহণযোগ্য মত ঃ আসল কথা হলো আক্বীক্বা করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্ এবং ভালো কর্ম। যে ব্যক্তি আক্বীক্বা করার ক্ষমতা রাখবে সে যেন নিজ সন্তানের পক্ষ হতে অবশ্যই আক্বীক্বা করে (ফিক্বহুল হাদীস ২ খণ্ড ৪৮৬ পৃঃ)।

একজন ছেলে ও মেয়ের জন্য কয়টি পশু যবেহ করতে হবে

عـن اُمِّ كُـرْزٍ : اَنّ رسـول الـلّـه ﷺ قال : عن الغلامِ شاتان مُكَافَأَتَانِ وَ عَنِ الجارية شاة.

অনুবাদ ঃ উম্মে কুরয থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন, ছেলের পক্ষ হতে দুটি পূর্ণ বকরী এবং মেয়ের পক্ষ হতে একটি বকরী (সহীহ্ আবূ দাউদ হাঃ ২৮৩৪, হুমাইদী হাঃ ৩৪৭, ইবনু হিব্বান হাঃ ১০১৬০)।

عـن عـائشة رض قـالت امرنا رسول الله ﷺ ان يعق عن الغلام شاتان و عن الجارية شاة.

অনুবাদ ঃ আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আমাদেরকে আদেশ করতেন, ছেলের পক্ষ হতে দুটি বকরী এবং মেয়ের পক্ষ হতে একটি বকরী আক্বীক্বা করার (তিরমিযী ১ম খণ্ড ১৮৩ পৃঃ)।

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় আল্লাহ্র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) হাসান এবং হুসাইনের পক্ষ হতে দুটি করে দুম্বা যবেহ করেছিলেন (নাসাঈ হাঃ ৩৯৩৫, তিরমিযী ১৫১৬, ইবনু হিব্বান ১০৫৯, দারাকুত্বনী ৪/২৭০, বাইহাক্বী ৯/৩০১, হাকীম ৪/১৬৭)।

একজন ছেলের পক্ষে একটি পশু যবেহ করা যায় কি?

عن ابن عباسٍ رض ان رسول الله ﷺ عَقَّ عن الحسن و الحسين كَبْشًا كَبْشًا.

অনুবাদ ঃ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) হাসান এবং হুসাইনের পক্ষ হতে একটি করে দুম্বা যবেহ করেছিলেন।

উক্ত হাদীস দ্বারা যুঝা যাচ্ছে যে, একটি পশু দ্বারাও একজন ছেলের পক্ষ হতে আক্বীক্বা করা যায় (আবূ দাউদ ২৮৪১, নাসাঈ ৭/১২৫)।

কিন্তু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতেই বর্ণিত আরো একটি হাদীস হতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্র রসূল (সল্লাল্লাহু আলইহি অ সাল্লাম) হাসান এবং হুসাইনের পক্ষ হতে দুটি দুটি দুম্বা যবেহ করেছিলেন (নাসাঈ হাঃ ৪২২৪, তিরমিযী ১৫১৬)।

যে হাদীসসমূহে দুইটি বকরীর কথা বর্ণিত আছে, সেটা বেশির উপর শারীক করা হয়, এই দিকে দিয়ে তা গ্রহণ করার বেশি হক্বদার।

কথাকে ক্রিয়ার উপর প্রাধান্য দিয়ে অর্থাৎ যদিও রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) নিজে ছেলের পক্ষ হতে একটি দুম্বা যবেহ করেছিলেন, কিন্তু আমাদেরকে ছেলের পক্ষ হতে দুটি পশু যবেহ করতে বলেছেন, সেইজন্য আমাদের সেই কথার উপর আমল করে ছেলের পক্ষ হতে দুটি পশু যবেহ করতে হবে।

সুতরাং ছেলের পক্ষ হতে দুটি ছাগল আক্বীক্বা দেওয়া মুস্তাহাব (উত্তম) আর একটি বকরী মুস্তাহাব নয় যায়েজ।

শায়খ আলবানী বলেন, একটি দুম্বার হাদীস সহীহ্ তো বটে কিন্তু এর চাইতে বেশি সহীহ্ كبشين كبشين দু দু দুম্বা যবেহ করার বর্ণনা (আবূ দাউদ ২৪৬৬)।

উক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, ছেলের পক্ষ হতে দুটি পশু যবেহ করাই বেশি সহীহ্ হাদীস থেকে প্রমাণিত। এইজন্য সেই মুতাবিক একটি ছেলের পক্ষ হতে দুটি পশু যবেহ করাই উচিৎ (আল্লাহু আলাম)

আক্বীক্বার পশু নর অথবা মাদাহ্ অর্থাৎ পুরুষ অথবা নারী ঃ আক্বীক্বার পশু হিসাবে ছাগ কিংবা ছাগী উভয় পশু নির্বাচন করা যায়। এই হাদীসটি তার প্রধান দলীল —

عن ام كرزٍ ﵂ عنها انّها سمعت رسول الله ﷺ فى العقيقة قال : عن الغلام شاتان و عن الجارية شاة لا يضركم ذكرانا كن اواناثًا.

উম্মে কুর্য (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় তিনি রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে আক্বীক্বা সম্পর্কে বলতে শুনেছেন যে, ছেলের পক্ষ হতে দুটি পশু বা ছাগল এবং মেয়ের পক্ষ হতে একটি ছাগল। তোমাদের কোনো ক্ষতি করবে না (সেই পশু) ছাগল অথবা ছাগী হয় তাহলে।

সাত দিনের আগে সন্তান মারা গেলে আক্বীক্বা দেওয়া

যে ব্যক্তি সন্তান জন্মের সাত দিনের পূর্বে আক্বীক্বা করবে সে হাদীসের বিরোধিতা করবে। কারণ হাদীস থেকে যা বুঝা যায় তা হচ্ছে জন্মের সপ্তম দিনে আক্বীক্বা করতে হবে (আবূ দাউদ ২৮২৮)।

এ বিষয়ে কিছু উলামা মতবিরোধ করেছেন, তা নীচে বর্ণনা করা হল —

১। ইমাম ইবনে হাযমের মতে তারও আক্বীক্বা দিতে হবে (মুহাল্লাহ্ ৭ম খণ্ড ৫২৪ পৃঃ)।

২। ইমাম হাসান বলেন, সাত দিনের আগেই মারা গেলে তার পক্ষ হতে আক্বীক্বা দিতে হবে না (মুসান্নাফ আঃ রায্যাক ৪ খণ্ড ৩৩৫ পৃঃ)।

৩। ইমাম মালিক অনুরূপ বলেন (ফাতহুল বারী ৯ম খণ্ড ৫৯৪ পৃঃ)।

৪। এই মতটি প্রায় সবারই গ্রহণযোগ্য (নাইলুর আওতার ৪ খণ্ড ৩৬৮ পৃঃ)।

৫ম পর্ব

اَلْهَدِيَّةُ الذَّهَبِيَّةُ مِنَ الدُّرَرِ الْبَهِيَّةِ

উজ্জ্বল মোতিসমূহের সোনালী উপহার

মূল (উর্দূ) শাইখ হাফেয যুবায়র আলী যাঈ

সংকলন ও অনুবাদ ঃ আবূ হাবীবাহ্ নাজমে আলাম সানাবিলী

(৮) রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর পবিত্র ছায়া

প্রশ্ন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর ছায়া ছিল, এ কথা কি কোনো হাদীস দ্বারা প্রমাণিত ?

উত্তর ঃ জী হ্যাঁ ! রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর ছায়ার প্রমাণ কয়েকটি সহীহ্ হাদীসে পাওয়া যায় এবং এর বিপরীতে কিছু প্রমাণিত নয়।

ইবনু সা'দ (রাহেমাহুল্লাহ্) এর গ্রন্থ ত্বাক্বা-তে (৮/১২৬, ১২৭ এবং শব্দাবলী তাঁরই) এবং মুসনাদ আহমাদে (৬/১৩১, ১৩২, ২৬১) ইমাম মুসলিমের শর্তে শুমাইসা (রাহিমাহাল্লাহ্) কর্তৃক বর্ণিত আছে, আম্মা আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন —

فَبَيْنَمَا أَنَا يَوْمًا بِنِصْفِ النَّهَارِ، إِذَا أَنَا بِظِلِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُقْبِلٌ.

অর্থ ঃ একদা দুপুরের সময় ছিল, হঠাৎ আমি দেখলাম রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর ছায়া আসছে।

ইমাম ইবনু মাঈন (উক্ত হাদীসের কেন্দ্রিয় বর্ণনাকারী) শুমায়সাহ্কে সিক্বাহ্ অর্থাৎ বিশ্বাসযোগ্য বর্ণনাকারী বলেছেন (তারীখ উসমান ইবনু সাঈদ আদ্ দারিমী ৪১৮) এবং তাঁর থেকে ইমাম শু'বাও হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর শু'বা (যথা সাধ্য) কেবল নিজের কাছে সিক্বাহ্ রাবির থেকেই সাধারণত হাদীস বর্ণনা করতেন। যেমনটা অধিকাংশ দেখা গেছে (দেখুন ঃ তাহযীবুত তাহযীব ১/৪,৫)।

সুতরাং এ সূত্রটি সহীহ্। এমনিভাবে আম্মা স্বাফিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকেও একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত রয়েছে। যার একটা অংশ ঠিক এই রকম —

فَلَمَّا كَانَ شَهْرُ رَبِيْعِ الْأَوَّلِ، دَخَلَ عَلَيْهَا، فَرَأَتْ ظِلَّه.

অর্থ ঃ একদা রবীউল আওয়াল মাসে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাঁর (সাফিয়াহ রাযিয়াল্লাহু আনহা)-র নিকট এলেন, তিনি তাঁর ছায়া দেখলেন.... (মুসনাদ আহমাদ ৬৩৩৮)।

সূত্র সহীহ্। আর যে ব্যক্তি এ হাদীসকে যঈফ বলছে সে ভুলের উপরে আছে। কারণ ইতিপূর্বে শুমায়সার আস্থাভাজন হওয়া প্রমাণিত হয়ে গেছে।

সহীহ্ ইবনু খুযাইমাতেও (২/৫১ হাঃ ৮৯২) সহীহ্ সূত্রে আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত আছে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

حَتّٰى رَأَيْتُ ظِلِّيْ وَ ظِلَّكُمْ....

অর্থ ঃ এমনকী আমি নিজের এবং তোমাদের ছায়া দেখলাম.....।

হাদীসটিকে ইমাম হাকেম এবং যাহাবী উভয়েই সহীহ্ বলেছেন (আল্ মুস্তাদরাক আলাস্ স্বহীহায়ন লিল হাকেম ৪/৪৫৬, হাঃ ৮৪০৮)।

কোনো সহীহ্ অথবা হাসান বর্ণনা থেকে আদৌ এ কথা প্রমাণিত নয় যে, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর ছায়া ছিল না। আল্লামাহ্ সুউতী স্বীয় গ্রন্থ 'আল্ খসায়েসুল কুবরা'-য় যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তা উসূলে হাদীসের (হাদীসের নীতিমালা) দৃষ্টিতে বাত্বেল (সাপ্তাহিক আল ইতিস্বাম লাহোর ২৭ জুন ১৯৯৭, আল্ হাদীস ঃ ৪০, আরো দেখুন ঃ তাওযীহুল আহমাক ১/৮১-৮২)।

(৯) নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর পায়ের চিহ্নের ব্যাপারে তাহেরুল কাদেরীর সূত্র বিহীন বর্ণনা

মুহাম্মাদ তাহেরুল কাদেরী বলেন, ''আল্লাহ্ সুবহানাহু তাআলা তাঁর হাবীব (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর বরকতময় পায়ের চিহ্নকেও এমন মুজিযা (অলৌকিক বিষয়) দান করেছেন, যার কারণে পাথর পর্যন্ত কোমল হয়ে যেত। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর বরকতময় পায়ের চিহ্ন কতিপয় পাথরের উপর অদ্যাবধি সুরক্ষিত।

১। আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন—

اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا مَشَى عَلَى الصَّخر غَاصَت قَدَمَاهُ فِيهِ وَ أَثَّرت.

অর্থ ঃ নাবী আকরাম (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) পাথরসমূহের উপর চলার সময় নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর বরকতময় পাগুলির নীচে পাথরগুলো নরম হয়ে যেত এবং তার উপর সেই বরকতময় পাগুলির চিহ্ন পড়ে যেত (তাবার্‌রুক কী শারঈ হায়সিয়াত ৭৬ পৃষ্ঠা, ইশায়াতে সুম সিতাম্বর ২০০৮ পৃঃ)।

হাদীসটি বর্ণনা করার পর যুর্কানী (মৃত্যু ১১২২ হিজরী) লিখেছেন —

وَ أَكـرَهَ السُّيُـوطِـىُ وَ قَـالَ : لَمْ اَقِف لَهُ عَلى أَصْلٍ وَ لَا سَنَـدٍ وَ لَا رَأَيْـت مَـنْ خَـرَّجَـهُ فِـى شَـىْءٍ مِنْ كُتُـبِ الحَدِيْثِ وَ كَذَا اَنْكَرَهُ غَيْرُهُ لَكِنْ .....

এবং এ (বর্ণনাকে) সুউতী রাহেমাহুল্লাহ্ প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, আমি এর কোনো ভিত্তি বা সূত্র সম্পর্কে অবগত হ'তে পারলাম না এবং হাদীস-গ্রন্থসমূহে তার কোনো বর্ণনাকারীও খুঁজে পেলাম না। আর এভাবেই অন্যান্যরাও উক্ত বর্ণনাকে অস্বীকার করেছেন কিন্তু .... (আল্ মাওয়াহেবুদ দ্বীনীয়াহ্ ৫/৪৮২)।

তবে 'কিন্তু' বিশিষ্ট কথাটি অতিরিক্তাংশ এবং সুয়ূতির গ্রন্থ আল জামেউস্ স্বাগীরে উক্ত বর্ণনা আদৌ বিদ্যমান নয় বরং আব্দুর রউফ মানাবী (সূফী) তাকে, আল জামেউস্ স্বাগীরের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করে, বলেছেন — وَ لَم اَقِف لَهُ على أَصْلٍ.

অর্থাৎ ঃ আমি এর কোনও ভিত্তি খুঁজে পেলাম না (ফাইযুল ক্বাদীর শারহুল জামেইয়িস্ব স্বাগীর ৯১/৬৪৭৮)। মানাবির উল্লিখিত ব্যাখ্যার চারিত্রিক গুণাবলী বিশিষ্ট অংশটিকে হাসান ইবনু উবায়দ বা হুবায়শী (অজ্ঞাত ব্যক্তি) 'আশ্ শামায়েলুশ শারীফা' নামে, 'দারু ত্বায়েরিল ইলম' থেকে প্রকাশ করেছেন এবং এ বর্ণনা উক্ত বইয়ের ১/৯ সংখ্যা ৯ (আল্ মাক্তাবাতুশ শামিলাহ্)য় মানাবির জারাহ্ (খণ্ডন) সহ বিদ্যমান রয়েছে।

মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ আস্ স্বালেহী আশ্ শামী বলেন —

وَ لَا وُجُودَ لِذَلِكَ فِى كُتُبِ الْحَدِيْثِ أَلْبَتَّةَ.

অর্থ ঃ আর হাদীসের গ্রন্থসমূহে, উক্ত (বর্ণনা)-র কোনো অস্তিত্ব নেই (সুবুলুলহুদা অররাশাদা ফী সিয়ারি খায়রিল ইবাদ, ২/৭৯, আল্ মাক্তাবাতুশ শামিলাহ)।

সারকথা হল, উক্ত সূত্রবিহীন এবং ভিত্তিহীন বর্ণনাকে ত্বাহেরুল ক্বাদেরী রসূলুল্লাস্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর হাদীস বলে জনসম্মুখে পেশ করেছেন। আমাদের পক্ষ থেকে ত্বাহেরুল ক্বাদেরী এবং সমস্ত বিদআতপন্থীদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বীতার আহ্বান রইল যে, উক্ত বর্ণনার সংযুক্ত সূত্র পেশ করে, তার বিশুদ্ধতা প্রমাণ করুন। আর যদি তা করতে সক্ষম না হন তবে জেনে নিন যে, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি (ইচ্ছাপূর্বক) আমার নামে 'মিথ্যা হাদীস' বলবে সে আগুনে (জাহান্নামে) প্রবেশ করবে (সহীহ্ বুখারী হাঃ ১০৬, সহীহ্ মুসলিম হাঃ ১, দেখুন তাহ্ক্বীক, ইস্বলাহী আওর ইলমী মাক্বালা-ত ৩/২৬৮-২৬৯)।

(১০) নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর কবরের পাশে দরূদ পাঠ করা এবং নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর তা শ্রবণ ?

প্রশ্ন ঃ নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর বরকতময় কবরের পাশে পঠিত স্বলাত (দরূদ সমূহ) কি তিনি স্বয়ং শুনেন ?

উত্তর ঃ একটি বর্ণনায় আছে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

مَن صَلَّى عِندَ قَبرِى سَمِعتُه، وَ مَن صَلَّى عَلَىَّ نَائِيًا مِنهُ أُبلِغتُه.

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি আমার প্রতি আমার কবরের পাশে দরূদ পাঠ করে আমি তা শুনতে পাই আর যে আমার প্রতি দূর থেকে দরূদ পাঠ করে তা আমাকে পৌঁছে দেওয়া হয় (উক্বাইলী 'কিতাবুয্ যুয়াফা' ৪/১৩৬, ১৩৭, মুসান্নাফাতু আবী জা'ফার ইবনিল বুখতারী ঃ ৭৩৫, শুআ'বুল ঈমান লিল্ বাইহাক্বী ১৫৮৩, কিতাবুল মাউযুয়াত লিইবনিল জাউযী ১/৩০৩ হাঃ ৫৬২, আমা-লী ইবনে শামঊন বিলাফযিন আখার ঃ ২৫৫, তারীখু দিমাশক্ব লিইবনে আসাকির ৫৯/২২০)।

উক্বাইলী বলেন, لَا أَصلَ لَه مِن حَدِيثِ الأَعمَش

অর্থ ঃ আমাশের হাদীসে এর কোনও অস্তিত্ব নেই (৪/১৩৭)।

ইবনুল জাউযী বলেন, هذا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ অর্থ ঃ হাদীসটি সহীহ্ নয় (আল্ মাউযূয়াত ১/৩০৩)। এর বর্ণনাকারী হচ্ছে আবু আব্দির রহমান মুহাম্মাদ ইবনে মারুয়ান আস্ সুদ্দী যার ব্যাপারে ইবনু নুমায়র বলেন, كَذَّابٌ মহামিথ্যুক (উকাইলীর 'কিতাবুয যুয়াফা' ১/১৩৬ সূত্র হাসান, আল্ হাদীস ২৪/৫২)। ইমাম বুখারী এবং আবু হাতেম রাযী বলেন, তার হাদীস একেবারেই লিখা হয়না। অর্থাৎ লেখার যোগ্য নয় (আয্ যুয়াফা উস্ স্বাগীর ৩৫০, আল্ জারহু অত্তাদীল ৮/৮৬)।

ইবনু হিব্বান বলেন, এ ব্যক্তি আস্থাভাজন বর্ণনাকারীদের থেকে জাল হাদীসসমূহ বর্ণনা করত (আল্ মাজরূহীন ২/২৮৬, আল্ হাদীস ২৪/৫)।

বুঝা গেল যে, এ সূত্রটি জাল। হাফেয ইবনু ক্বয়্যেম, আবূশ শায়খ (আল্ আস্ববাহানী)-র দিকে সম্বোধিত গ্রন্থ 'আস্ স্বলাতু আলান্নাবী' থেকে তার দ্বিতীয় সূত্র প্রকাশ করেছেন (দেখুন জালাউল আফহাম ৫৪ পৃঃ)। উক্ত সূত্রে আব্দুর রহমান ইবনে আহমাদ আল্ আরাজ মাজহূলুলহাল (অজ্ঞাত অবস্থা) বর্ণনাকারী রয়েছে। ফলে সূত্রটি আবূ মুয়াবিয়া আয্যারীর পর্যন্তও প্রমাণিত নয়। সুলাইমান ইবনু মেহরান আল্ আ'মাশা প্রসিদ্ধ মুদাল্লিস বর্ণনাকারী ছিলেন। আর তাঁর 'আন' বিশিষ্ট বর্ণনা আবূ স্বালেহ থেকে হোক অথবা অন্য কারো থেকে, সহীহায়ন (সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম) ব্যতীত অন্যান্য স্থানে যঈফই হবে (দেখুন মাসিক আল্ হাদীস ৩৩/৩৮-৪৩)।

হাফেয যাহাবী রাহেমাহুল্লাহ্‌র, আবূ স্বালেহ প্রমুখ আ'মাশের বর্ণনাকে সংযুক্ত সূত্রের উপর নির্ভর করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত সঠিক নয়।

তাহক্বীকের সারকথা হল, উক্ত বর্ণনাটি উভয় সূত্রের সাথেই যঈফ অর্থাৎ খণ্ডনীয়। উপরন্তু দেখুন আলবানীর 'সিল্সিলাতুল আহাদীস আয্ যায়ীফাহ্ ২০৩)।

একটি বর্ণনায় আছে যে, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর কবরের পাশে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত আছেন যিনি তাঁর নিকট তাঁর উম্মাতের দরূদ পৌঁছে দিচ্ছেন (আলবানীর সিলসিলাতুল আহাদীস আস্ স্বহীহাহ্ ১৫৩০, সাখাবীর 'আদ্ দায়লিমী'র বরাতে)।

উক্ত বর্ণনাটি উভয় সূত্রসহ যঈফ এবং খণ্ডনীয়। প্রথম সূত্রে বাকর ইবনু খেদাশ মাজহূলুলহাল (অজ্ঞাত অবস্থা) এবং মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ্ ইবনে আল্ মারুয়াযী অজ্ঞাত পরিচয়। দ্বিতীয় সূত্রে নায়ীম ইবনু যামযাম অজ্ঞাত পরিচয় এবং ইমরান ইবনু হামীরী অজ্ঞাত পরিচয়। সুতরাং একে হাসান বলা সঠিক নয়।

সহীহ্ বর্ণনায় এসেছে যে, ফেরেশতাগণ যমীনে বিচরণ করেন এবং নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে তাঁর উম্মাতের পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছে দিচ্ছেন (সুনানুন নাসায়ী ৩/৪৩ হাঃ ১২৮৩, ফাযলুস্ স্বলাতে আলান্নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম লি ইসমাঈল ইবনে ইসহাক আল কাযী ১২ এবং এর সূত্র সহীহ্, এখানে সুফিয়ান আস্ সাউরী তাঁর শ্রবণের কথা স্পষ্ট করেছেন, আল হাদীস ৩৮, আরও দেখুন তাওযীহুল আহকাম ১/৮২-৮৩)।

কবিতা

কোথা সে মু'মিন

মোহাঃ নুরুল ইসলাম মিয়া

বলো সে মু'মিন, বলো কোথা পাই
সাদা মন যার, কোনো দাগ নাই।
ঈমানী আলোয় পূর্ণ হৃদয়
তাওহীদে যার নাহি সংশয়।

চলনে ঈমান, কর্মে ঈমান
ধরা মাঝে সে যে খাঁটি ইনসান।
লোভ-লালসার নয়কো শিকার
জ্যান্ত প্রতীক ত্যাগ মহিমার।

সুস্থ বিবেক, পাপে তার ভয়
চেহারায় ভাসে তার পরিচয়
প্রাণ কাঁদে যার ব্যথীর ব্যথায়
বলো সে মু'মিন, বলো কোথা পাই।

জানা-অজানা

সংকলনে - মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমান

১। প্রশ্ন : কে হেঁচকা টানে রসূলের গায়ের জামা ছিঁড়ে ফেলেছিল এবং মুখে থুতু নিক্ষেপ করেছিল?

উ:— আবু লাহাবের পুত্র উতাইবা বিন আবু লাহাব।

২। প্রশ্ন ঃ উতাইবা বিন আবু লাহাব কে?

উঃ— রসূলের জামাতা উম্মে কুলসুমের স্বামী।

৩। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) উতাইবা বিন আবু লাহাবের বিরুদ্ধে কী বদ্ দুআ করেছিলেন?

উঃ— হে আল্লাহ্! তুমি এর উপরে তোমার কোনো একটি কুকুরকে বিজয়ী করে দাও (হাকেম হাঃ ৩৯৮৪)।

৪। প্রশ্ন ঃ উক্ত বদ্ দুআ কীভাবে বাস্তবায়িত হয়?

উঃ— উতাইবা বিন আবু লাহাব সিরিয়ায় ব্যবসায়িক সফরে গেলে সেখানে 'যারক্বা' নামক স্থানে রাত্রি যাপন করে। এমন সময় হঠাৎ একটি বাঘ এসে সবার মধ্য থেকে তাকে ঘাড় মটকে হত্যা করে।

৫। প্রশ্ন ঃ উতাইবা মৃত্যুর আগে হঠাৎ করে বাঘ দেখে কী মন্তব্য করেছিল?

উঃ— হঠাৎ করে একটা বাঘকে চারিপাশে ঘুরতে দেখে ভয়ে বলে উঠে, আল্লাহ্‌র কসম! এ আমাকে খেয়ে ফেলবে। এভাবেই তো মুহাম্মাদ আমার বিরুদ্ধে বদ্ দুআ করেছিল। সে আমার হত্যাকারী। অথচ সে মক্কায় আর আমি শামে (তাফসীরে কুরতুবী সূরা নাজম আয়াত ১)।

৬। প্রশ্ন ঃ কে রসূলের মুখে পচা হাড্ডি চূর্ণ নিক্ষেপ করে এবং কেন?

উঃ— উবাই বিন খালাফ। একদা উবাই বিন খালাফ পচা হাড্ডি চূর্ণ করে রসূলের কাছে গিয়ে বলল, হে মুহাম্মাদ তুমি কি ধারণা কর যে, একটা মানুষ মরে পচে গলে যাওয়ার পর পুনরায় জীবিত হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন সে তার হাতে রাখা পচা হাড়ের গুড়া রসূলের মুখের উপর ছুঁড়ে মারে (ইবনু হিশাম ১/৩৬১-৬২)।

৭। প্রশ্ন ঃ উক্ত ঘটনা প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ কী বলেন?

উঃ— 'মানুষ আমাদের সম্পর্কে নানা উপমা দেয়। অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়। সে বলে, হাড়গুলিতে কে প্রাণ সঞ্চার করবে যখন ওটা পচে-গলে যাবে? বলে দাও, ওগুলিকে জীবিত করবেন তিনি যিনি প্রথম বার সেগুলিকে সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি সকল বিষয়ে সুবিজ্ঞ (৩৬:৭৮-৭৯)। এছাড়া সূরা মারিয়ামের ৬৬-৬৭ নম্বর আয়াত ও সূরা কাফের ৩ নম্বর আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে।

৮। প্রশ্ন ঃ কোন্ কুরায়েশ নেতা রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সামনে মিথ্যা শপথ করত এবং পরে লোকদের কাছে গিয়ে চোগলখুরী করত?

উঃ— কেউ বলেছেন, আখনাস বিন শারীক্ব সাক্বাফী, কেউ বলেছেন, অলীদ বিন মুগীরাহ্ মাখযুমী। তবে শেষোক্ত নামটিই অধিক প্রসিদ্ধ।

৯। প্রশ্ন ঃ মহান আল্লাহ্ তাআলা উক্ত ব্যক্তির কী কী বদ্ স্বভাবের কথা উল্লেখ করেছেন?

উঃ— 'তুমি কথা শুনবে না ঐ ব্যক্তির, যে অধিক শপথকারী ও হীন স্বভাব বিশিষ্ট।' 'যে সম্মুখে নিন্দা করে এবং একের কথা অন্যকে লাগিয়ে চোগলখুরী করে।' 'সে ভাল কাজে অধিক বাধাদানকারী, সীমালংঘনকারী ও পাপিষ্ঠ। রুক্ষ্ম স্বভাবী এবং এরপরেও সে একজন জারজ সন্তান' (সূরা ক্বালাম ১০-১৩)।

১০। প্রশ্ন ঃ উক্ত ব্যক্তির এই বাড়াবাড়ির কারণ কী ছিল?

উঃ— অতুল বিত্ত-বৈভবের অহংকার। যেমন আল্লাহ্ বলেন, 'আর এটা এ কারণে যে, সে ছিল বহু মাল-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মালিক। যখন তার সম্মুখে আমাদের আয়াত সমূহ পাঠ করা হয় তখন সে বলে, এসব পুরাকালের কাহিনী। সত্বর আমরা তার নাসিকা দাগিয়ে দেব' (সূরা ক্বালাম ১৪-১৬)।

১১। প্রশ্ন ঃ হাতি বা শুকুরের শুঁড়কে 'খুরতুম' বলা হয়। কিন্তু ঐ ব্যক্তির সম্পর্কে এই বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে কেন?

উঃ— তার হীনতা ও নিকৃষ্টতা প্রকাশ করার জন্য, কিয়ামতের দিন তার নাকে খৎ দিয়ে নাসিকা দাগিয়ে চিহ্নিত করা হবে এজন্য যে, অন্যের সামনে তার লাঞ্ছনা যেন পরিস্কার ভাবে ফুটে উঠে।

১২। প্রশ্ন ঃ কোন ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সামনে কুরআন শোনার পর তাঁকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে গর্বের সাথে বুক ফুলিয়ে চলে যেত?

উঃ— আবু জাহাল।

এরপর ৪৫ পাতায়

সওয়াল জওয়াব

সম্পাদনা পরিষদ

১। প্রশ্ন ঃ আল্ কুরআন ও হাদীস দুটোই যদি আল্লাহ্র বাণী হয়, তাহলে পরাগ মিলন সংক্রান্ত পরামর্শ যা রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) দিয়েছিলেন তা কি আল্লাহ্র নির্দেশে ছিল না? — আব্দুল মুমিন।

উত্তর ঃ আসুন প্রথমে সম্পূর্ণ হাদীসটি পড়ে নিই —

রাফি ইবনু খাদীজ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আল্লাহ্র নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) যখন মাদীনা আগমন করলেন তখন (মাদানীবাসী) খেজুর গাছের পরাগ বিনিময় করছিলেন (খেজুরের পুরুষ ফুলের রেণু দ্বারা স্ত্রী ফুলের গর্ভ সঞ্চার ঘটানোকে আরবী ভাষায় 'তাবীরুন নাখ্ল' বা 'তাল্কীহুন নাখ্ল' বলা হয়)। (তা প্রত্যক্ষ করে) তিনি বললেন, 'তোমরা কী করছ?' তারা বলেন, আমরা (খেজুর চাষের ক্ষেত্রে) এটা বরাবর করি। তিনি বলেন, 'মনে হয় তোমরা এটা না করলেই ভাল।' একথা শুনে তাঁরা তা ত্যাগ করে দিলেন। তারপর ফলন কমে গেল। বিষয়টি তাঁরা রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে জানালেন। তিনি বললেন, 'বস্তুত আমি একজন মানুষ, তোমাদেরকে যখন আমি তোমাদের দ্বীনের বিষয়ে কিছু বলব, তখন তোমরা সেটাকে গ্রহণ করবে। আর যখন আমি তোমাদেরকে আমার মত বলব তখন আমি একজন মানুষ (হিসাবেই বলব) (হাদীস সহীহ্ মুসলিম, অধ্যায়ের নাম হচ্ছে — باب وجون متثال ما قاله شرعا دون

ما ذكره ﷺ من معايش الدنيا على سبيل الرائ.

অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) শরীআত হিসাবে যা বলেছেন তা মেনে চলা ওয়াজিব। আর তিনি যা পার্থিব কাজকর্ম সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিমত হিসাবে বলেছেন তা মেনে নেওয়া ওয়াজিব নয় (সহীহ্ মুসলিম ২৩৬২)। ২৩৬১ নং হাদীসের ভাষা আরও স্পষ্ট। তিনি বলেছেন, 'আমি একটা ধারণা করেছিলাম। এর জন্য আমাকে ধরাধরি কোরোনা। কিন্তু যখন আমি আল্লাহ্র পক্ষ হতে কিছু বলব, তখন সেটা গ্রহণ করবে। কেননা আমি আল্লাহ্র নাম নিয়ে কখনও কোনো মিথ্যা বলতে পারব না (প্রাগুক্ত)। অন্য বর্ণনায় এসেছে পার্থিব বিষয়ে তোমরা আমার চাইতে বেশি জ্ঞান রাখো (প্রাগুক্ত ২৩৬৩)।

আশাকরি স্পষ্ট হয়েছে যে, পারিভাষিক দিক দিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সমস্ত কথা, কর্ম ও মৌন সম্মতি হাদীসরূপে আখ্যায়িত হলেও, তাঁর মানুষ হিসাবে যে বিচ্যুতিগুলি ঘটেছে তা উম্মাতের জন্য অনুকরণীয় নয়। যেমন বিবিদের সন্তুষ্ট করতে গিয়ে মধুকে হারাম ঘোষণা করা (সূরাতুত্ তাহ্রীম-১)। চার রাকাআত বিশিষ্ট স্বলাতে দু' রাআকাতে সালাম ফিরিয়ে দেওয়া। পরবর্তী সাহাবী যুল ইয়াদায়েন অভিযোগ করলে একথা বলা যে, 'স্বলাত কমানো হয়নি, আর আমি ভুলও করিনি' (সহীহুল বুখারী ১২২৮, সহীহ্ মুসলিম ৫৭৩, সুনানু আবী দাউদ ১০০৮)। যেমন বদর যুদ্ধের তাঁবু স্থাপন এবং পরে জনৈক সাহাবীর পরামর্শে স্থান পরিবর্তন ইত্যাদি। এসব কিছু মানুষ হিসাবে আল্লাহ্র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সিদ্ধান্তে বিচ্যুতি। কিন্তু তিনি যখন রসূল হিসাবে শরীআতের কিছু বলেন তখন তিনি তা আল্লাহ্র প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নির্দেশেই বলেন। আল্লাহ্ বলেন, ''তিনি (মুহাম্মাদ) স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী কিছু বলেন না। সেটা তো 'অহী' (যা তাঁর প্রতি) প্রেরণ করা হয়। যা তাঁকে শেখান সুদৃঢ় এবং শক্তিশালী (ব্যক্তি জিবরীল) (সূরাতুন্ নাজম ৩-৫)। আল্লাহ্র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর মানবীয় ভুলগুলি এজন্যই (মনে হয়) আল্লাহ্ মাঝে মধ্যে ঘটিয়েছেন যাতে কোরে মানুষ তাঁকে স্রষ্টার আসনে আসীন না করে। আশাকরি প্রশ্নকর্তা বুঝতে পেরেছেন।

২। প্রশ্ন ঃ (ক) কোনো ইমাম যদি তামাকজাত দ্রব্য, গুল, জর্দা, খৈনী, বিড়ি, সিগারেট, গুটখা ইত্যাদি ব্যবহার করে তাহলে তার পেছনে স্বলাত আদায় করার বিধান কী? এমন লোককে ইমাম বানানো যেতে পারে কি?

(খ) ইমাম যদি অতীতে স্বেচ্ছায় অথবা ঘটনাচক্রে কোনো কাবীরাহ্ গুনাহ করে থাকেন অতঃপর তিনি ভুল বুঝে তাওবা করে নিয়েছেন, এমন ইমামের পেছনে স্বলাত আদায় করার বিধান কী? এমন ব্যক্তিদের কি তাওবাহ্ কবুল হবে?

(গ) দাড়ির বিধান কী? দাড়ি ছাঁটা ইমামের পেছনে মুক্তাদির স্বলাতের বিধান জানিয়ে বাধিত করবেন। — সেখ সানাউল্লাহ্

উত্তর ঃ তামাকজাত দ্রব্যের শরীআতী বিধান নিয়ে আলিমগণ ভিন্ন ভিন্ন মতপোষণ করেছেন। তাঁদের এই মত পার্থক্য বস্তুটির মাদকতা ও ক্ষতিকর দিকগুলিকে সামনে রেখেই হয়েছে। বস্তুটি যে চরম ক্ষতিকর এ বিষয়ে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আসার পর কারোরই দ্বিমত নেই। যাঁরা বলেছেন, এটা মাদক দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাদের দলীল হল এতে স্মৃতিশক্তি লোপ পায় না। সুতরাং সেটিকে চূড়ান্ত হারাম না বলে 'মাকরূহ' ঘৃণীত 'তান্‌যীহী' বেচে চলা বাঞ্ছনীয় বলতে হবে। যারা তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার করেন, তাঁদের নিকট এমন আলিমদের ফাত্ওয়া ভাল লাগাটাই স্বাভাবিক।

যাঁরা হারামের পক্ষে, তাঁদের সাথে আমরাও যুক্ত তাদের দলীল হল —

(ক) এতে মাদকাসক্তি আছে। তামাক ব্যবহারে অভ্যস্ত নয় এমন ব্যক্তিকে বেশিমাত্রায় সেবন করালে তার অজ্ঞান হওয়াটা আমাদের পরীক্ষিত। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''যার বেশি মাত্রা অজ্ঞানতা আনে, তার অল্প মাত্রাও হারাম'' (সুনানুবনু মাজাহ্, ৩৩৯২, সুনানুত্তিরমিযী ১৮৬৫, সুনানু আবূ দাউদ ৩৬৮১, সুনাননু নাসাঈ ৫৬০৭)।

(খ) স্বাস্থের জন্য চরম ক্ষতিকর। দূরারোগ্য ব্যাধী ক্যানসারের কারণ। স্ত্রী, সন্তান সহ পার্শ্বস্থ ব্যক্তির জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, 'নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া বা অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করা ইসলাম বহির্ভূত' (সহীহ্ জামি স্বাগীর ৭৫১৭, সুনানুবনু মাজাহ্ ২৩৪০)।

(গ) অপচয় ইসলামে হারাম (সূরাতুল ইসরা ২৬-২৭)। তামাকজাত দ্রব্যসমূহ এমন যা স্বাস্থ্যের উপকারী নয় এবং তা ক্ষুধাও নিবারণ করেনা। যা জাহান্নামীদের খোরাকের বিশেষত্ব (সূরাতুল গা-শিয়াহ্ ৬-৭)।

এমন ব্যক্তিকে ইমাম বানানো অনুচিৎ। কেননা যারা পেছনে থাকেন তাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিবর্গও থাকেন যারা আন্তরিকভাবে তামাকের ব্যবহার ও তাতে অভ্যস্ত ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন। যা একটি স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। সুতরাং বাহ্যিক ত্রুটিমুক্ত ব্যক্তিকেই ইমাম নির্বাচন করা উচিৎ। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এমন ইমামের স্বলাত যার উপরে মুক্তাদীগণ (শরীআতী ও তার আচরণগত কারণে অসন্তুষ্ট), তার কানের উপরে ওঠেনা বলে মন্তব্য করেছেন (তিরমিযী, মিশকাত ১১২২) অর্থাৎ তার স্বলাত আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছায় না। কোনো ইমামের আভ্যন্তরীন ত্রুটির জন্য মুক্তাদীগণ দায়ী নয়।

যদি অধিকাংশ মুক্তাদীগণ তামাক সেবনকারী ইমামকেই নির্বাচন করেন, তাহলে ভাল মানুষদের উচিৎ ঝামেলাতে না জড়ানো। এমন ইমামের পেছনে তাদের স্বলাত সহীহ্ হয়ে যাবে। কেননা তারা দুর্বল। মনে যদি একেবারে অরুচি হয় তাহলে একাই পড়ে নিবে। উল্লেখ্য যে ''প্রত্যেক ভাল ও মন্দের পেছনে স্বলাত আদায় করো'' মর্মে বর্ণিত হাদীস সহীহ্ নয় (দ্রষ্টব্য যয়ীফুল জামি ৩৪৭৮, ইরওয়াউল গলীল ৫২৭)। এ রকম ইমামকে জনগণের পছন্দ করার কারণ হল তাদের অধিকাংশ এ অভ্যাসে বা এর থেকেও বড়ো অপকর্মে জড়িত। আল্লাহ্ আমাদের রক্ষা করুন।

(খ) ইমাম হোক অথবা মুক্তাদী মু'মিন ব্যক্তির যে কেউ তার কৃত অপরাধ হতে তাওবা করলে সে একেবারে নিষ্পাপ হয়ে যায়। তাওবাহ্ অবশ্য এই মর্মে হতে হবে যে সে আর এমন কাজ করবে না। তাওবাহ গৃহীত হওয়ার লক্ষণ হল যে সে সর্বদা অনুশোচনাগ্রস্ত ও পূর্বের জীবন হতে পরের জীবন পরিশীলিত। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি পাপ হতে তাওবাহ্ করল সে যেন অপরাধই করেনি' (হাদীস হাসান, সুনানুবনু মাজাহ্ ৪২৫০)।

মহান আল্লাহ্ বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ সমস্ত গুনাহ্‌কে ক্ষমা করবেন' (সূরাহ্ যুমার ৫৩)। এতে ছোট বড়ো সর্বপ্রকারের অপরাধ যুক্ত আছে। 'আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করবে না' এমন কথা বলার জন্য আল্লাহ্ অপরাধীকে ক্ষমা করে জান্নাত দান করেন ও ক্ষমা করবেনা বলে কঠোরতা আরোপকারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেন (সুনানু আবূ দাউদ ৪৯০১, বাবুন নাহ্‌য়ি আলাল বাগ্‌য়ি)।

সুতরাং আল্লাহ্‌র নিকট অপরাধ স্বীকার করে তাওবার মাধ্যমে ক্ষমা চেয়ে নিলে তার ইমাম হতে এবং তার পেছনে স্বলাত আদায় করাতে কোনো অসুবিধা নেই।

(গ) দাড়ী মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী এক বিশেষ প্রতীক। সমস্ত প্রাণীর ক্ষেত্রে নর ও নারীর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী বেশ কিছু বিশেষত্ব আছে। মানুষের মধ্যে দাড়ী হচ্ছে অন্যতম। সর্বকালে পুরুষদের দাড়ী অক্ষতই ছিল। আধুনিকতার আগমনে ও পাশ্চাত্যের তথাকথিত (নব) সভ্যতার অনুপ্রবেশে দুর্বল মুসলিমরাও আক্রান্ত। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, 'মুশরিকদের বিরুদ্ধাচরণ কর, দাড়ীকে বর্দ্ধিত কর এবং গোঁফকে একদম ছোট করে রাখো' (সহীহুল বুখারী ৫৮৯২, সহীহ্ মুসলিম ২৫৯)।

আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার ও অন্যান্য সাহাবীদের হতে এক মুষ্ঠি ভর রেখে কেটে ফেলার যে বর্ণনা এসেছে তা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর বাচনিক (কাওলী) হাদীসের মুকাবালাতে অন্য কোনো ব্যক্তির আমলের দাম

মুহাদ্দিসীনের নিকট নেই। সুতরাং দাড়ীকে তার প্রাকৃতিক অবস্থাতে ছেড়ে দেওয়াটাই সহীহ্ সুন্নাহ্র নিকটবর্তী। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর ইত্তিবা বা অনুসরণ আমাদের জন্য ফরয করা হয়েছে। তিনি দ্বীনের বিষয়ে নিজের পক্ষ হতে কিছু বলতেন না। আল্লাহ্ তাঁকে ঘোষণা করতে বলেছেন, তুমি বল, 'আমি শুধু তাই মেনে চলি যার অহী আমার নিকট আসে' (সূরাতুল আহকাফ ৯)। রসূলুল্লাহ্র অনেক দাড়ী ছিল (সহীহ্ মুসলিম ২৩৪৪, মুসনাদু আহ্মাদ ৬৮৪, সহীহ্ ইবনু হিব্বান ৬৩১১)।

অতএব যাঁরা দাড়ী কাটছেন তাঁরা সুন্নাতে রসূলের বিরোধিতা করছেন ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করছেন।

অন্ততঃ ইবনু উমার ও অন্যান্য সাহাবীদের ন্যায় যারা দাড়ী না রাখবে বা কমপক্ষে ৩-৪ ইঞ্চি হবে না তারা রসূল ও সাহাবীদের সুন্নাহ্ বিরোধী ও বিজাতীয় সাদৃশ্যের অনুসারী। এমন লোকেদেরকে ইমাম বানানোর আগে ভেবে দেখা উচিৎ তাঁরা কাকে ইমাম বানাচ্ছেন। যদি সুন্নাহ্পন্থীগণ দুর্বল হোন তাহলে মৌখিক উপদেশ দেওয়া ব্যতীত ঝামেলায় জড়াবেন না। ইনশাআল্লাহ্ পেছনে স্বলাত হয়ে যাবে। মনে রাখতে হবে ইমাম বানানো এবং স্বলাত হয়ে যাওয়া ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। তবে ইমাম যদি স্পষ্ট দলীলের ভিত্তিতে মুশরিক বা এমন বিদআতী হয় যা ব্যক্তিকে কাফির বানিয়ে দেয় তাহলে তার পেছনে স্বলাত আদায় করা যাবেনা।

৩। প্রশ্ন ঃ স্বলাতের জন্য তৈরি চাঁদ-তারা খচিত মাদুরে বা প্রচলিত জায়নামাযে স্বলাত আদায় করা যাবে কিনা, দলীল সহ জানাবেন।

উত্তর ঃ আয়েশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-র একটি (নক্সাদার) চাদর ছিল, যা দিয়ে তিনি বাড়ির একটি দিক আড় করে রেখেছিলেন। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাঁকে বললেন, ''তোমার চাদরটিকে আমার সম্মুখ হতে হটিয়ে দাও। কেননা তার ছবিগুলি বারবার আমার স্বলাতে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে (সহীহুল বুখারী, নক্সাদার বস্তুর উপর স্বলাত আদায় করা মাক্রূহ্ হওয়ার অধ্যায়, ৫৯৫৯)। বস্তুত ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ্)র নিকট মাকরূহ এবং হারাম সমার্থক।

উক্ত হাদীসকে সামনে রেখে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এমন জায়নামাযে স্বলাত আদায় করাটা নাজায়েয। তবে কেউ স্বলাত আদায় করে নিলে তার স্বলাত হয়ে যাবে। কেননা রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) চাদর অপসারণের পূর্বের স্বলাত ঘুরিয়ে পড়েননি। ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ্র ফাতওয়াত হল অনুরূপ (দ্রষ্টব্য ঃ ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ্ ১ম খণ্ড, ২৭৮ পৃঃ, বিষয় : নক্সাকৃত মুসাল্লাহ্র উপর স্বলাত আদায়)।

বাকী থাকল আল্লাহ্র বাণী —

তোমরা চন্দ্র সূর্যকে সাজদাহ্ করিও না, বরং তাকেই সাজদাহ্ করো যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা তারই উপাসনা করতে চাও (সূরা ফুস্সিলাত, হা-মীম সাজদাহ্ ৩৭)। চন্দ্র, সূর্যের ছবি সম্বলিত জায়নামাযে এই আয়াতের ভিত্তিতে নাজায়েয নয়। এটি তো বাস্তবে যারা আকাশে অবস্থিত বাস্তব চাঁদ-সূর্যের পূজা করে তাদের জন্য নিষেধাজ্ঞা। তবে যেহেতু বিনা নিয়াত ও অনিচ্ছাতেও তাদের উপরে সাজদাহ্ হচ্ছে, সেজন্য সতর্কতা অবলম্বন অবশ্যই বাঞ্ছনীয়।

শাইখ আবুল কাশিম গঙ্গাপ্রসাদী, জঙ্গীপুরী উক্ত আয়াতকে সামনে রেখে প্রচুর বক্তব্য রেখে দুনিয়া হতে বিদায় নিয়েছেন (রহিমাহুল্লা-হু তাআ-লা ওয়া আস্কানাহু ফাসীহা জিনাহিনী)।

বিঃ দ্রঃ- মাসজিদ কমিটিকে সতর্ক হতে হবে। সাধারণত নক্সাবিহীন জায়নামায কিনতে হবে। মাসজিদের সামনে কোনো কিছু লিখা বা লটকানো যাবেনা। বিদ্আতীদের ও শয়তানের চক্রান্ত হতে নিজেদেরকে দূরে রাখতে হবে (আল্লা-হু আ'লামু)।

৪। প্রশ্ন ঃ স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবেন। — উম্মি সাজিদা, কান্দি, মুর্শিদাবাদ

উত্তর ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন, ''তাঁকে চেনার অন্যতম নিদর্শন এই যে তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তার সাথে শান্তিতে বসবাস করতে পার। তিনি তোমাদের মধ্যে প্রেম ও করুণা ভরে দিয়েছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য অনেক কিছুর নিদর্শন আছে (সূরাতুর্ রুম ২১)।

সুতরাং পরস্পরের প্রতি ভালবাসা নিবেদন ও পরস্পরের প্রয়োজন ও বেদনা এবং দুঃখে দয়া-মায়া প্রদর্শন হচ্ছে স্বামী ও স্ত্রীর একে অপরের উপর অন্যতম অধিকার। শান্তি বিঘ্নিত হবে এমন কোনো আচরণ কোনো পক্ষের জন্য জায়েয নয়। কেউ ব্যথা দিবে আর অন্য পক্ষ সহ্য করবে এমন কথা শরীআতে বলা হয়নি। কোনো পক্ষের ভুল হলে অপর পক্ষ ক্ষমা করবে, এটাই মহান নাবীর আদর্শ। প্রত্যেক স্বামীর উচিৎ নিজের স্ত্রীর নিকট স্বামী হিসাবে আল্লাহ্র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে অনুসরণ করা। পুরুষদের তুলনায় নারীগণ যদি বুদ্ধি ও শক্তিতে

দুর্বল আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে না হত তাহলে কোটিপতি পিতার বাড়ি থেকে এসে অভাবী স্বামীর বশ্যতা স্বীকার করত না।

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, 'নিশ্চয় মেয়েদেরকে বক্র হাড় হতে সৃষ্টি করা হয়েছে, পূর্ণরূপে সে কোনো দিনই সোজা হবে না (অর্থাৎ তার দুর্বলতা বিভিন্ন বিষয়ে থাকবেই)। তুমি যদি তার হতে উপকৃত হতে চাও তাহলে ওই অবস্থাতেই উপকৃত হও। আর যদি তুমি সম্পূর্ণ সোজা করতে চাও তাহলে ভেঙে ফেলবে। আর ভাঙ্গাটা হচ্ছে 'তালাক' (বা বিচ্ছিন্নতা)' (সহীহ্ মুসলিম, মিশকাত ৩২৩৯)। মহান আল্লাহ্ বলেন, 'মেয়েদের সাথে ভাল ব্যবহার সহ জীবনযাপন করো। অবশ্য যদি তোমরা তাদের ঘৃণা করো, তবে হতে পারে তোমরা কোনো বিষয় অপছন্দ করছো, আর তাতে আল্লাহ্ প্রভূত কল্যাণ দান করবেন (সূরাতুন নিসা ১৯)। হয়তো সুসন্তান দান করবেন, কিংবা ধৈর্যের কারণে অন্যদিকে বরকত দান করবেন। পরকালের বিনিময় তো আছেই। আর ঠিক এই কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে সেই ভাল যে নিজের স্ত্রীর কাছে ভাল, আর আমি আমার স্ত্রী-পরিবারের নিকট ভালো।'

তিনি বলেন, নিশ্চয় তোমাদের কিছু অধিকার তোমাদের স্ত্রীদের নিকট আছে, সেটা হল তারা যেন তোমার বিছানাতে অন্য পুরুষদের আসতে না দেয় এবং তোমাদের অপছন্দনীয় ব্যক্তিদের (শরীআতের দৃষ্টিতে যাদের প্রবেশাধিকার নেই) বাড়িতে প্রবেশ করতে না দেয়। তাদের অধিকার হল, তাদের পোষাক ও পানাহারের বিষয়ে তোমরা উত্তম ব্যবহার করবে (সুনানুত্তিরমিযী ১১৬৩)।

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, তিনি পরিবারের কাজে সহযোগিতা করতেন। যখন স্বলাতের সময় হত, তখন চলে যেতেন (সহীহুল বুখারী ৬৭৬)। তিনি আরও বলেন, তিনি একজন ভালো মানুষ ছিলেন, নিজের কাপড় পরিস্কার করতেন, নিজের ছাগল দহন করতেন এবং নিজের (অন্যান্য) কাজ করতেন (আহমাদ, সিলসিলাহ্ সহীহাহ্ ৬৭০, আদাবুয্ যিফাফ লিল আলবানী ২৯১ পৃষ্ঠা)।

স্বামীকে আল্লাহ্ দায়িত্বশীল বানিয়েছেন, সেহেতু স্বামী দুঃখ পাবেন এমন কথা কোনো স্ত্রীর বলা উচিৎ নয়। স্বামী বিশেষ প্রয়োজনে স্ত্রীকে আহ্বান জানালে বিনা কোনো বাহানাতে ততক্ষণাৎ উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ রসূল দিয়েছেন। তাতে যদি রান্নারত কোনো কিছু পুড়েও যায় (তিরমিযী ১১৬০)। স্বামীর বিনা অনুমতিতে নফল ইবাদাত স্ত্রী করতে পারবে না (সুনানু আবী দাউদ ২৪৫৯)। এছাড়া অনেক কিছু জানতে শাইখ আব্দুল হামীদ মাদানী রচিত 'আদর্শ পরিবার' এবং 'বিবাহ ও দাম্পত্য' নামক বই দুটি পড়ার অনুরোধ রইল।

৫। প্রশ্ন ঃ মহিলারা ঈদের স্বলাত মাসজিদে মহিলা ইমামের পেছনে পড়তে পারে কি?

উত্তর ঃ না, এ বিষয়ে শরীআতে কোনো প্রমাণ নেই। উম্মু আতিয়্যাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যেন আমরা নিজে বের হই এবং ঋতুবতী মহিলা ও পর্দায় থাকা মহিলাদের বের করি। ঋতুবতী মহিলাগণ জামাআতে ও খুত্বা এবং দুআতে উপস্থিত থাকবেন কিন্তু তাঁরা স্বলাতের সময় দূরে থাকবেন (সহীহুল বুখারী ৯৮১)।

মহিলাগণ পৃথকভাবে মহিলা ইমামের নেতৃত্বে ঈদের স্বলাত পড়বেন, এই মর্মে কোনো দলীল নেই। যতদিন না মাঠে পুরুষদের জামাআতে ব্যবস্থাপনার অভাবে সম্ভব না হচ্ছে ততদিন একাই দু রাকাআত করে পড়ে নিবেন। যেমন অন্যান্য ফরয স্বলাতের ক্ষেত্রে করে থাকেন।

৬। প্রশ্ন ঃ বিস্‌মিল্লাহ্‌র পরিবর্তে ৭৮৬ লিখা যাবে কি? — আনারুল ইসলাম

উত্তর ঃ যদি ৭৮৬ বলে পশু যবেহ ও খাবার খাওয়া আরম্ভ করতে পারেন তাহলে পরবর্তী উত্তরের কথা ভাবা যাবে। স্বলাতের অযুটাও ৭৮৬ বলে শুরু করবেন।

এটা আল্ কুরআনকে বিকৃত করার জন্য ইহুদী ও দুনিয়াদার আলিমদের চক্রান্ত। আল্লাহ্ আমাদের হিফাযত করুন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

যে সমস্ত লেখক / লেখিকাগণ 'সরল পথ' পত্রিকায় লেখা পাঠাতে চান তাঁরা এই ই-মেল sfprintersbld@gmail.com এ লেখা পাঠিয়ে এই 9434531957 নম্বরে অবশ্যই ফোন করে জানাবেন।

সংগঠন সংবাদ

বিগত ১৫.১০.২০১৭ রোজ রবিবার উমরপুর হাটতলা জামে মসজিদের দোতলায় জমঈয়তের আহ্‌লে হাদীস, মুর্শিদাবাদের পক্ষ হতে একটি মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় জেলার আমীর আব্দুল্লাহ্ সালাফী সাহেব তাঁর দারসে কুরআনে সূরাহ্ ত্বহার ৩৮ থেকে ৪৭ নং আয়াতগুলোর বিশ্লেষণে বলেন, আল্লাহ্ তাআলা নাবী মুসা ও হারূন (আলাইহিমাস্ সালাম) কে আল্লাহ্‌দ্রোহী ও দুশমন ফিরআউনের নিকট হিদায়াতের জন্য পাঠিয়েছিলেন। যে ফিরআউন সমস্ত পুত্র সন্তান হত্যা করার নির্দেশিকা জারী করেছিল, তার গৃহেই নাবী মুসা (আলাইহিস্ সালাম) লালিত পালিত হয়েছিলেন এবং সেই মুসা (আলাইহিস্ সালাম) এর জন্মের পরমুহূর্তেই আল্লাহ্ তাআলা তার মাকে বললেন যে, তাকে সিন্দুকের মধ্যে রেখে নীল দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও। দেখ ওকে আমার শত্রু ও তার শত্রু তীরে তুলে নেবে এবং সেটাই হলো শুধু তাই নয় শিশু মুসার দুগ্ধ পানের ব্যবস্থাও তাঁর নিজের মাতৃত্বের ক্রোড়েই সুসম্পন্ন করিয়েছিলেন। তারপর আল্লাহ্‌র প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হয়ে দাওয়াতের জন্য আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে ফিরআউনের কাছে পাঠালেন এবং বললেন, ''তুমি ও তোমার ভাই আমার নিদর্শনসহ যাত্রা কর এবং দাওয়াতী কাজে শৈথিল্য প্রদর্শন করো না। কেননা সে তোমার প্রভুর সীমালংঘন করেছে। হে মুসা তুমি তাকে দাওয়াত দেবে ও তোমরা তার সাথে নম্র ভাষায় কথা বলবে। হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে। কিন্তু ভ্রাতৃদ্বয় ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে তাদের ভীতির কথা জানালে আল্লাহ্ তাদের সম্পূর্ণ নির্ভীকভাবে তাদের দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশ দিয়ে বললেন যে, ফিরআউনের নিকট গিয়ে তোমরা বলো যে, তোমার প্রতিপালকের হতে নিদর্শনসহ আমরা এসেছি এবং সালাম বা শান্তি তাদের প্রতি যারা সৎ পথের অনুসরণ করে। অতএব মুসা ও হারুন ভ্রাতৃদ্বয় যেমন ভয়ডরহীন হয়ে দাওয়াতী কার্যক্রমে আত্মনিয়োগ করেছিলেন আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশক্রমে ঠিক তেমনিভাবে আমরাও সকলেই নিংশঙ্কচিত্তে দাওয়াতী কার্যক্রমে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবো। রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) যেমন শত অত্যাচার ও বাধা বিপত্তি অগ্রাহ্য করে দাওয়াতী কাজে শৈথিল্য প্রদর্শন করেন নি আমাদেরও তাই উক্ত কাজে কোনো রকম শিথিলতা দেখানো যাবে না। কেননা দাওয়াতী কাজে আত্ম নিয়োগ করাই সফলতা লাভের একমাত্র পূর্বশত। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের অনেক কর্মী ভাইয়েরা অলসতা পূর্বক ফজরের স্বলাতে জামাআতে হাজির হতে পারেন না। যা অতি ভয়ংকর। অতএব কোনো শিথিলতা নয়, কোনো অলসতা নয়, সার্বিকভাবে দাওয়াতী কর্মে সক্রিয়তা প্রদর্শন করি বিনয়ের সাথে। সফলতা আসবে ইন্‌শাআল্লাহ্। আসুন আমরা দুআ করি আল্লাহ্ যেন আমাদের দাওয়াতী কর্মে সক্রিয়তা প্রদর্শনের তাওফীক দান করেন ও সমস্ত ফেত্‌না থেকে সুরক্ষা দান করেন।

গৃহীত সিদ্ধান্ত ঃ লালগোলা ব্লকে নতুন ভাবে এখন আর কোনো বিকল্প নতুন ব্লক কমিটি গঠন করার প্রয়োজন নেই। জেলা বর্তমান কমিটির নতুন ভাবে গঠিত হওয়ার পর নতুন কমিটি গঠিত হবে। পদত্যাগী দায়িত্বশীলগণ ততদিন পর্যন্ত তাঁদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে যাবেন।

আর কোনো আলোচনা না থাকায় দুআ পাঠের মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত সভার সমাপ্তি ঘটে। ইতি —

জেলা সম্পাদক

---

৪১ পাতার পর

১৩। প্রশ্ন ঃ আবু জাহলের অনুরূপ আচরণের কারণ কী?

উঃ— লোকেদের একথা বুঝানো যে, আমার মত আরবের সেরা জ্ঞানী ব্যক্তির নিকটেই যখন কুরআনের কোনো মূল্য নেই তখন তোমরা কেন এ পিছনে ছুটবে?

১৪। প্রশ্ন ঃ আবু জাহলের উক্ত আচরণ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ কী বলেন?

উঃ — সে বিশ্বাস করেনি এবং স্বলাত আদায় করেনি। পরন্তু সে মিথ্যারোপ করেছে ও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে। অতঃপর সে দম্ভভরে নিজ পরিবারের কাছে ফিরে গিয়েছে (৭৫:৩১-৩৩)।

১৫। প্রশ্ন ঃ একদা রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আবু জাহলকে লক্ষ্য করে কোন্ আয়াত পাঠ করেন?

উঃ— তোমার দুর্ভোগের উপরে দুর্ভোগ। অতঃপর তোমার দুর্ভোগের উপরে দুর্ভোগ (৭৫-৩৪-৩৫)।

১৬। প্রশ্ন ঃ কাবাগৃহে প্রকাশ্যে স্বলাত আদায় করলে রসূল (সঃ) কে আবু জাহল কী বলেছিল?

উঃ— আবু জাহল ধমকের সুরে বলেছিল, 'হে মুহাম্মাদ! আমি কি তোমাকে এসব থেকে নিষেধ করিনি।'

বহরমপুর কেন্দ্রিক স্থায়ী সময় সারণী (১৬ই নভেঃ-১৫ই ডিসেঃ)

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	যুহুর	আসর	মাগরিব	এশা
১৬ নভেঃ	৪: ৩৫	৫:৫২	১১:২২	২:২৯	৪:৫১	৬:০৯
১৭	৪:৩৬	৫:৫৩	১১:২২	২:২৯	৪:৫১	৬:০৯
১৮	৪:৩৬	৫:৫৪	১১:২৩	২:২৯	৪:৫০	৬:০৯
১৯	৪:৩৭	৫:৫৫	১১:২৩	২:২৯	৪:৫০	৬:০৯
২০	৪:৩৭	৫:৫৫	১১:২৩	২:২৯	৪:৫০	৬:০৯
২১	৪:৩৭	৫:৫৫	১১:২৩	২:২৮	৪:৫০	৬:০৯
২২	৪:৩৯	৫:৫৭	১১:২৪	২:২৮	৪:৪৯	৬:০৯
২৩	৪:৩৯	৫:৫৭	১১:২৪	২:২৮	৪:৪৯	৬:০৯
২৪	৪:৪০	৫:৫৮	১১:২৪	২:২৮	৪:৪৯	৬:০৯
২৫	৪:৪০	৫:৫৯	১১:২৪	২:২৮	৪:৪৯	৬:০৯
২৬	৪:৪১	৫:৫৯	১১:২৫	২:২৮	৪:৪৯	৬:০৯
২৭	৪:৪২	৬:০০	১১:২৫	২:২৮	৪:৪৯	৬:০৯
২৮	৪:৪২	৬:০১	১১:২৫	২:২৮	৪:৪৯	৬:০৯
২৯	৪:৪৩	৬:০২	১১:২৬	২:২৮	৪:৪৯	৬:০৯
৩০	৪:৪৩	৬:০২	১১:২৬	২:২৮	৪:৪৯	৬:০৯
১লা ডিসেঃ	৪:৪৪	৬:০৩	১১:২৭	২:২৯	৪:৪৯	৬:০৯
২	৪:৪৫	৬:০৪	১১:২৭	২:২৯	৪:৪৯	৬:০৯
৩	৪:৪৫	৬:০৪	১১:২৭	২:২৯	৪:৪৯	৬:০৯
৪	৪:৪৬	৬:০৫	১১:২৮	২:২৯	৪:৪৯	৬:১০
৫	৪:৪৬	৬:০৫	১১:২৮	২:২৯	৪:৪৯	৬:১০
৬	৪:৪৬	৬:০৬	১১:২৮	২:২৯	৪:৫০	৬:১০
৭	৪:৪৮	৬:০৭	১১:২৯	২:৩০	৪:৫০	৬:১০
৮	৪:৪৮	৬:০৮	১১:২৯	২:৩০	৪:৫০	৬:১১
৯	৪:৪৯	৬:০৮	১১:৩০	২:৩০	৪:৫০	৬:১১
১০	৪:৪৯	৬:০৯	১১:৩০	২:৩০	৪:৫১	৬:১১
১১	৪:৫০	৬:১০	১১:৩১	২:৩১	৪:৫১	৬:১২
১২	৪:৫১	৬:১০	১১:৩১	২:৩১	৪:৫১	৬:১২
১৩	৪:৫১	৬:১১	১১:৩২	২:৩১	৪:৫২	৬:১২
১৪	৪:৫২	৬:১১	১১:৩২	২:৩২	৪:৫২	৬:১৩
১৫	৪:৫২	৬:১২	১১:৩৩	২:৩২	৪:৫২	৬:১৩

ছাত্রী ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

সরল পথ গার্লস অ্যাকাডেমি

পরিচালনায় ঃ বেলডাঙ্গা সরল পথ এডুকেশনাল এ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন

সম্পূর্ণ ইসলামী ভাবধারায় গড়া একটি আধুনিক অনাবাসিক-আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

বড়ুয়া পাওয়ার হাউসপাড়া, পোঃ - বড়ুয়া, বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ

Govt. Regd. No. IV-1714 / 15

২০১৮ শিক্ষাবর্ষে শিশু শ্রেণি (৪ বছর বয়স) থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ভর্তি নেওয়া হবে।

ফিজ নিম্নরূপ

ক্রঃ নং	শ্রেণি		ভর্ত্তি ফিজ		টিউশন ফিজ (মাসিক)
			নতুন	পুরাতন	
১.	হিফ্য	আবাসিক	৫০০০ টাকা	২৫০০ টাকা	১৯০০ টাকা
২.	শিশু শ্রেণি	অনাবাসিক	৫০০ টাকা	—	১৫০ টাকা
৩.	১ম শ্রেণি	অনাবাসিক	৫০০ টাকা	—	১৫০ টাকা
৪.	দ্বিতীয় শ্রেণি	আবাসিক	৩০০০ টাকা	১৬০০ টাকা	১৬০০ টাকা
		অনাবাসিক	১০০০ টাকা	৫০০ টাকা	৪০০ টাকা
৫.	তৃতীয় শ্রেণি	আবাসিক	৫০০০ টাকা	২৫০০ টাকা	১৮০০ টাকা
		অনাবাসিক	৩০০০ টাকা	১৫০০ টাকা	৫৫০ টাকা
৬.	৪র্থ শ্রেণি	আবাসিক	৫০০০ টাকা	২৫০০ টাকা	১৯০০ টাকা
		অনাবাসিক	৩০০০ টাকা	১৫০০ টাকা	৫৫০ টাকা
৭.	৫ম শ্রেণি	আবাসিক	৫৫০০ টাকা	২৭৫০ টাকা	২০০০ টাকা
৮.	৬ষ্ঠ শ্রেণি	আবাসিক	৫৫০০ টাকা	২৭৫০ টাকা	২১০০ টাকা
৯.	৭ম শ্রেণি	আবাসিক	৬০০০ টাকা	৩০০০ টাকা	২২০০ টাকা
১০.	৮ম শ্রেণি	আবাসিক	৬০০০ টাকা	৩০০০ টাকা	২৩০০ টাকা

✻ **ভর্তির ফর্ম দেওয়া হবে ঃ** ০১.১০.২০১৭ থেকে (অ্যাকাডেমি থেকে) ✻ **ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ** ২৯.১০.২০১৭ (রবিবার) ✻ **প্রবেশিকা পরীক্ষা হবে** ১৯.১১.২০১৭ রবিবার (অ্যাকাডেমি ভবনে, সকাল ১০ টায়) ✻ **ফল প্রকাশ করা হবে** ২৬.১১. ২০১৭ রবিবার (সকাল ১০টায়) ✻ দূরবর্তী প্রার্থীরা প্রবেশিকা পরীক্ষার দিন ফর্ম সংগ্রহ করে পরীক্ষায় বসতে পারবে। ✻ **সিলেবাস ঃ** তৃতীয় শ্রেণি থেকে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা, ইংরেজি, গণিত (মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ)। আরবী বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

❋ **Re-Admission :** প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত **50%** লাগবে।

❋ ২৫ শে ডিসেম্বরের মধ্যে পুরানো ছাত্রীদের **Re Admission** করানো বাধ্যতামূলক। অন্যথায় ঐ আসন নতুন ছাত্রীদের দিয়ে পূরণ করা হবে।

শিক্ষিকা চাই

আবাসিক শিক্ষিকা চাই। আরবী নিযামিয়া ফারেগ হাফিযিয়া যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষিকাগণকে ২৬শে নভেম্বর ২০১৭ এর মধ্যে আবেদন পত্র দিতে আহ্বান করা হচ্ছে।

যোগাযোগের নম্বর

সম্পাদক ঃ ৯০৪৬৭৮৬৪৪৬

সহ সম্পাদক ঃ ৯১৫৩৫২১৪৭৭

মাসিক "সরল পথ" ৬ষ্ঠ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা • সফর- ১৪৩৯ • নভেম্বর - ২০১৭
Reg. No. NRI No. WB BEN/2012/45211 Posting Registration : WB/MSD-056/2016-18

মূল্য - ১৮/- টাকা মাত্র Printed by : S.F. Printers, Beldanga - 9434531957